INDEX

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963.

23rd June, 1967.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Friday, 23rd June, 1967.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker in the Chair, Shri Monoranjan Nath, Deputy Speaker, three Ministers, the Deputy Minister and twenty three Members.

QUESTIONS

Mr. Speaker— To-day in the List of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. First I shall call on Shri Abhiram Deb Barma to call out the number of his Short Notice Questions.

Shri Abhiram Deb Barma— Short Notice Questions No. 336.

Shri Prafulla Kumar Das— Hon'ble Speaker, Sir, Short Notice Question No. 336.

QUESTION	ANSWER
(১) তেলিয়ামুড়া, খোয়াই এবং অম্পীতে যে ব্যাপক গো-মড়ক দেখা দেয় সরকার তাহা অবগত কি ?	সরকার অবগত আছেন যে তেলিয়ামুড়া, খোয়াই এবং অম্পীতে কোন গো-মড়ক দেখা দেয় নাই। তবে সংক্রামক ব্যাধি দেখা দিয়েছিল এবং টাইমলী ইন্টারভেনশনে সেটা প্রিভেন্ট করা গিয়েছে।

QUESTION	ANSWER
(২) ইহা কি সত্য যে এই সকল এলাকার গ্রামবাসীরা গরু বাছুর চিকিৎসার জন্য ডাক্তার বা ঔষধপত্র সময় মত পান নাই ?	ইহা সত্য নহে।
(৩) গত তিন মাসে কোন্ বিভাগে কত গরু বাছুর মড়কে মারা গিয়াছে ?	কোন গো-মড়ক কোন বিভাগে দেখা দেয়নি।
(৪) গো-মড়ক প্রতিরোধে সরকারী অব্যবস্থার জন্য যাহারা দায়ী তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে ?	গো-মড়ক প্রতিরোধে কোন প্রকার সরকারী অব্যবস্থা নাই, সুতরাং দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার প্রশ্ন উঠিতে পারে না।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন সংক্রামক ব্যাধির ফলে তেলিয়ামুড়া, খোয়াই, অম্পীতে কতগুলি গরু মারা গিয়াছে ?

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস— খোয়াইতে ৪টি গত তিন মাসে এবং এই তিন মাসে অমরপুরে কোন গরু মারা যায়নি।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা— আমি অম্পির কথা বলেছি।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস— অম্পি অমরপুর বিভাগের মধ্যেই।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা— ইহা কি সরকারী হিসাব, না বেসরকারী হিসাব ?

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস— প্রশ্নটা সরকারী, সুতরাং উত্তরটাও সরকারী।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে সংক্রামক ব্যাধিটা কি রকম ?

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস— সংক্রামক ব্যাধি বলতে আমরা একটাই বুঝি যেটাকে ছোঁয়াছে রোগ বলে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা— সংক্রামক ব্যাধিতে ৪টি গরু মারা যাওয়া এবং গো-মড়কে ৪টি গরু মারা যাওয়ার মধ্যে কি পার্থক্য আছে ?

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস— ব্যাপকভাবে মারা যাওয়াকে মড়ক বলে। আর এগুলো নর্ম্যাল ডেথ হয়েছে। মড়কে মারা গেছে একথাটা এখানে যুক্তিসংগত নয়।

মিঃ স্পীকার— শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত— ১৮৫।

Shri T. M. Dasgupta— Hon'ble Speaker, Sir, sparred question No. 185.

QUESTION	ANSWER
a) Whether it is fact that landless peasants under Mohanpur and Simna Tohshil have petitioned to the Government of Tripura for their rehabilitation ;	Yes.
b) if so, No. of such petitions ;	III.
c) the step taken for their rehabilitation ?	43 have rehabilitated.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই যে ১১১টি দরখাস্ত সেই দরখাস্তের মোট কত জন প্রার্থী হয়েছে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— ১৯৬৬ সালে আছে ৫৯টি পিটিশন এবং ১৯৬৭ সালে ৪৫টি পিটিশনের মধ্যে ৮০০ পরিবার রিহেবিলিটেশন এর জন্য আবেদন করা হয়েছে।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি কোন তারিখে তারা দরখাস্ত করেছিল ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—২৭-২-৬৭তে ৩টি দরখাস্ত, ২৩-৩-৬৭তে ৫টি, ১২-৩-৬৭তে ৮টি, ২৩-৩-৬৭তে ৫টি, ২৬-৩-৬৭তে ১১টি, ২৮-৩-৬৭তে ১৪টি এবং ৩০-৩-৬৭তে ৪টি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা— মোহনপুর এবং সিমনায় কি পরিমাণ আবাদযোগ্য জমি আছে যাহা ভূমিহীন এবং জুমিয়াদের মধ্যে বিলি করা যায়?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— তার জন্য আমি নোটিশ চাই।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ৪৫টি পিটিশনের যে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে তাদের জমির পরিমাণ কত?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—আমি নোটিশ চাই।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—এই পরিবারগুলিকে কত সালে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে এবং কোন তারিখে?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—তারা ৬৬ সালে অ্যাপ্লাই করেছিল, কাজেই ৬৬ সাল থেকে ৬৭ সালের মধ্যে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং—তাদিগকে কত করে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—আমি নোটিশ চাই।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—ল্যাণ্ডলেস্ রিহেবিলিটেশনের জন্য আর্থিক সহোযোর কোন প্রভিশন আছে কিনা?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—ল্যাণ্ডলেস্ রিহেবিলিটেশন যখন তাদের কোন্ স্কীমে দেওয়া হয় তখন তদের আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত— আর্থিক সাহায্য কোন স্কীম থেকে দেওয়া হয়েছে কিনা?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—আমি যতটুকু জানি এই ৪৩টি পিটিশনের মধ্যে কোন স্কীম থেকে দেওয়া হয়নি। যে সমস্ত জায়গা তারা দখল করেছিল সেই সমস্ত জায়গা তারা বন্দোবস্তের জন্য প্রার্থনা করেছিল এবং সেই সমস্ত জায়গা তাদের দেওয়া হয়েছে।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—তাহলে ইহা কি সত্য যে তারা তাদের জবরদখল জায়গা বন্দোবস্ত পেয়েছে?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—ঘটনা দৃষ্টে তাই মনে হয়।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত— তাহলে তাদের উপর কি পনের ধারা মতে নোটিশ সার্ভ করা হয়েছিল ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— আমি এর জন্য নোটিশ চাই।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত— এইরকম বে-আইনি দখল কতজনের আছে, মোহনপুর তহশীলে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— আমি এর জন্য নোটিশ চাই।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত— যদি ৪৩ জন পরিবারের উর্দ্ধে পরিবার থাকে, তাহলে কি সেই ভাবে বন্দোবস্ত দেওয়া হবে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত — আইনের বিধানের মধ্যে যদি পরে এবং সেটা যদি দশ কানির নীচে হয়, তাহলে তাদের কথা বিবেচনা করে দেখা হবে।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত— এই যে ৪৩ জন পরিবারকে দেওয়া হয়েছে, তাদের প্রত্যেকেরই কি দশ কানির নীচে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— আমি এর জন্য নোটিশ চাই।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী— মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি, এই দশ কানি কি টিলা ল্যাণ্ড না সমতল ভূমি ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত- ল্যাণ্ড যখন যেমন পাওয়া যাবে তখন সেটাই দেওয়া হবে।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত— এই যে ৪৫টি দরখাস্ত—যেখানে ৮০০ প্রার্থীর নাম দেওয়া হয়েছে, সেইসব দরখাস্তে কোন কোন জায়গায় খাস আছে, তার কোন উল্লেখ আছে কি না ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— এই বিষয়ে আমি নোটিশ চাই, এই ফিগার আমার কাছে নেই।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত— মাননীয় স্পীকার মহোদয়, দরখাস্ত পেয়েছেন উনি, দরখাস্তের মধ্যে প্রত্যেক প্রার্থী রিহ্যাবিলিটেশানের জন্য প্রার্থনা করেছেন, তার কণ্টেনটষ্টা সম্বন্ধে আমার প্রশ্ন, তারা কোন জায়গায় রিহ্যাবিলিটেশানের জন্য প্রার্থনা করেছেন।

মিঃ স্পীকার— মাননীয় সদস্য, আপনি ৮০০ জন প্রার্থীর কথা বলেছেন, এই ৮০০টি পিটিশানের কনটেন্টস জানা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের পক্ষে সম্ভব নয়।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত— মাননীয় স্পীকার মহোদয়, নাম ৮০০ জনের কিন্তু দরখাস্ত ৪৫টি, সেই দরখাস্তের মধ্যে কোন জায়গার মেনশান আছে কিনা যে এই জায়গায় খাস জমি আছে, সেই জায়গায় আমরা রিহ্যাবিলিটেশান পেতে চাই, সেটা আমার প্রশ্ন।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— সেই ফিগার আমার কাছে নেই, এটা সম্ভবও নয় মাননীয় স্পীকার মহোদয় পূর্ব্বাহ্নে ডিটেলস্ জানা যে কোন জায়গায় স্পেসিফিক্যালি ষ্ট্রেসটা পড়বে কাজেই এর ডিটেলস্‌কে কোন জায়গায় চাইছে, সেটা আমার কাছে নেই।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা— ইহা কি সত্য, তপশীল ও উপজাতিদের জন্য তিনশত টাকা দেওয়া হয় এবং অন্যান্য ভূমিহীনদের ১৯১০ টাকা দেওয়া হয়?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— এই বিষয়ে এর পূর্ব্বে এই হাউসে উত্তর দেওয়া হয়েছে, যে বিভিন্ন স্কীম আছে, বিভিন্ন স্কীম থেকে বিভিন্ন ভাবে টাকা দেওয়া হয়।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত— এই যে ৪৫টি দরখাস্ত, তার উপর কি ষ্টেপ নেওয়া হয়েছে এবং কতদুর প্রগ্রেস হয়েছে?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— আমি যতটুকুন খবর পেয়েছি, তারা অনুসন্ধান করে দেখছেন, এখনও কাউকে বন্দোবস্ত দেওয়া হয় নাই, সমস্তটা বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত— ইহা কি সত্য, গোপালনগর, বিজয়নগর, বালুছড়ি, এই তিন জায়গায় প্রায় আড়াই হাজার পতিত জমিতে তারা রিহ্যাবিলিটেশানের প্রার্থনা করেছিল?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— আমি আগেই বলেছি এই তথ্য আমার কাছে নেই, আমি এর জন্য নোটিশ চাই।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ইহা কি সহানুভূতির সংগে তদন্ত করে দেখা হবে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— এটা নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখা হবে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী— মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, ত্রিপুরার ভূমিহীনদের পুনর্ব্বাসনের, সরকারী পর্য্যায়ে কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— এটা নীতিগত ভাবে নেওয়া হয়েছে যে সার্ভে সেটেলমেণ্ট অপারেশানের পর যে সমস্ত উদ্বৃত্ব পুনর্ব্বাসন যোগ্য ভূমি থাকবে, সেইগুলি ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন করার প্রচেষ্টা নেওয়া হবে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী— কখন, কি ভাবে এটার ব্যবস্থা করা হবে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— কোন কোন জায়গায় সার্ভে সেটেলমেণ্ট হওয়ার পর যখন জায়গাগুলি উদ্বৃত্ব হবে, বা কোন জায়গায় যদি আগে সেটা হয়ে যায়, তখন প্রার্থনা অনুযায়ী অবস্থা দেখে এবং যাদের রিহ্যাবিলিটেশান ঋণ দিতে হবে, সেই বৎসরে ঋণের জন্য যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা আছে তার সঙ্গে সংগতি রেখে যদি ঋণযুক্ত রিহ্যাবিলিটেশান দিতে হয়, তাহলে সেই ভাবে দিতে হবে, আর জনসাধারণ যদি চায় যে আগে জমির বন্দোবস্ত হউক, পরে তারা ঋণের জন্য প্রার্থনা করবে, তাহলে সেই ভাবে বিনা ঋণে হয়তো আগাম ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সেটা অবস্থার এবং ঘটনা অনুযায়ী বিভিন্ন সাবডিভিশানে, একটু আগে পিছে কাজটা হবে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী— কখন কাজটা আরম্ভ হবে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— কাজ অলরেডি আরম্ভ করা হয়েছে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী— কোন সাবডিভিশানে করা হয়েছে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— এর বিস্তারিত তথ্যের জন্য আমি নোটিশ চাই। তবে আমি যতটুকুন জানি খোয়াইর কোন কোন অঞ্চলে করা হয়েছে।

Mr. Speaker—Shri Aghore Deb Barma, M.L A.

Shri Aghore Deb Barma—Question No. 84

Shri Tarit Mohan Das Gupta—Question No. 84, Sir.

QUESTION	ANSWER
1) Whether there is any settlement office near the No. 4 Ramnagar extension road outside the Municipal area ;	YES.
2) If it is fact, the name of the house owner wherein the said office is held and monthly rent of that house ?	Name of the House-owner—Sri M. M Palit. Monthly rent Rs. 94.00

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা— মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে এ' ঘরের কয়টা কোঠা আছে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—এর বিস্তারিত তথ্য আমার কাছে নেই, এর জন্য আমি নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা— মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, সরকার থেকে যে সমস্ত ঘর ভাড়া নেওয়া হয়, সেই ঘরগুলির ভাড়া কিসের ভিত্তিতে নির্দ্ধারণ করা হয় ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত— সেইগুলি ভ্যালুয়েশানের ভিত্তিতে পি, ডবল্যু, ডি'র কাছে চাওয়া হয়, এবং পি, ডবল্যু, ডিপার্টমেণ্ট থেকে তারা ভাড়ার হার নির্দ্ধারণ করে দেয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা— মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এ' ঘরের মালিক, সেটেলমেণ্ট অফিসার মিঃ ঘোষের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় কি না ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত— এই তথ্য আমার জানা নেই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা— মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এ' ঘরের ভাড়া বাবদ যা দেওয়া হচ্ছে, পি, ডবল্যু, ডি, অর্থাৎ সরকার থেকে যে সমস্ত ঘর ভাড়া দেওয়া হয়, যে সীমা নির্দ্ধারিত আছে, তার থেকে এটা অনেক বেশী ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত— পি, ডবল্যু, ডিপার্টমেণ্ট থেকে এ্যাসেসমেণ্ট করে দিয়েছে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন জায়গার ভ্যালুয়েশান দেখে তার অফিসার এ্যাসেসমেণ্ট করে দেয়।

কাজেই পি, ডবলু, ডি'র যে নিয়ম কানুন আছে, সেটা অনুসরণ করে যতটুকু হয়েছে, সেটা তারা করেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এইরকমও হয় যে সেটা যদি কারও মনপুতঃ না হয় তার জন্য আরেকটা কমিটি থাকে, সেই কমিটির কাছে তারা এ্যাপীল করে। ডিষ্ট্রীক্ট মেজিষ্ট্রেটকে প্রেসিডেণ্ট করে একটা কমিটি করা হয়েছে, তাড়া ভাড়া ইত্যাদি ব্যাপারে সেই সব ক্ষেত্রে বিবেচনা করে দেখেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রশ্নের পরিষ্কার উত্তর হল না। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এ' ঘরটার বর্ত্তমানে যে ভাড়া, পি, ডবলু, ডি'র যা রেট করা থাকে, তার থেকে এর ভাড়া অনেক বেশী। সেই সম্পর্কে উনি জানেন কি না ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—আমিতো বল্লাম যে পি, ডবলু, ডি'র যে নিয়ম কানুন আছে, সেই ভাবে তারা সেটা এ্যাসেস করে দিয়েছে।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে পি. ডবলু. ডি'র এ্যাসেমেণ্ট মতে ভাড়া নির্দ্ধারণ করা হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কথা হচ্ছে পি. ডবলু ডি'র যে নিয়ম কানুন আছে, এই ক্ষেত্রে সেটা মানা হচ্ছে না, সে সম্পর্কে তিনি কতটুকু খবর রাখেন ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—এই প্রশ্ন, আমি যে জবাব দিয়েছি, তার পরিপ্রেক্ষিতে উঠে না, কারণ ভাড়াটা পি, ডবলু, ডি এ্যাসেস করে দিয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রশ্নটা সেই জায়গায়— অর্থাৎ বাড়ীটা যেহেতু মিঃ লোধ, সেটেলমেণ্ট অফিসারের আত্মীয়ের বাড়ী সেইজন্য পি, ডবলু, ডি'র যে নিয়ম কানুন আছে, এই ক্ষেত্রে সেটা মানা হচ্ছে না, সেই সম্পর্কে তিনি কি করতে পারেন, সেটা হচ্ছে আমার বক্তব্য।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—পি, ডবলু, ডি থেকে এ্যাসেসমেনট করা হয়েছে। বাড়ীটা ভাড়া ব্যাপারে উনার অভিযোগ থাকতে পারে। সুতরাং আমি বলছি যে সেটা পি, ডবলু, ডি, এ্যাসেস করে দিয়েছে। কাজেই সেই যুক্তি এখানে খাটে না।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, কোন্ তারিখে, কোন্ সনে পি, ডবলু, ডি এই ঘর ভাড়া সম্পর্কে ঠিক করেছেন ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—এর জন্য আমি নোটিশ চাই।

মিঃ স্পীকার— শ্রীনিশিকান্ত সরকার।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার— ১১৭।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রশ্ন নং ১১৭।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) ইদানিং উদয়পুর বিভাগের সার্ভে অ্যাণ্ড সেটেলমেণ্ট অফিস হইতে সমস্ত রেকর্ডস্ আগরতলা আসিয়াছে কি না?	না।
খ) যদি আনিয়া থাকে, তবে তাহার কারণ কি?	প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার— ইহা কি সত্য নহে যে লক্ষ্মীপতি, ব্রজেন্দ্রনগর প্রভৃতি মৌজার অ্যাটেষ্টেশন না হওয়ার আগেই সমস্ত রেকর্ড পত্র মৌজা হিসাবে আগরতলা চলে এসেছে?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— উদয়পুরে মৌজার সংখ্যা হচ্ছে ৬৪টি। তার মধ্যে ৬১টি ফাইন্যাল পজিশনে আছে। তার মধ্যে কিছু সংখ্যক এখানে এসে পৌঁছেছে, সবগুলি এখনও এসে পৌঁছেনি।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার— ইহা কি সত্য নয় যে, যে সমস্ত মৌজার অ্যাটেষ্টেশন ফাইন্যালাইজড হয় নাই সেই সমস্ত মৌজার কাগজপত্র আগরতলা আসায় জনসাধারণকেও আগরতলা আসতে হচ্ছে?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— নোটিশ চাই।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে কতগুলি মৌজার রেকর্ড এখানে এসেছে?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— কিছু এসেছে, কিছু প্রসেসে আছে, সেজন্য আমি কারেক্ট ফিগার দিতে পারছি না। কারেক্ট ফিগার দিতে হলে আমি নোটিশ চাই।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যদি কোন কোন

মৌজার ফাইন্যালাইজেশন না হওয়ার আগে যদি কোন মৌজার কাগজপত্র আগরতলা এসে থাকে তাহলে এটা সাবডিভিশনে পাঠানো হবে কিনা ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— আইনানুগভাবেই কাজ হবে। যদি কোন অফিসার তার কাগজ দেখার প্রয়োজনে এনে থাকেন তাহলে সেটা পৌছে দেবেন। এখানে যে সার্ভে অ্যাণ্ড সেটেলমেণ্ট বিভাগ আছে তার যা যা আইনের নির্দেশ আছে সেগুলি যাতে পালন করা হয় সেটা দেখা হবে।

মিঃ স্পীকার— শ্রীমনোরঞ্জন নাথ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ— ২১৯।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় প্রশ্ন নং ২১৯।

প্রশ্ন	উত্তর
(ক) ত্রিপুরায় ভূমি সংস্কার আইনের বলে কতজন জমির মালিক, তালুকদার সমগ্র ত্রিপুরায় ক্ষতিপূরণ পাবেন ;	সংখ্যা— ৪,৬৪১
খ) গত মার্চ্চ পর্য্যন্ত কতজনকে কি পরিমাণ টাকা দেওয়া হইয়াছে ?	(১) ১,৩৮৩ জন (২) ১৩,৯৮,৮৭৮·২১ টাকা দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে ৪,৬৪১ জনের মধ্যে ১,৩৮৩ জনকে যে দেওয়া হইয়াছে এটা কত দিনের মধ্যে দেওয়া হইয়াছে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— গত মার্চ্চ মাসের মধ্যে দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ— আমি জানতে চেয়েছি কতদিন সময় লেগেছে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— সেই তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি সার্ভে সেটেলমেন্ট অপারেশন কতদিন হল আরম্ভ হয়েছে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— সেই তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে এই কমপেনসেশান পাওয়ার জন্য লোকগুলি অফিসে ঘোরা ঘুরি করে বহু টাকা পয়সা খরচ করছে কিনা ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— আমার এই তথ্য জানা নেই।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে বাকী যে সমস্ত কম্পেনসেশন পাবে এইগুলি একস্পিডাইট করা হবে কিনা ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— একস্পিডাইট এমনিতেও করা হয়। এই বছরের জন্য আরও ৩,৩২,৫৪৫ টাকা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু তার মধ্যেও কিছু লিটিগেশন হওয়াতে, ডিস্পুট থাকার জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে কিছুটা দেরীর কারণ হয়েছে। তবে ডিপার্টমেন্ট চেষ্টা করে যাচ্ছে যাতে তাড়াতাড়ি গুইগুলি শেষ করে দেওয়া যায়।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে কতজন কমপেনসেশন অফিসার নিযুক্ত করা হয়েছে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— আমি নোটিশ চাই।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা— এই সব প্রজাদের ভূমি সংস্কার আইন অনুসারে রায়তী স্বত্ব পাবার জন্য কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হয় কিনা ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— আমি নোটিশ চাই।

শ্রীযতীন্দ্র মজুমদার— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে গিরীশ চন্দ্র ভৌমিক এবং সুরেশ চন্দ্র ভৌমিক নামে দুই ব্যক্তি দুইবার করে কম্পেনসেশান পাচ্ছেন কিনা ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— এই তথ্য আমার কাছে নাই।

মিঃ স্পীকার— শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা—২২৯।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্ন নং ২২৯।

প্রশ্ন	উত্তর
১। সিভিল সাপ্লাই দপ্তরের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাম অ্যাকাউণ্টস অফিসার শ্রীযশোদা রঞ্জন ভট্টাচার্য্যের বিরুদ্ধে কি 'ইরেগুলারিটি অব এক্সপেন্‌ডিচারের' কোন অভিযোগ আছে।	১। না।
২। যদি থাকে তবে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।	২। প্রশ্ন উঠে না।
৩। কত টাকার ব্যাপারে 'ইরেগুলারিটি' ঘটিয়াছে।	৩। প্রশ্ন উঠে না।
৪। সরকার তাহার বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে ?	৪। প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার—শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত।

শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত—২৫৩

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রশ্ন নং ২৫৩।

প্রশ্ন	উত্তর
১। খোয়াই বাজারটির উন্নয়নের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না,	১। ইহা বিবেচনাধীন আছে।
২। থাকিলে কবে পর্য্যন্ত এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা হইবে ?	২। কাজ দ্রুত গতিতে সম্পন্ন করার চেষ্টা হইবে।

শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি অবগত আছেন যে বর্ষার সময় খোয়াই বাজারটি ভয়াবহ আকার ধারণ করে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত —আমার কোন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নেই ।

শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত—বর্ষার সময় পচা আবর্জনা গলিত জিনিষের জন্য লোক চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে। এইসব সংবাদ সরকার অবগত আছেন কিনা ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত —সেজন্যই তো বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত- খোয়াই বাজারের পক্ষ থেকে বাজারের কমিটি এবং দরিদ্র ব্যবসায়ী সমিতি এই সম্পর্কে কোন রি.প্রেজেন্টেশন সরকারের নিকট দিয়েছেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—তারা রিপ্রেজেন্টেশান দিয়েছে।

শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত—এই রিপ্রেজেন্টেশানে এই কথা আছে কি না যে বর্ষার সময় এই বাজার'এর ভয়াবহ অবস্থা হয়, দোকানদাররা কেনা বেঁচা করতে পারেনা, জনসাধারণ চলাফেরা করতে পারে না, বাজারের মধ্যে হাঁটু জল থাকে, কাঁদা থাকে, এই সব কথা সেই রিপ্রেজেন্টেশানে আছে কি না ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—কোনটাকে ভয়াবহ বলে আমার জানা নেই, তারা অনেক বিবরণ দিয়েছেন, তবে সেটা সরকারী বিবরণ কি না সেটা বিবেচ্য বিষয়।

শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত—স্পীকার স্যার, বাজারে বর্ষার সময় পঁচা গোবর, পঁচা ইদুর, পঁচা পাতা ইত্যাদি থাকাকে ভয়াবহ অবস্থা বলে কি না, আমি মন্ত্রী মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করতে চাই।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত- আমার উত্তর আমি আগেই দিয়েছি স্যার ।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—যদি সেই বাজার কমিটি কিংবা ব্যবসায়ীদের কোনরকম দরখাস্ত পেয়ে থাকেন, তবে সেই দরখাস্ত কোন্ তারিখে পেয়েছেন ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—তারিখ আমার কাছে নেই, আমি নোটিশ চাই।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—সেই দরখাস্ত পাওয়ার পর কোন তদন্ত করার ব্যবস্থা হয়েছে কি না ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— সমস্ত জিনিষটা বিবেচনাধীন আছে আমি বলেছি। যখন বিবেচনাধীন আছে তখন নিশ্চয়ই তদন্ত করা হয়েছে।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত— কত তারিখে তদন্ত হয়েছে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—আই ওয়াণ্ট নোটিশ অব ইট, স্যার।

শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত—মন্ত্রী মহোদয়, এই বাজার'এর উন্নতির জন্য সত্বর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে এই আশ্বাস দিতে পারেন কি ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—আমি প্রথমেই বলেছি যে এই বাজারের কাজ দ্রুতগতিতে সম্পন্ন করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

Mr. Speaker— Shri Promode Ranjan Das Gupta,

Shri Promode Ranjan Das Gupta— Question No. 269.

Shri Tarit Mohan Das Gnpta— Question No. 269, Sir.

QUESTION	REPLY
a) Whether total population figure is submitted to the Govt. of India when total requirement of rice & wheat is determined in each financial year ,	Yes.

QUESTION	ANSWER
b) if so, the figure submitted in 1965, 1966 ?	In 1965— 14,34,000 In 1966— 15,18,000

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই যে ১৪,৩৪,০০০ এবং ১৫,১৮,০০০ সেটা কি ভিত্তিতে করা হয়েছে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— সাধারণতঃ পপুলেশান যা আছে এবং ইনফ্লাক্স অব রিফিউজি, তার উপর দুই পারসেন্ট এ্যানুয়েল ইনক্রীজ, এর উপর ভিত্তি করে ধরা হয়েছে।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত— মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, ১৯৬১ সালে যে সেন্সাস করা হয়েছিল, তাতে সাড়ে এগার লক্ষ পপুলেশান, তারপর এ্যাডিশন্যাল ফিগার এ্যাড করে সেটাকে করা হয়েছে ?

শ্রীতড়িৎমেহান দাশগুপ্ত— ১৯৬১ সালের সেন্সাস ফিগার ছিল ১১,৪২,০০৫, তারমধ্যে পরে ইনফ্লাক্স অব রিফিউজীর যে ফিগার এবং আড়াই পারসেন্ট বেসিসে ধরে একটা এভারেজ ফিগার ধরা হয়েছে।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত – মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই ফিগার, যে ফিগারের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রেশানের দাবী করা হয়, এই যে ফিগার এই ফিগারের মধ্যে চা বাগানের শ্রমিকরা আছে কিনা ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— ত্রিপুরার মধ্যে যারা বাস করছেন, তাদের সকলের ফিগার এর মধ্যে যোগ করা আছে।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই যে চা বাগানের শ্রমিকরা, তারা রেশান পাচ্ছে কিনা ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— ত্রিপুরা রাজ্যের সরকারী নিয়ন্ত্রন মূল্যের থেকে যে চাউল দেওয়া হয়, তার সংখ্যা ছয় লক্ষের সামান্য কিছুর উপর। আর চা বাগানের বেলাতে এই বছর চা বাগান কোম্পানীও তাদের দলের যে চুক্তি আছে, তাতে চাউল ইত্যাদি চা বাগান দেওয়ার কথা। তারা যদি দিতে না পারেন, তাহলে ২৩ টাকার উর্দ্ধে যে দাম হবে সেটা সাবসিডি হিসাবে চা বাগানের

মালিকদের দেওয়ার কথা ত্রিপাক্ষিক চুক্তি অনুযায়ী। এই বছর যেহেতু চাউল পাওয়া যায় না, তার জন্য চা বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে সরকারী তরফ থেকে যে সমস্ত বাগান থেকে চাওয়া হয়, সেখানে তাদের আটা দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত— মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যাদের রেশান দেওয়া হয়, সেইসব শ্রমিকের জমি আছে কি না?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত--শ্রমিকদের কোন জমি আছে বলে আমার জানা নেই।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত— মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যদি সেইসব শ্রমিকদের জমি না থাকে, তাহলে তাদের ফিগার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সাবমিট করা হয়, সেই ফিগারের মধ্যে যদি তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে, তাহলে জমি না থাকা সত্ত্বেও তারা কেন রেশান পাবে না?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগু — আমি তার উত্তর আগেই দিয়েছি যে ত্রিপুরা রাজ্যে ফেয়ার প্রাইস সপ থেকে কাউকেও পুরো রেশান দেওয়া হয় না। তাদের যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি আছে, সেই অনুযায়ী মালিকপক্ষ দেওয়ার কথা, সরকারের পক্ষে সেটা বাধ্যতামূলক নয় যে রেশান দিতে হবে। কিন্তু যেহেতু অন্যান্য নাগরিকদের ক্ষেত্রে দেওয়া হচ্ছে এবং সেখানে তাদের যেহেতু চাউল পরিমাণ মত দেওয়া যাচ্ছে না, সেইজন্য যেই যেই বাগান চাইছে তাদের আটা দেওয়া হচ্ছে।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত— মন্ত্রী মহোদয়, ওয়েজ বোর্ডের যে রিকম্যাণ্ডেশান, সেই রিকম্যাণ্ডেশানে এই নির্দেশ আছে কিনা যে প্রত্যেক সরকার প্রত্যেক চা বাগান শ্রমিকদের চাউল সরবরাহ করবে?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—ওয়েজ বোর্ড তার অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যদি চাউল থাকে, তখনই সরকার সেটা বিবেচনা করে দেখবেন। এই ক্ষেত্রে আবার আমি বলছি, তাদের আটা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে, কাজেই কোন ডিসক্রিমিনেশান অন্ততঃ এই বছর তাদের সঙ্গে করা হচ্ছে না।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত— মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমার বক্তব্য হচ্ছে যে আটা যেন একটা ফেভার করা হচ্ছে তাদের। আমার বক্তব্য এই নয়, আমার কথা হচ্ছে তারা সেটা পেতে পারে। ওয়েজ রিকম্যাণ্ডেশান আসাম গভর্ণমেণ্ট এবং ওয়েষ্ট বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট একসেপ্ট করেছে।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— আমি এরজন্য নোটিশ চাই।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত— মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি না? যদি ওয়েষ্ট বেঙ্গল এবং আসাম গভর্ণমেণ্ট একসেপ্ট করে থাকেন, তাহলে ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট সেই সম্বন্ধে বিবেচনা করবেন।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— ত্রিপুরা সরকারের খাদ্য পরিস্থিতির অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সেটাকে দেখা হবে।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত— মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, ত্রিপুরার যে খাদ্য পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতিতে আজ পর্য্যন্ত কতকগুলি বাগানকে রেশান দেওয়া হচ্ছে?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— যে পরিমাণ আটা দেওয়া হয়, তার উপরের উদ্বৃত্ত অংশ ২৩ টাকার উপরে যে দাম থাকে তা মালিকরা সাবসিডি হিসাবে বাগানকে দেন। কয়েকটি বাগান আছে, তার বর্তমান অবস্থা কি আমি জানি না, তারা কিছু কিছু ষ্টক করে রেখেছেন, সেখান থেকে তারা সরবরাহ করে থাকেন। ঠিক আজকের অবস্থা জানা নেই।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত— মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, কতকগুলি বাগান সাবসিডি দিচ্ছে এবং কতকগুলি সাবসিডি দিচ্ছে না?

মিঃ স্পীকার— মাননীয় সদস্য জানতে চেয়েছেন যে কতগুলি বাগান দিচ্ছে।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— আমি বললাম তো যে কোন বাগান হিসাব দিচ্ছে না বলে কোন অভিযোগ আমার কাছে নেই।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে কতগুলি বাগান আটা নিচ্ছে?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— আমার কাছে ফিগার নাই। ধর্মনগর নিচ্ছে এবং সদরের ১৪টি বাগান নিচ্ছে। এটা আমি স্মৃতি থেকে বলছি।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ত্রিপুরায় কয়টি বাগান?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— এই প্রশ্ন উঠে না স্যার।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত— মাননীয় স্পীকার, স্যার তিনি বলেছেন যে ১৪টি বাগান নিচ্ছে এবং ধর্মনগর নিচ্ছে। তাই আমার জানার প্রয়োজন হল যে কয়টা বাগান।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— প্রয়োজন হলেও এই প্রশ্নটা উঠে না। আমি বলেছি যে এটা আমি স্মৃতি থেকে বলেছি। কিন্তু এই প্রশ্নের সঙ্গে বাগানটা সরাসরিভাবে যুক্ত নয় স্যার।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত— ত্রিপুরায় যতগুলি বাগান আছে তারা যদি আটার জন্য প্রার্থনা করে তাহলে প্রতিটি বাগানকে আটা দেওয়া হবে কি না?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— এটা এই প্রশ্নের সঙ্গে উঠে না। তবু আমি বলছি যে, যে যে বাগান থেকে চেয়েছে তাদের আটা দেওয়া হয়েছে এটা আমি আগেই বলেছি।

Mr. Speaker— Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma— Question No. 87.

Shri T. M. Dasgupta— Mr. Speaker, Sir, Question No. 87

QUESTION	ANSWER
1) Names of Sub-divisons where survey operations have been completed and Khatians and maps have been finally published ; 2) Whether said Khatians and maps have been finally published ,	1 & 2 The Survey Settlement operation has been completed in Kamalpur, Khowai, Kailashahar and Sonamura Sub-divisions, and Khatians and maps have been finally published.
3) if not, the reasons thereof ?	Does not arise in view of the reply to item 2.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন বাকী ডিভিশনগুলির কাজ শেষ করতে কতদিন সময় লাগবে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— ঠিক তারিখ বলা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়, তবে যত শীঘ্র সম্ভব চেষ্টা করা হবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে, যে সমস্ত ডিভিশন-গুলির মধ্যে কাজ এখনও শেষ হয় নাই সেই সমস্ত ডিভিশন এর মধ্যে কাজ কতদুর পর্যান্ত অগ্রসর হয়েছে এবং কি কি কাজ বাকী আছে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— সদরে ১৪০টির মধ্যে ১১২টি মৌজা কম্প্লিট হয়েছে, ধর্মনগর ১০৩টি মৌজার মধ্যে ৯৪টি কম্প্লিট হয়েছে, উদয়পুরে ৬৪টির মধ্যে ৬১টি, বিলোনীয়াতে ৮৭টির মধ্যে ৮২টি, অমরপুরে ৯৬টির মধ্যে ৯৫টি, সাব্রুমে ৫৭টির মধ্যে ৪৭টি।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন সার্ভে সেটেলমেণ্ট অপারেশনের যে টারগেট টাইম ছিল সেই সময় পার হয়ে গেছে কিনা ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— হ্যাঁ, পার হয়ে গেছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই বাকী কাজ শেষ করার জন্য আর কি পরিমাণ সময় লাগতে পারে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—আগামী বছরের মধ্যে সব কাজ শেষ হয়ে যাবে বলে আশা করা যায়।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী— উদয়পুরে যে তিনটি মৌজা কম্প্লিট হয়নি এই মৌজা-গুলির নাম কি কি ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত — আমি নোটিশ চাই।

মিঃ স্পীকার— শ্রীনিশিকান্ত সরকার।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার-- ২:৫।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রশ্ন নং ২১৫

প্রশ্ন	উত্তর
(ক) ত্রিপুরার দক্ষিণাঞ্চলের গুদারা-ঘাটগুলির ইজারার টাকা কত বৎসরের জন্য বাকী আছে ;	তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।
(খ) এবং ঐ টাকার পরিমাণ কত ?	

মিঃ স্পীকার— শ্রীমনোরঞ্জন নাথ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ— ২৪৭।

Shri T. M. Das Gupta— Mr. Speaker Sir. starred question No. 247.

QUESTION	ANSWER		
(ক) ত্রিপুরায় নাল খানি জমির পরিমাণ কত ; (Sub-division-wise break up)	(a) 1.	Sadar	63, 495·02 acres
	2.	Khowai	20, 293·20 ,,
	3.	Kamalpur	16, 628·38 ,,
	4.	Kailashahar	24, 916·37 ,,
	5.	Dharmanagar	14, 484·51 ,,
	6.	Sonamura	20, 755·00 ,,
	7.	Udaipur	22, 303·63 ,,
	8.	Amarpur	9, 592·66 ,,
	9.	Belonia	24, 786·22 ,,
	10.	Sabroom	11, 597·05 ,,

QUESTION	ANSWER				
(খ) গড়পরতা (average) একর প্রতি কি পরিমাণ ধান্য উৎপাদন হয় ?	(b) 1.	Sadar	14 Mds.	13 Srs.	per acre.
	2.	Khowai.	19 ,,	15 ,,	,,
	3.	Kamalpur	17 ,,	33 ,,	,,
	4.	Kailashahar	20 ,,	12 ,,	,,
	5.	Dharmanagar	17 ,,	08 ,,	,,
	6.	Sonamura	17 ,,	10 ,,	,,
	7.	Udaipur	20 ,,	34 ,,	,,
	8.	Amarpur	19 ,,	25 ,,	,,
	9.	Belonia	16 ,,	02 ,,	,,
	10.	Sabroom	15 ,,	20 ,,	,,

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে এর মধ্যে নাল জমি দুই ফসলা কত পরিমাণ আছে এবং এক ফসলা কত পরিমাণ আছে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— এই তথ্য আমার কাছে নেই স্যার।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে ফিগার দিলেন এটা কি আউশ এবং আমন মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে, না শুধু একটার দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— এটা গড়পড়তা একটা রাফ এষ্টিমেট করে করা হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা— তার মানে এটা এক ফসলাও হতে পারে, দু ফসলাও হতে পারে। কি ভিত্তিতে এটা করা হয়েছে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— এইগুলি পিরিয়ডিক্যাল হিসাব করা হয়েছে কতগুলি জমির পরিমাণ দেখে। কাজেই সারা বছরের হিসাব এই হিসাবটাতে ধরা হয়েছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে কোন্ ডিপার্টমেন্ট থেকে এই তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—এর জন্য আমি নোটিশ চাই। তবে এটা সেটেলমেণ্ট থেকে এসেছে, এটা সেটেলমেন্ট যেভাবে হিসাব করে দেখার নিয়ম সেইভাবেই সেটা তারা করেছে বলে আমার জানা আছে।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ষ্ট্যাটিসটিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট, অ্যাগ্রিকালচার ডিপার্টমেণ্ট এবং সেটেলমেণ্ট ডিপার্টমেণ্টের, এই তিনটির যে তথ্য, এই তথ্যের মধ্যে মিল আছে কিনা ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— এর জন্য আমি সেপারেট নোটিশ চাই।

শ্রীযতীন্দ্র মজুমদার— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এইসকল ধানী জমির মধ্যে বাড়ী ঘর করা হচ্ছে কি না ?

মিঃ স্পীকার— দি কোয়েশ্চান ইজ নট রিলেভেণ্ট।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন ত্রিপুরায় এক ফসলা জমির মধ্যে একর প্রতি কি পরিমাণ ফসল উৎপাদন হয় ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—আমার কাছে যে তথ্য আছে আমি সেটাই দিয়েছি এবং মোটামোটি আমার মনে হয় এক ফসলার উপর ভিত্তি করেই এটা দাঁড় করানো হয়েছে। তবে আমি এই সম্পর্কে কোন ষ্টেটমেণ্ট করছি না।

মিঃ স্পীকার— শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা— ২৩০।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রশ্ন নং ২৩০।

QUESTION	REPLY
১। মোটর এবং সাইকেলের পার্টস যাহাতে কন্ট্রোল দরে পাওয়া যাইতে পারে সরকার কি তাহার কোন ব্যবস্থা করিয়াছেন ;	না।
২। যদি ব্যবস্থা করিয়া থাকেন কোথায় কোথায় কি ভাবে পাওয়া যাইতে পারে তাহার বিবরণ ?	প্রশ্ন উঠে না।

Mr. Speaker— No supplementary ? Shri Sunil Ch. Dutta, M.L.A.

Shri Sunil Ch Dutta— Question No. 257

Shri Tarit Mohan Das Gupta— Question No. 257 Sir.

প্রশ্ন	উত্তর
ক) ইহা কি সত্য যে জরীপ ও বন্দোবস্ত বিভাগের নন্ গেজেটেড কর্ম্মচারীদিগকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বদলী করিবার সময় এমন কি ত্রিপুরার এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে বদলী করিবার আদেশ'জন সার্থের খাতিরে বদলী না লিখিয়া পোষ্টীং লিখা হয়,	জরীপ ও বন্দোবস্ত বিভাগের ফিল্ড ষ্টাফ যথা কানুনগো, সার্ভেয়ার আমিন প্রভৃতিকে কার্য্য ব্যাপদেশে এক ক্যাম্প হইতে অন্য ক্যাম্পে যাইতে হয়। ইহাকে সার্ভে সেটেলমেণ্ট কার্য্যের প্রচলিত রীতি অনুসারে বদলী বলিয়া গণ্য করা হয় না। কারণ ফিল্ড ষ্টাফ ভ্রাম্যমান।
খ) ইহার ফলে এই বিভাগের দরিদ্র কর্ম্মচারীদিগকে ন্যায্য ভ্রমণ ভাতা হইতে বঞ্চিত করা হইতেছে কি না ?	না।

শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত— ত্রিপুরা সরকারের পি, ডবল্যু, ডি বা মেডিক্যাল ডিপার্টমেণ্টে এই রকম এর ফিল্ড ষ্টাফ আছে কি, না, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— ফিল্ড ষ্টাফ থাকলেও তাদের স্থায়ী ভাবে এক জায়গায় পোষ্টিং হয়, সেই জায়গায় কাজ হয়ে গেলে অন্য জায়গায় যায়। আর সেটেলমেণ্টের যারা, তারা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে ঘুরে সেটেলমেণ্ট ওয়ার্ক করার কথা, এটা তাদের ডিউটির অঙ্গ। কাজেই সবটা কাজই তাদের ঘুরে ঘুরে করার নিয়ম।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিং— তারাই কি শুধু ফিল্ড ষ্টাফ, গেজেটেড অফিসারদের মধ্যে কি ফিল্ড ষ্টাফ নাই?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— এরজন্য আমি নোটিশ চাই।

শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি, এই যে ষ্টাফের কথা মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, কাননগো, সার্ভেয়ার, আমিন প্রভৃতি, ওদের মধ্যে কর্তৃপক্ষের মর্জি মাফিক কাউকে লিখা হয় পোষ্টিং, কাউকে লিখা হয় ট্রান্সফার, এটা সত্য কি না?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— আমি এরজন্য নোটিশ চাই।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, সেটেলমেণ্ট অফিসার, কিংবা চার্জ অফিসার, কিংবা এ্যাসিষ্টেণ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসার এবং সার্কেল অফিসার, তারাও ভ্রাম্যমান ষ্টাফ কি না?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— আমি বলেছি যে কাননগো, সার্ভেয়ার, আমিন এরা ভ্রাম্যমান ষ্টাফ, এর বেশী হলে আমি নোটিশ চাই।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত— মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, আমাদের সেটেলমেণ্ট অফিসার টি, এ, বাবদ কত নেন বছরে?

Mr. Speaker— It is not relevant.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত— মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই যে ১০০—১৪০ বেতনের আমিন, তাদের এই টি, এ, থেকে ডিপ্রাইভ করা হচ্ছে, কিন্তু ওদের যে হায়ার অফিসার, তারা সেটা রীতিমত পাচ্ছেন, সেটার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—ওদের মধ্যে যারা বদলি হচ্ছেন, তারা যদি পাঁচ মাইল দূরে যান, তাহলে তারা টি, এ, পান। অতএব তারা বদলী হলে পরে পরিবার সহ যে বদলীর টি, এ, সেটা তারা পান না কিন্তু তারা এক জায়গা থেকে পাঁচ মাইল দূরে যদি ক্যাম্প করতে হয়, তাহলে তার জন্য তারা টি, এ, পান। কিন্তু বদলী হতে গেলে পরে সপরিবারে যে টি, এ, পাওয়ার বিধান আছে, সেটা তারা পান না।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিং— কোন জায়গা থেকে পাঁচ মাইল ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— যে জায়গা থেকে পাঁচ মাইল মেপে হয় সেই জায়গা থেকেই পাঁচ মাইল।

শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত – এমন কি ত্রিপুরার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে বদলী করা হলেও ফেমিলি টি, এ, দেওয়া হয় না সেই জন্যই আমার এই প্রশ্ন। যেমন সাব্রুম থেকে ধর্মনগর বা ধর্মনগর থেকে সাব্রুম বদলী করা হল, সে কি তার ফেমিলি সাব্রুম রেখে ধর্মনগর কাজ করবে না ধর্মনগর রেখে সাব্রুম কাজ করবে ?

মিঃ স্পীকার— আপনার প্রশ্ন ছিল পোষ্টিং'এর।

শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত— ডিপার্টমেন্টের হেডের মর্জি মাফিক একই গ্রেডের কর্মচারীদের কাউকে লিখা হয় পোষ্টিং এবং কাউকে লিখা হয় ট্রান্সফার, এই যে বৈষম্যমূলক ব্যবহার করা হচ্ছে কর্মচারীদের প্রতি, আমার অভিযোগ সেইখানে।

মিঃ স্পীকার— মাননীয় সদস্য'এর প্রশ্ন হচ্ছে বৈষম্যমূলক ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা এই ব্যাপারে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত – আমি পূর্ব্বাহ্ণেই বলেছি যে আমি এর জন্য নোটিশ চাই।

মিঃ স্পীকার— শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাসগুপ্ত : এম. এল. এ.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত— কোয়েশ্চান নাম্বার ২৬৮

Shri Tarit Mohan Das Gupta— Question No. 268 Sir.

QUESTION	ANSWER
(a) Total Nos. of Mouzas situated on the Border of Tripura ;	
(b) total acres of Paddy land under these mouzas showing separtely total acres of Paddy land possessed by the Jotedars owing 6 acres and above Paddy land ;	Materials are under collection.
(c) total population under these mouzas lying on the Border ?	

Mr. Speaker— Shri Aghore Deb Barma, M. L. A.

Shri Aghore Deb Barma— Question No. 88

Shri Tarit Mohan Das Gupta— Question No. 88 Sir.

QUESTION	ANSWER
(1) Whether the Survey & Settlement Department has purchased machine for printing Map ;	(1) Yes.
(2) if so, whether the said machine has been functioning ;	(2) Yes.
(3) if not, the reasons thereof ?	(3) Does not arise.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই মেশিনটা কোন ইয়ারে কেনা হয়েছিল ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—কয়েক বছর আগে কেনা হয়, ইয়াব আমার কাছে নেই

শ্রীঅঘোর দেববর্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই মেশিনে যে ম্যাপ ছাপানো হচ্ছে সেটা কতদিন থেকে সুরু হয়েছে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— বিভিন্ন ধরণের কার্য্য কিছুদিন থেকে সুরু হয়েছে। গত বছর ইনষ্টলেশান হয়েছে, ইনষ্টলেশানের পর থেকে কিছু কিছু কাজ করা হচ্ছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি এই খবর রাখেন, এই মেশিন কেনার পর বহুদিন পর্য্যন্ত এই মেশিনে ম্যাপ না ছাপিয়ে ফেলে রাখা হয়েছিল ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— অনেকদিন পর্য্যন্ত ফেলে রাখার কারণ হচ্ছে ইনষ্টলেশানের জন্য টেণ্ডার ডাকা হয়েছিল, সেই টেণ্ডার'এ লোক পেতে দেরী হয়েছিল, এই জন্য ইনষ্টল করতে দেরী হয়েছিল।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি এই খবর রাখেন, ফাইন্যাল এ্যাটেষ্টেসনের পর সমস্ত জোতদারদের জমির একটা নক্সা বা ম্যাপ দেওয়ার কথা আছে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—হঁ্যা, আছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা— সেই ম্যাপগুলি কবে পর্য্যন্ত ছাঁপানো হবে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— আরও কিছুদিন সময় লাগবে সেইগুলি কম্পলীট করতে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি এই খবর রাখেন যে মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পর, ইচ্ছা করে আরও সময় নেওয়া হচ্ছে এই সমস্ত কাজ-কর্ম্মের ভিতর দিয়ে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— না আমার জানা নেই।

মিঃ স্পীকার— শ্রীমনোরঞ্জন নাথ, এম, এল, এ,

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ— কোয়েশ্চান নাম্বার ২২২

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— কোয়েশ্চান নাম্বার ২২২ স্যার

প্রশ্ন		উত্তর				
ক) ১৯৬৫/৬৬/৬৭ ইং মধ্যে ধর্ম্মনগর, কৈলাসহর সাবডিভি-সনে কতগুলি ভূমিহীনের দরখাস্ত সরকার পাইয়াছেন ;		১৯৬৫ইং	১৯৬৬ইং	১৯৬৭ইং	মোট
	ক) ধর্ম্মনগর	১৪২৪	২২২২	১০৪৪	৪৬৯০
	কৈলাসহর	৪৭৮	৬৯১	৩০১	১৪৭০
					৬১৬০
খ) তন্মধ্যে কোন সাবডিভি-সনে কতজন দরখাস্তকারীকে ভূমি দেওয়া হইয়াছে ?		১৯৬৫ইং	১৯৬৬ইং	১৯৬৭ইং	মোট
	খ) ধর্ম্মনগর	১১৬৬	১৬১৪	৩৮	২৮১৮
	কৈলাসহর	২৬২	৪২৫	১১৫	৮০২
					৩০২০

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ— মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, এইগুলি কি জবরদখলকৃত জায়গা, না কলোনী করে দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— এর বিস্তারিত তথ্য আমার কাছে নেই, আমি নোটিশ চাই।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা— এই যে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছিল, ইতিপূর্ব্বে তাদের কোন পুনর্ব্বাসনের টাকা দেওয়া হয়েছিল কি ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— আমি এর জন্য নোটিশ চাই।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী— মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, কোন কোন ভূমিহীন সরাসরি এস, ডি, ও, মারফত দরখাস্ত দাখিল করেন, কোন কোন ভূমিহীন সার্ভে-সেটেলমেণ্ট অফিসারের কাছে দরখাস্ত দাখিল করেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে তথ্য দিলেন, এটা কি উভয়ের সংখ্যা ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— সংখ্যা দেখলেই বুঝা যায় যে, যে দরখাস্ত পাওয়া গেছে তার যোগ সমষ্টি দেওয়া হয়েছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ-- মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি এই যে ধর্ম্মনগর এবং কৈলাসহরে যে সমস্ত পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে, এইগুলি কি সমস্ত রিফিউজী না স্থানীয় লোক আছে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— ভূমিহীনদের দেওয়া হয়েছে, কাজেই ভূমিহীনদের মধ্যে ট্রাইবেলদের সংখ্যাই বেশী আছে।

Mr. Speaker - Question hour is over. There are five Unstarred Question —Question Nos. 256, 233, 237, 240 & 241. The Minister may lay on the Table of the House the reply of the Unstarred Questions.
(Replies to the starred & unstarred questions are shown in Appendix 'A' & 'B')

BREACH OF PRIVILEGE

Mr. Speaker— A question of breach of privilege has been raised by Shri Bajuban Riyan. The fact of the case in that—

> "Shri Bidya Chandra Deb Barma, by his un-mannerly disorderly attitude interrupted the precedings of the House on 19. 6. 67 inspite of Speaker's order and thereby violated the Order of the Speaker. It has further been contended that Shri Bidya Chandra Deb Barma also committed the contempt of the House by standing on the desk with shoes and shouting there from."

Under Rule 154 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Assembly I refer it to the Committee on Privileges for examination, investigation and report.

CALLING ATTENTION NOTICE

Mr. Speaker-- There are three Calling Attention given notices of by Shri Abhiram Deb Barma on 19 6. 67, Shri Bidya Chandra Deb Barma on 20. 6 67 and another on 21. 6. 67 to which the Minister concerned agreed to make a statement to-day the 23rd June, 1967 on—

> "গত ১১ই জুন ধর্মনগর শহরে ডাঃ পি, সি, রায়ের অর্দ্ধনির্মিত একটি দেয়াল চাপা পড়িয়া তিনজন শ্রমজীবি নরনারীর মৃত্যু ও বহু লোকের জখম হওয়ার মর্মান্তিক দুর্ঘটনা সম্পর্কে।"

(By Shri Abhiram Deb Barma)

Shri T. M. Dasgupta— Speaker, Sir, on 11-6-67 at about 0900 hours a newly constructed wall owned by one Dr. P. B. Roy of Office Tilla, Dharmanagar collapsed and fell down upon small huts owned by himself at the back side (i. e. Eastern side). As a result, the huts were smashed. In these huts 4 families were residing as tenants. On receipt of information about the above incident, fire service staff posted at Dharmanagar rushed to the spot and rescued 13 injured persons with the help of the Public. Out of these, 3 persons all of whom are women died and six persons were admitted into the Hospital at Dharmanagar and are still under treatment. The remaining 4 persons who received minor injuries, did not turn up for medical aid.

The above incident has been registered in Dharmanagar P. S U/D Case No 2 (6) 67. The names of the persons died—(1) Shrimati Subhasini Sil—50 years, (2) Srimati Gita Bhowmik—8 years and (3) Shrimati Hemalata Ghosh — 40 years.

On the above incident, a case U/S 157 Cr. P. C. has been started vide Dharmanagar P, S. G. D. entry No. 389 dated 1 . 6. 67 and investigation is preceeding The reasons for this sudden callapse of the wall are under investigation of the Executive Engineer, Dharmanagar Division.

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী— আমার প্রশ্ন হল, আমাদের কাছে যে তথ্য আছে সেটাতে আছে অর্দ্ধনির্মিত। এটা আমি জানতে চাই যে এটা কি অর্দ্ধনির্মিত না নবনির্মিত ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— এটা অর্দ্ধনির্মিত বটে আবার নবনির্মিতও বটে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা— এই অ্যাক্সিডেন্টে যারা মারা গেছেন তাদের ইমিডিয়েণ্টলী সরকার পক্ষ থেকে সাহায্য দেবার কোন ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— যে সমস্ত লোক আহত হয়েছেন সরকারের তরফ থেকে তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং চিকিৎসার সুযোগ দেওয়া হয়েছে এবং অন্যান্য আনুষংগিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ— এই ইন্সিডেণ্টের জন্য কাউকে দায়ী করা হয়েছে কি না ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— কেস ইনষ্টিটিউট করা হয়েছে।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ— কার বিরুদ্ধে সেটা করা হয়েছে।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— ডাঃ পি, বি, রায়ের নামে।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত— এই যে বিল্ডিং ধর্মনগর টাউনে হয়, সেটা করবার আগে কোন রকম এষ্টিমেট বা প্ল্যান স্যাংশান করা হয় কিনা?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— মিউনিসিপ্যালিটির বাইরের লোককে কোন রকম প্ল্যান এষ্টিমেট সাবমিট করতে হয় এই রকম কোন আইন নাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা— মৃত ব্যক্তিদের পরিবারের জন্য কোন আর্থিক সাহায্য করার ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা সরকারের তরফ থেকে?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— আমি যতটুকু জানি সময়োচিত সাহায্য দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে কিভাবে আর্থিক বা অন্যভাবে দেওয়া হয়েছে তা জানাতে হলে আমি নোটিশ চাই।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা— ইহা কি সত্য যে এই ঘটনার সময় মাননীয় শ্রম মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন এবং সত্য হলে নিহত এবং আহতদের জন্য তিনি কি করে এসেছেন?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— আমি নিজেও ছিলাম এবং আমি নিজে হাসপাতালে ঘুরে তাদের দেখে এসেছি।

Mr. Speaker— Calling Attention No. 2.

'গত সপ্তাহে সাব্রুম বিভাগের মাগরুমের শ্রীলইনা চন্দ্র ত্রিপুরা, শহন সিং ত্রিপুরা এবং চাঁদ সিং ত্রিপুরার অনাহারে মৃত্যুর মর্মান্তিক ঘটনা।' (By Shri Bidya Ch. Deb Barma)

Shri T. M. Dasgupta— Speaker, Sir, on enquiry it is learnt that Lui Chand Tripura aged 50 years, Shan Singh Tripura aged about 35 years and Chand Singh Tripura aged 24 years of Subroom Sub-division died of illness on 14. 6. 67 & 11. 6 67 respectively.

1) Lui Chand Tripura was suffering from fever for some 5 days prior to his death. Inquiry shows that he died a natural death. He is survived by his wife, three sons and a daughter. He had grown jhum paddy on land measuring

about 4 kanies. His other additional source of income was from selling of bamboos, sangrass, leaves etc.

2) Shaon Singh Tripura was suffering from diarrheoa for some time before his death. He is reported to have not taken any medicine and collapsed. He is survived by his wife and three minor daughters. His source of income was selling of bamboo, sangrass and leaves.

3) Chand Singh Tripura was suffering from diarrhoea for 5 or 6 days and had not undergone any medical treatment. He suffered also from acute mental agony and discontenment and died all on a sudden because of heart failure. He had grown jhum paddy on land measuring 3 kanies. His other additional source of income was from selling of bamboos, sangrass and leaves. He is survived by his wife, a brother, a sister and a minor daughter.

Enquiry further shows that none of the deceased prior to death, approached his neighbours or any agency at any time for any help in cash or in kind.

It may, therefore, be said that none of the deceased died due to starvation as alleged.

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা— মন্ত্রী মহোদয়, তদন্ত করার জন্য আমার সংগে যাবেন কি ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— তদন্ত গভর্ণমেণ্ট এনকোয়েরীর দ্বারাই করা হয়, কারও সংগে যাওয়ার প্রয়োজন পরে না।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা— মন্ত্রী মহোদয় আমাদের সংগে গেলে চাক্ষুস প্রমাণ দিতে পারি।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— কি করে তিনি চাক্ষুস প্রমাণ দেবেন, যেখানে তারা মরে গেছে ?

মিঃ স্পীকার— কলিং এ্যাটেনশান নাম্বার—৩

'গত ২০শে জুন অরুন্ধুতিনগর ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল এষ্টেটে শতাধিক অস্থায়ী নারী শ্রমিক কর্তৃক ষ্ট্রাইক ও ঘেরাও।'

Shri Tarit Mohan DasGupta— On 20. 6. 67 at about 6-30 A. M., the workers of the first shift numbering about 45 working in Fruit Canning Unit of the Rehabilitation Industries Corporation Ltd. Government of India in the Industrial Estate, Arundhutinagar assembled together at the gate of the Industrial Unit and were demanding to increase the rate of wages. The processing of pine apples etc. is being carried on in the unit. It is a seasonal factory. In the year 1966, these workers were receiving Rs. 2·25 for male and Rs. 1·50 for famale as daily wages. But on and from 1st June, 1967, they were being paid Rs. 2·50 for male and Rs. 1·75 for female. The present strength of the worker is 95 who are working in two shift. The first shift is from 6 A. M. to 2 P. M. and Second shift is from 2 P. M. to 10 P. M. The workers went to the Management and demanded increased rate of wages. The management first disagreed but ultimately they agreed to increase the rate by 0·25 paise provided the number of workers is reduced. At about 2 P. M. the workers, most of them are females agreed in principle to reduce the number of 5 workers as and when the supply of fruits would come down. It is also fact that the number of workers are required on the basis of supply of fruits If the supply of fruits are plenty, the management can provide more workers, if not the number of workers is decreased automatically. The troubles in fact lasted for somtimes The workers required to work in the second shift did not decline to work on 20 6. 67.

However, the management agreed to pay Rs 2·75 to the male workers and Rs. 2/- to the female workers with effect from 20. 6. 67. The differences between the management and the worker have been settled amicably, the unit is running smoothly.

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTION

Mr. Speaker— Next item in the List of Business is discussion on the Resolution moved by Shri Aghore Deb Barma that—

"As the price of rice is Rs. 100/- per maund at certain places, this House directs the Government to open ration shops at all village areas, to continue.

Now I call on the Hon'ble Tarit Mohan Das Gupta to resume discussion.

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি কালকে আমার বক্তব্য বলতে বলতে বলেছিলাম যে আজকে টংগিয়া যে সিষ্টেম আছে সেটার দ্বারা বা আজকে এই যে

বনাঞ্চল যেটা আছে সেটা আদিবাসীদের কাজের এবং মঙ্গলের জন্য। তার কারণ হচ্ছে আজকে পরিবর্তিত জীবন ধারার সঙ্গে সংগতি রেখে চিন্তা করতে হবে পূর্ব্বে ত্রিপুরাতে যে পরিমাণ জমি ছিল, আজকে সেই পরিমাণ জমি নেই, কাজেই আজকে সীমিত জমির মধ্যে আরও উন্নত ধরণের কৃষি দ্বারা এবং সে কৃষি থেকে, এ্যাগ্রিকালচার থেকে যাতে ইণ্ডাষ্ট্রি গড়ে উঠতে পারে, তার মাধ্যম দিয়ে যাতে সমস্যার সমাধান করা যায় তার দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। সেইজন্য ত্রিপুরায় বনায়নের প্রয়োজন এবং সেই বনের মধ্যে যেমন নাকি ফরেষ্ট'এর মধ্যে মূল্যবান বৃক্ষাদি হচ্ছে তেমনি অন্যদিকে বনায়নের মধ্য দিয়ে টপিওকা চাষ হচ্ছে, কোথাও……

Mr. Speaker— Hon'ble Minister, you are allowed only 15 minutes.

Shri Tarit Mohan Das Gnpta— Thank you Sir. এবং কোন কোন ক্ষেত্রে রাবার চাষ করার পরীক্ষা নিরীক্ষা হচ্ছে এবং কোন কোন জায়গায় ক্যাশিউনাটের চাষ হচ্ছে। কাজেই আজকে এই সমস্যাটাকে সব দিকে চিন্তা করে দেখতে হবে। আমি কালকেও একবার বলেছি যে এই বন আলটিমেটলি জনসাধারণের জন্য, সরকারের নিজস্ব কোন বনের প্রয়োজন নেই। বন সরকার তত্ত্বাবধান করছেন জনসাধারনের পক্ষ থেকে জনসাধারণের স্বার্থের জন্য। সেই দিন হয়তো দূরে নয় যখন আলটিমেটলি এই বনের মালিকানা হয়তো কো-অপারেটিভ বা পঞ্চায়েতের হাতে পৌঁছুবে। আগে যে এখানে সভা হয়েছিল তার মধ্যেও আমরা বলেছি যে যদি বনের দ্বারা জনসাধারণের অসুবিধা হয়, তাহলে সেটাকে দূর করার জন্য আমরা চেষ্টা করব এবং তার জন্য একটি কমিটিও করা হয়েছে যদি কারও বাড়ী বা সীমানার মধ্যে রিজার্ভ বা প্রটেক্টটেড এরিয়া থাকে, এইরকম অভিযোগ যদি পাওয়া যায় সেখানে জমি ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু কোন এক দলের বা একজনের প্ররোচনায় যে বনকে নষ্ট করা, সেটা অত্যন্ত দুঃখের এবং বেদনার। কারণ শেষ পর্য্যন্ত এই বন জনসাধারণের প্রয়োজনেই লাগছে। কিন্তু বনকে রক্ষা করে যার দ্বারা সেই অঞ্চলের জনসাধারণ জীবিকার্জ্জন করছে, কেউ যদি তাদের উত্তেজিত করে তাদের দ্বারা এই কাজ করান, সেটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। কাজেই আজকে যারা এই ধরণের কাজ করছেন বা এই ধরণের কাজে যারা উস্কানি দিচ্ছেন, তাদেরকে আমি অত্যন্ত চিন্তা করে দেখতে বলব যে আজকে সরল লোকদের এই ধ্বংসের কার্যে উত্তেজিত করছেন, তারা তাদের কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। কাজেই তাদের কাছে আমি আবেদন রাখব যে তারা সমস্ত জিনিষটাকে চিন্তা করে দেখুন, আজকের যে ছোট গাছগুলিকে নষ্ট করা হচ্ছে। আজকে যদি জনসাধারণের বাড়ীর সীমানা বা তার জমির মধ্যে পরে, আলাপ আলোচনার মাধ্যমে শেষ করতে হবে এবং বহু জায়গায়, আগের সেশানেও বলেছিলাম বেলোনিয়া অঞ্চলে এবং উদয়পুরের কোন কোন জায়গায় কতখানি জমি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে যেখানে সেখানকার অধিবাসীদের কাছ থেকে, স্থানীয় লোকদের কাছ থেকে দাবী এসেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে বিলোনিয়া অঞ্চলে আরও কিছু জমি ছাড়া হয়েছে, সেই ক্ষেত্রে আলাপ আলোচনার মাধ্য না করে, যারা উত্তেজনার সৃষ্টি করে

এইসব ধ্বংসের কাজ করতে যায় তাদের প্রতি আমি আবেদন রাখব যে এর দ্বারা আদিবাসীদের তারা শুধু ধ্বংস করতে পারবেন, তাদের কোন মঙ্গল সাধন করতে পারবেন না। সরকারের এই যে টংগিয়া সিষ্টেম যেটা হচ্ছে, তার মধ্যে আমি মনে করি আদিবাসীদের একটা মঙ্গল নিহিত আছে। এটা একটা নুতন প্রক্রিয়া যার মাধ্য দিয়ে আদিবাসীরা একটা রোজগার করতে পারে। টংগিয়া সিষ্টেমে ফরেষ্টের অভ্যন্তরে যে সমস্ত জমি থাকবে সেই জমিগুলি তারা করতে পারবে, অধিকন্তু তারা বাগানের মধ্যে কাজ করতে পারবে। কাজেই তাদের অবসর সময়ে তারা বাগানের কাজ করতে পারবে অধিকন্তু তাদের নিজের ফসলও করতে পারবে। এটাকে যারা সার্থসিদ্ধির জন্য বাঁধা দিতে চান, আমি মনে করব তারা আদিবাসী সমাজের ক্ষতি সাধন করার জন্যই তা করছেন। আজকে বিস্তীর্ণ জুম অঞ্চল বেশীদিন পাওয়ার সম্ভাবনা নেই, কাজেই যে জমি আছে তার ভিতর থেকে, বিভিন্ন বনায়নের ভিতর থেকে কি করে বিভিন্ন সমস্যা, খাদ্য সমস্যা সমাধান করা যায় তার চেষ্টা সরকার করছেন এবং তার সংগে সহায়তা করে তাকে কি ভাবে রূপদানের দিকে নিয়ে যাওয়া যায় সেটা সকলের করা উচিৎ। এই ধ্বংসের দ্বারা আজকে কোন খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি হবে না বা কোন সমস্যার সমাধান হবে না।

কাজেই আজকে যদি কোন খাদ্যের নাম করে আন্দোলন করা হয়, এই ধ্বংসের দ্বারা খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি হবে না। কাজেই যারা এই ধরণের আন্দোলন সৃষ্টি করতে চায়, তাদিগকে আমি ভেবে দেখতে বলব এবং সেই সংগে একথাও উচ্চারণ করব যে সেটা যদি বিশৃঙ্খলার দিকে এগিয়ে যায় তাহলে সরকার কঠোরতর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে কার্পন্য করবেন না। কাজেই বন্ধুগণ, আজকে যে খাদ্যের দিকটা আছে সেটাকে আমাদের দেখতে হবে যে আজকে এই অবস্থাতে যেখানে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে যেখানে খাদ্যের দরকার আছে, আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ দিচ্ছি, তাদের কাছ থকেও আমরা জানার চেষ্টা করছি। কাজেই যাতে ত্রিপুরার মধ্যে শান্তি থাকে এবং তাকে উন্নত করা যায় এবং যেখানে যারা কালোবাজারী করছেন বা অতি মুনাফা করছেন, তার জন্য মুখ্য মন্ত্রী মহোদয় এর আগেও বলেছেন এবং আমার আগেও মাননীয় সদস্য বলেছেন, আমি তাকে রিপিট করতে চাই না। কাজেই সেখানে সহযোগিতা করে যারা এই ধরণের মজুতদারী করছেন তাদিগকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য এবং যেখানে প্রয়োজনের তুলনায় উদবৃত্ত চাল আছে বা যেখানে ব্যবসা করার জন্য উদবৃত্ত চাল রাখা হয়েছে তাদিগকে ধরিয়ে দিয়ে সরকারী প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করে আজকের দিনে কিভাবে আমরা এই যে দুর্যোগ তাকে অতিক্রম করতে পারি তার জন্য আমাদের চেষ্টিত হওয়া উচিত। কোন ধরণের বিশৃঙ্খলার ভিতর দিয়ে বা কোন ধরণের আন্দোলনের ভিতর দিয়ে বা কোন ঘেরাওয়ের ভিতর দিয়ে সেই সমস্যার সমাধান করা যায় না। কাজেই আজকে আমি এই খাদ্যের অবস্থা আলোচনা করতে গিয়ে আমি এই আবেদন রাখব যে কি করে আমরা শান্তিপূর্ণ অবস্থা রেখে এবং সমবন্টনের ভিতর দিয়ে কি করে আমরা যারা মুনাফা লুঠছে তাকে বন্ধ করে আমরা ত্রিপুরাতে

যে চাল বা যে খাদ্য শস্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আনতে পারব এবং তাকে সমবণ্টন করে সেই কাজগুলিকে সুসম্পন্ন করতে পারব এবং তার জন্য আমি সহযোগিতা সকলের কাছ থেকে কামনা করব। কারণ এটা সর্ব্বভারতীয় সমস্যা এবং এককভাবে সেটা সমাধান করা সম্ভব নয় এবং তার জন্য শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি রাখা প্রয়োজন এবং সেটা হলেই আরও নূতনভাবে কাজ করা যাবে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে অনেক জায়গায় চালের দাম যেমন বেড়েছে আবার তেমনি অনেক জায়গায় কমেছেও এবং প্রয়োজনের ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও রেশন সপ খোলা হচ্ছে। হয়ত কোন জায়গায় আটা দেওয়া হচ্ছে, কোন জায়গায় সাড়ে সতেরো গ্রাম বা কোন জায়গায় ১৫ গ্রাম করেও চাল দেওয়া হচ্ছে। কাজেই সরকার নিষ্ক্রিয় বসে নেই। যেখানে যেখানে প্রয়োজন সেখানে ষ্টকের সংগে সঙ্গতি রেখে বিলি করার ব্যবস্থা করার চেষ্টা হচ্ছে। কাজেই সেই ক্ষেত্রে আজকে যেকথা বলা হয়েছে এই প্রস্তাবের মধ্যে যে আজকে প্রতিটি গ্রামে রেশন শপ খুলে দেওয়া হউক সেটা বাস্তবে কখনও সম্ভবপর নয়, ইতিপূর্ব্বে ত্রিপুরায় কোনদিন হয় নি এবং বর্ত্তমান পরিস্থিতিতেও এ কখনও সম্ভবপর নয় যে প্রতিটি গ্রামের মধ্যে রেশন শপ খুলে দেওয়া। সেই পরিমাণ ষ্টক সরকারের নাই এবং সেটা বাঞ্ছনীয়ও নয়। কাজেই যে প্রস্তাব এসেছে আমি এর বিরোধিতা করছি এবং এটা গ্রহণযোগ্য নয়। একটা সুষ্ঠু খাদ্যনীতি নিয়ে এবং অত্যন্ত সতর্কতার সংগে খাদ্যনীতিকে দেখা হচ্ছে এবং প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিলি ব্যবস্থার চেষ্টা হচ্ছে। আমি আলোচনার মধ্যে তাকে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি। কাজেই এই যে প্রস্তাব এসেছে গ্রামে গ্রামে রেশন শপ খোলার জন্য আমি তার বিরোধিতা করে এই বক্তৃতা শেষ করছি?

মিঃ স্পীকার— শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার। আপনাকে ৫ মিনিট সময় দেওয়া হল।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার সামনে আজকে রেশন শপ খোলার ব্যাপারে যে প্রস্তাব এসেছে তার সমর্থনে বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা যে সমস্ত যুক্তি দেখিয়েছেন আমি মনে করি সেগুলি ত্রিপুরার বিভিন্ন বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ আজকে ত্রিপুরা সরকার ত্রিপুরার সর্বস্তরের জনসাধারণের কথা বিবেচনা করে এবং ত্রিপুরার খাদ্যের দিক বিবেচনা করে এবং উৎপাদনের দিক বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে যা পাওয়া দরকার তার দিকে লক্ষ্য রেখে যেভাবে বণ্টনের ব্যবস্থা করে এসেছেন সেটা বাস্তবিক প্রশংসনীয়। তাদের মুখে এসব বণ্টন ব্যবস্থার যে সমালোচনা শোনা যায় সেটা সমর্থনযোগ্য নয়। আজকে দেখা যায় যে এই হাউসের সামনে বক্তৃতা করতে গিয়ে সরকারকে তথা রুলিং পার্টিকে তারা জনসাধারণের সামনে পর্যুদস্ত করার উদ্দেশ্যে তাঁরা হাউসকে বিভিন্ন বক্তৃতার মাধ্যমে সরগরম রাখতে চান। এমন কি অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় গত কল্য মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য শ্রীঅভিরাম দেববর্মা মহাশয় শ্রীঅঘোর বাবুর প্রস্তাব সমর্থন করতে গিয়ে একটা সমাজ কল্যাণ কেন্দ্রের কথা উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে তারা নাকি চোরাকারবারীদের ধরতে গিয়ে ঘুষ খেয়েছে। আমি তাঁর এই

উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করি। আমার যতদূর জানা আছে মোহনপুরে একটি সমাজ কল্যাণ কেন্দ্রের অফিস রয়েছে, সেই সমাজ কল্যাণ কেন্দ্রের সদস্যরা সেই চোরাকারবারীকে ধরেছে। জাগরণ পত্রিকায়ও এই সম্পর্কে খবর উঠেছে। তার প্রতি আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। "চোরাই চাল আটক। চালের মালিক কর্তৃক সমাজসেবীদের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার।" এই শিরোনামায় খবরটি বেরিয়েছে। তাই আমি বলছি যে এই চোরাকারবারীদের ধরা হচ্ছে, জনসাধারণ বা যুবকরা তাদের ধরেছেন। আমি দেখে এসেছি যে তারা যেখানেই চোরাকারবারীদের ধরবার জন্য সচেষ্ট হচ্ছেন সেখানেই একদল লোক এই কার্যে বাধা দিচ্ছেন এবং চোরাকারবারীদের উৎসাহ দিচ্ছেন এবং উস্কানি দিচ্ছেন এবং বলছেন যে এই সুযোগে কারবার সেরে ফেল। সুতরাং আমি বলব যে তাঁরা যে সমালোচনা করছেন সেটা শুধু বাহবা পাবার জন্য। আজকে ত্রিপুরার অর্থ-নৈতিক উন্নতির স্বার্থে, আদিবাসী, বাঙ্গালী এবং সর্বস্তরে মানুষের প্রতি চিন্তা রেখে এবং ত্রিপুরা সরকারের বাস্তব নীতির দিকে লক্ষ্য রেখে, কেন্দ্রীয় সরকার থেকে যে খাদ্য আনা হচ্ছে সেইদিকে লক্ষ্য রেখে, ত্রিপুরার উৎপাদনের দিকে লক্ষ্য রেখে বক্তৃতা রাখতে পারছেন না, যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা তাঁরা হাউসের সামনে রাখতে পারছেন না, শুধু চেঁচামেচি করছেন। আমি বলব যে মাননীয় সদস্য অভিরামবাবু একটা সমাজ কল্যাণ কেন্দ্রের উৎসাহী যুবক শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র মজুমদারের নামে যা বলেছেন সেটা তাঁকে প্রত্যাহার করতে অনুরোধ করব। আরও আমি জানি যে তিনি শ্রীসুনীলচন্দ্র সাহার নামও উল্লেখ করে বলেছেন যে তার কাছ থেকে নাকি ১৫ টাকা রাখা হয়েছে। আমি জানি যে শ্রীসুনীলচন্দ্র সাহা নামে কারো চাল আটক করা হয় নাই। চাল আটক করা হয়েছে একজন চোরাকারবারীর এবং তার নাম আমি পত্রিকায় দেখতে পাচ্ছি। তার নাম ভুবন দাস, রাণীর বাজারের সেই চোরাকারবারী যখন চাল নিয়ে তেলিয়ামুড়ার দিকে পাচার করছিল তখন তাকে সেই সমাজ কল্যাণ কেন্দ্রের যুবকগণ ধরে সেই চাল পাচার না করতে তাকে সাবধান করে দিয়ে সেই চাল ফিরিয়ে দেয় এবং সেখানেই সেই চাল বাজারের মূল্য অনুসারে বিক্রি করতে বাধ্য করে।

কাজেই আজকে দেখা যাচ্ছে মাননীয় স্পীকার মহোদয়, যে তাঁরা আজকে খাদ্য সমস্যার কথা চিন্তা করছেন না। তাঁরা শুধু চিন্তা করছেন কিভাবে বিধান সভাকে সরগরম করা যায়, পত্রিকাতে তাঁদের নাম কিভাবে উঠানো যায়, এই সকল হচ্ছে তাঁদের উদ্দেশ্য। আজ এই সব সমালোচনা না করে আউস ফসল যেটা আজকে আসছে, তারপরেও যে ফসলটা আসবে, আমন ফসল, সেই সময় তাঁরা মাঠে গিয়ে যদি কৃষকদের বাস্তবিক উৎসাহিত করতেন, আজকে উন্নত ধরণের বীজ এবং চাষবাসের জন্য যদি উৎসাহিত করতেন তাহলে আমি মনে করি তাঁরা যে জনসাধারণের প্রতিনিধি হয়ে এসেছেন বিধান সভায় তার কিছুটা কাজ তাঁরা করতেন। কিন্তু শুধু বিধান সভায় এসে চেঁচামেচি করে। যদি বাহবা নেওয়ার উদ্দেশ্য তাঁদের থাকে এবং এই চিরাচরিত প্রথাই যদি তাঁরা চালিয়ে যান তাহলে জনসাধারণ তাঁদের যে উদ্দেশ্যে এখানে পাঠিয়েছেন সেই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে বাধ্য। আমরা দেখতে পাই মাননীয় স্পীকার মহোদয়, তাঁদের যে বক্তৃতার ধারা সেগুলি প্রথম থেকে শেষ

পর্য্যন্ত বাক্যগুলি বারবার ফিরে আসে। সুতরাং আমরা বলব যে শুধু বক্তৃতা করাই তাঁদের উদ্দেশ্য, দেশের কথা তাঁদের বক্তৃতায় নেই। সুতরাং অঘোরবাবুর এই যে প্রস্তাব যে গ্রামে গ্রামে রেশন শপ খোলা হউক সেই প্রস্তাবের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Speaker— Now I call on Shri Aghore Deb Barma, M.L.A. to give his reply. Hon'ble Member, you are allowed only five minutes.

Shri Aghore Deb Barma— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে গিয়ে এখানে অনেক প্রসঙ্গ এসে গেছে। এই প্রস্তাবের মাধ্যমে আমি আশা করেছিলাম যে রুলিং পার্টির বা সরকারের খাদ্যনীতি সম্পর্কে কিছু জানা যাবে, কিন্তু দুই দুই জন মন্ত্রী এই সম্পর্কে রিপ্লাই দিলেন, অনেক প্রসঙ্গ এখানে তুলে ধরলেন, কোন সময় কেউ তুলেছেন নাগা প্রসঙ্গ, কেউ মিজো, কেউ নকসালবাড়ী অনেক কিছু প্রসঙ্গ উঠেছে, কিন্তু কার্যতঃ ত্রিপুরার যে খাদ্যনীতি কি হবে এই সম্পর্কে কোন কিছু উনাদের বক্তব্যের মধ্যে রাখেন নি। অর্থাৎ যে বিষয় বস্তু প্রস্তাবের মধ্যে আছে সেটাকে না দেখে, অন্যদিকে হাউসের দৃষ্টিকে ডাইভার্ট করার জন্য উনারা চেষ্টা করেছেন। কিছুক্ষণ আগেও মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমরা খোয়াই বিভাগ থেকে একটা ট্রাংকল পেয়েছি সেখানে খাদ্য সংকট চরমে উঠেছে, অর্থাৎ খাদ্য সংকট সর্ব্বত্রই আছে। আরেকটা কথা হল আজকে খাদ্যের দর কিছু কিছু যদি কমেও থাকে, জনতার যে পার্চেজ ক্যাপাসিটি নেই, সেটা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, তার জন্য কৃষকদের দাদন দেওয়া, বা টেষ্ট রিলিফের কাজ দেওয়া দরকার, সেইদিকে উনারা কিছুই বলেন নি, ফলে খোয়াই থেকে যে ট্রাংকল পেয়েছি তাতে বলা হয়েছে যে সেখানে দাদন, কৃষি ঋণ, টেষ্ট রিলিফ ইত্যাদির কাজ দেওয়া বন্ধ, ফলে না খেয়ে সেখানে মানুষ মরছে, হাহাকার করছে। এই কথা আগেও আমি বলেছিলাম যে পয়সা দিলে চাউল হয়তো পাওয়া যায় কিন্তু গরীব কৃষক জনতার কাছে সেই পয়সা নেই, যা দিয়ে চাউল কিনে খেতে পারে গ্রামে গ্রামে উপোস চলছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে গিয়ে মন্ত্রীমহোদয়গণ ত্রিপুরার তীব্র যে খাদ্যসংকট, বিশেষ করে সহরের তুলনায় গ্রামের যে সংকট বেশী, সেটা উনারা সরাসরি অস্বীকার করছেন। আজকে গ্রামের মধ্যে যে অনাহারে, অর্দ্ধাহারে বা অনশন জনিত মৃত্যু ঘটছে, সেই বাস্তব দিকটাকে উনারা অস্বীকার করছেন। আরেকটা কথা হচ্ছে, মন্ত্রীদের বক্তব্যের মধ্যে খাদ্যসংকট প্রতিরোধ করার জন্য সরকার পক্ষ থেকে যে কি সুষ্ঠ নীতি গ্রহণ করা হয়েছে, সেই সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ভাবে কোন কিছু সরকারী তরফ থেকে বলা হয় নাই। কাজেই আমি বলব সরকারের কোন সুনির্দিষ্ট নীতি নেই, কোন কোন জায়গায় প্রয়োজনের তাগিদে যখন চাপের সৃষ্টি হয়, তখন কিছু কিছু দিয়ে শান্তিরক্ষা করার চেষ্টা করা হয় কিন্তু কার্যতঃ এই খাদ্য সংকটকে প্রতিরোধ করার কোন রকম পরিকল্পনা তাদের আছে বলে আমি মনে করি না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় গ্রামাঞ্চলের মধ্যে যে

রেশানের দোকান খোলার প্রস্তাব আমি রেখেছি, আজকে স্বীকার করতে হবে সহরের তুলনায় গ্রামের মধ্যে অভাব বেশী, অর্থাৎ যে সমস্ত প্রডাকশান সেণ্টার আছে, সেইসব জায়গার মধ্যে ক্রাইসিস সব চাইতে বেশী। সহরের মধ্যে পয়সা দিলে ধান চাউল কিনতে পাওয়া যায়, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে অনেক জায়গায় এইরকম অবস্থা হয়, সেখানে পয়সা দিলেও চাউল পাওয়া যায় না। কাজেই আমি প্রস্তাবের মধ্যে রেখেছি যে গ্রামাঞ্চলে অন্ততঃ রেশানের দোকানগুলি খোলা হউক, অর্থাৎ অভিযোগ যেখানে বেশী, সেই অভিযোগকে মিনিমাইজ করার জন্য, সেই সংকটকে প্রতিরোধ করার জন্য গ্রামাঞ্চলে রেশান সপ খোলা দরকার। কিন্তু মন্ত্রী মহোদয়গণ এইগুলি সরাসরি উপেক্ষা বা অস্বীকার করেছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আরেকটা কথা হচ্ছে, আমি যেটা বলেছিলাম, গ্রামাঞ্চলে যে অভাব, আজকে সেই অভাবটা যদি প্রতিরোধ করতে হয়, বিভিন্ন গ্রামের মধ্যে কৃষি ঋণ, দাদন বা টেষ্ট রিলিফ ইত্যাদির মাধ্যমে জনসাধারণের যে পার্চেজিং ক্যাপাসিটি বর্ত্তমানে নেই, সেটা যাতে করা যায় সেটা করা দরকার। সেই বিষয়ে মন্ত্রী মহোদয়ের বক্তব্যের মধ্যে কোন রকম উল্লেখ নেই বা এইগুলি করবেন, সেই রকম কোন কিছু বক্তব্যের মধ্যে নেই। আমার প্রস্তাবের উত্তর দিতে গিয়ে মন্ত্রী মহোদয় শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাশ মহাশয় এখানে বলেছেন আমরা কেন্দ্রে'এর মুখাপেক্ষি হয়ে থাকব না, ভাল কথা খাদ্যে সাবলম্বী হবে, কিন্তু তার জন্য সরকার পক্ষ থেকে বর্ত্তমানে যে খাদ্য সংকট, তাকে প্রতিরোধ করবার জন্য কি কি ব্যবস্থা উনারা গ্রহণ করেছেন, কি কন্‌ষ্ট্রাকৃটিভ সাইড আছে, সেইগুলি এখানে তুলে ধরেননি, শুধু কথার কথা তিনি বলে গেছেন আমরা কেন্দ্রের দিকে চেয়ে থাকবনা, খাদ্যে সাবলম্বী হব। সাবলম্বী হওয়ার কথা মুখে বলা খুবই সহজ, কিন্তু কার্য্যতঃ বর্ত্তমানে এই যে খাদ্য সংকট, দিনের পর দিন লোক সংখ্যা বাড়ছে, তদুপরি আগে যে ঘাটতি ছিল সেই ঘাটতিকে মুখের কথায় পূরণ করতে পারব তার কোন সম্ভাবনা নেই। চেষ্টা করতে আমরা বাধা দেই না আমরা সহায়তা করতে চাই। কিন্তু আজকে লক্ষ্য করলে আমরা কি দেখতে পাই, দেখতে পাই যে গত কয়েক বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য, কিন্তু সমস্তগুলি স্কীম, সমস্ত জায়গার মধ্যে যদি পরীক্ষা করে দেখি, তাহলে দেখব সমস্তগুলি ফেল হয়েছে, অর্থাৎ খাদ্য উৎপাদন বাড়ে নাই, কিন্তু লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়ে গেছে। কাজেই উনি মুখের কথা একটা বললেন যে খাদ্যে সাবলম্বী হব, কিন্তু সাবলম্বী হওয়ার জন্য কি কি পদ্ধতি, কি কি কনষ্ট্রাকৃটিভ সাইড আছে, সেইগুলি এই হাউসের সামনে তুলে ধরা দরকার ছিল কিন্তু তিনি এই সমস্ত দিকে জান নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা জানি নীতিগত ভাবে কেউ অস্বীকার করবে না, আমরা ত্রিপুরার মানুষ খাদ্যোৎপাদন ব্যাপারে সাবলম্বী হব, কেন্দ্র'এর দিকে চেয়ে থাকবনা। কিন্তু বর্ত্তমানে খাদ্যের ব্যাপারে যে ভয়াবহ সংকট, তাকে প্রতিরোধ করতে হলে মুহূর্ত্তে যে প্রডাকশান আলাউদ্দীনের লণ্ঠনের মত খুব তাড়াতাড়ি বাড়াতে পারব সেই সম্ভাবনা কোথায়? কাজেই আমি আমার বক্তব্যে একথা বলার চেষ্টা করেছিলাম যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যে প্রডাকশান হয়, সেই প্রডাকশান থেকে আমাদের রাজ্যের খোরাকী হয় না, কাজেই বছরের পর

বছর কেন্দ্র থেকে আমাদের খাদ্য আনতে হয়, কেন্দ্রীয় সরকার জানেন ত্রিপুরা ডিফিসিট এলাকা কাজেই এই সংকটকে যদি এই মুহূর্তে প্রতিরোধ করতে হয়, তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর আমাদের সকলে মিলে চাপ সৃষ্টি করতে হবে, আমাদের যে প্রাপ্য সেই খাদ্যগুলি যাতে সরবরাহ করেন। কিন্তু মন্ত্রী মহোদয় সেইদিকে চেষ্টা করবেন কি না, সেই বিষয়ে কোন রকম বক্তব্য এখানে রাখেন নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মজুতদার সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে, মজুতদারদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে তাই কথা প্রসঙ্গে রিপ্লাই দিতে গিয়ে বলেছেন ওয়েস্ট বেঙ্গল সিকিউরিটি এ্যাক্ট চালু করা দরকার। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই এখানে যে এ্যানেক্টমেণ্ট বিলের জন্য প্রস্তাব এনেছেন, গত ডিসেম্বরে অর্থাৎ ত্রিপুরা বাজো ওয়েস্ট বেঙ্গল সিকিউরিটি এ্যাক্ট চালু ত্রিপুরার মধ্যে নুতন নয়, বছরে দুইবার করে খাদ্য সংকট দেখা দেয়, এবং সেই সংকটজনক অবস্থার মধ্যে খাদ্য সংকটকে প্রতিরোধ করবার জন্য যারা জোতদার, যারা ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার্স তাদের বিরুদ্ধে ওয়েষ্ট বেংগল সিকিউরিটি অ্যাক্ট কবে প্রয়োগ করা হয়েছিল এই সমস্ত নজীর কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দিতে পারবেন ? কোন দিন দেওয়া হয় নাই, আজকেও দেওয়া হবে না। এটার লক্ষ্য হল অন্যদিকে। কাজেই এই কথা সহজ। শুধু আজকে খাদ্য সংকট প্রতিহত করতে হবে, সেজন্য আমাদের ওয়েষ্ট বেংগল সিকিউরিটি অ্যাক্ট দরকার এই সমস্ত কথাও প্রসংগক্রমে বলা হয়েছে। আইন যে কি হবে সেটা আমরা জানি, এটার ভাল দিক যদি দেখাতে পারেন তবে তো ভালই। কিন্তু তা তাঁরা করবেন বলে মনে করি না। এই প্রস্তাব আলোচনা করার সময় যে অভিযোগ আমি করেছিলাম সেটা সুস্পষ্টভাবে আমি এখানে তুলে ধরতে চাই। শুধু একটা ঘটনা আমি এখানে উল্লেখ করব। জানা যায় পৌষের বীজ ধান পাওয়ার ব্যবস্থার জন্য বিশালগড় প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটির একজন প্রেসিডেণ্ট, তিনি মণ্ডল কংগ্রেসেরও একজন প্রেসিডেণ্ট, তিনি গোলাঘাট, টাকারজলা এলাকাতে ৫ টাকা দরে দাদন দিয়ে আমার হিসাব মতেই এ'সব এলাকা থেকে ১০ হাজার মন ধান সংগ্রহ করেছেন। বাজারে রেট ছিল ২০ টাকা। কিন্তু যেহেতু তিনি বিশালগড় মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট এবং মণ্ডল কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট সেই হিসাবে তাকে একটা সুযোগ দিতে হবে। সেইজন্য তার কাছ থেকে মন প্রতি ৩৩ টাকা দরে, এক হাজার মন বীজের ধান নেওয়া হল অথচ সেই সমস্ত ধান তিনি দাদনের টাকায় মন প্রতি ৫ টাকা হিসাবে কিনেছিলেন এবং তখনও বাজারে রেট ছিল ২০ টাকা। কিন্তু তাকে কিছু টাকা পাইয়ে দিতে হবে, তাই তার কাছ থেকে ৩১ টাকা দরে ধান কেনা হল। যে লোকের কোন জমি নাই, যার প্রডাকশন বলতে কিছুই নাই, শুধু দাদন দিয়ে ধান সংগ্রহ করে রাখে তাদের মজুতদার বলা যায়। এইসব ক্ষেত্রে মন্ত্রীরা কিছু করতে পারেন, কিন্তু তারা কিছুই করবেন না, আজ পর্যন্ত ত্রিপুরার ইতিহাসে কোন মজুতদারের বিরুদ্ধে কোন আইন প্রয়োগ করা হয়েছে এমন কথা বলতে পারবেন বলে আমি মনে করি না। কাজেই এই যে আইনের কথা বলা হল, উদয়পুরের অপ্রীতিকর ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানেও আইনের প্রশ্নটা এল যে এই ধরণের কাজকর্ম বন্ধ করতে হলে আমাদের ওয়েষ্ট বেংগল

সিকিউরিটি অ্যাক্ট চাই'। আজকে জনসাধারণ যখন খেতে পায়না তখন তাদের ভালমন্দ জ্ঞান থাকে না। স্বভাবত: তাদের খাওয়া দিতে না পারলে তারা আন্দোলন করবে এবং ওয়েষ্ট বেঙ্গল সিকিউরিটি অ্যাক্টের বলে লাঠি দিয়ে, গুলি দিয়ে তাদের ক্ষুধাকে দমিয়ে দিবেন এই কথা যদি রুলিং পার্টি মনে করে থাকেন তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যকে সর্বনাশের পথে ঠেলে দেওয়া হবে। কাজেই যে অবস্থার সৃষ্টি হবে তার জন্য জনতা দায়ী হবে না, সরকারকে এই দায় দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে খাদ্য সংকট দিনের পর দিন খুবই তীব্র হয়ে উঠছে। সেদিক দিয়ে অন্ততঃ সজাগ দৃষ্টি রাখা দরকার। শুধু আইনের দোহাই দিয়ে, পুলিশের দোহাই দিয়ে যদি সমস্ত জনতার ক্ষুধাকে মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয় তাহলে মস্ত ভুল করা হবে। কাজেই সেই দিক দিয়ে রুলিং পার্টির সংযত হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। এর জন্য যদি খাদ্যের অভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে থাকে তার জন্য সরকারই দায়ী, কারণ আমরা জানি গত ২০ বছরের কংগ্রেসী রাজত্বের সমস্ত ইতিহাস যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে আমরা কি দেখতে পাই? নকশালবাড়ীর কথা বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এই নকশালবাড়ী ঘটনার জন্য কংগ্রেসের ২০ বছর রাজত্বই দায়ী, ভারতের যে খাদ্য সংকট তার জন্য কংগ্রেসের ২০ বছর রাজত্বই দায়ী। অর্থাৎ কংগ্রেসের এই ২০ বছর রাজত্ব চোরের রাজত্ব সৃষ্টি করেছে। কাজেই কংগ্রেসের ২০ বছর রাজত্বের পরিণাম ঘটেছে এই নকশালবাড়ীতে। কাজেই আজ ত্রিপুরার মধ্যেও যদি কোন কোন ক্ষেত্রে এই সমস্ত অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে, তার জন্য এই রাজ্যের কংগ্রেস সরকারই দায়ী। তাঁরা মনে হয় না লোককে খাদ্য দিতে পারবেন।

মিঃ স্পীকার— মাননীয় সদস্য, আপনাকে অনেক সময় দেওয়া হয়েছে। আপনি ২০ মিনিট সময় নিয়েছেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি খুব কম সময়ের মধ্যেই শেষ করে দিচ্ছি। আর একটি কথা হচ্ছে মাননীয় মিনিষ্টার প্রফুল্ল দাস একটা কথা বলেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্য নাগার সীমান্ত রাজ্য (ভয়েস—মিজো বলা হয়েছে)। এই সম্পর্কে তাঁর ভৌগলিক জ্ঞান কতটুকু আছে সেটা সন্দেহের বিষয়। মিজো সম্পর্কেও অনেকে বলেছেন। আজকে নাগা মিজো সমস্যা সম্পর্কে যদি বলতে হয় তাহলে আমি বলবো যে, ত্রিপুরা রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী যখন রাজা হিসাবে ছিলেন তখন তাঁর কাছে যদি কেউ যেত তাহলে তিনি বলতেন যে 'হোগা'। পণ্ডিত জওহরলাল পর্যান্ত এই 'হোগা' বলতেন। নাগা সমস্যা আজকে নূতন নয়, ইহা বহু দিনের। কিন্তু বার বার শুধু বলা হয়েছে 'হোগা'। কাজেই যদি আজকে নাগাদের বিদ্রোহ হয়ে থাকে—

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত— পয়েণ্ট অব অর্ডার। মাননীয় সদস্য কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি সম্পর্কে কটাক্ষপাত করছেন। আমাদের আইনে আছে যে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি সম্পর্কে কোন কটাক্ষপাত করতে পারি না। কাজেই তিনি যে উক্তি করেছেন স্বর্গত নেতা পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু সম্পর্কে তা' এক্সপাঞ্জ করা উচিত এবং সেজন্য আমি মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি

মিঃ স্পীকার— আপনি কি কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি সম্পর্কে বলেছিলেন মাননীয় সদস্য।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা— না, আমি প্রিন্সিপল সম্পর্কে বলছিলাম। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে কেন এই কথা বলা হচ্ছে তাও আমি জানি। কারণ ইদানিং এই ত্রিপুরার মধ্যে বিশেষ করে উপজাতি সম্প্রদায়ের উপর বিভিন্ন কারণে, জমির উপর অত্যধিক চাপ বা রিজার্ভ ফরেষ্ট এইসব অত্যাচার ত্রিপুরায় যে বহুদিন চলে আসছে, তা ত্রিপুরার উপজাতিদের মনে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে যে তারা এই রাজ্যে থাকতে পারবেনা। এই সম্পর্কে অনেক ঘটনা আছে। যেমন কাঞ্চনপুর এলাকার একটা অংশে কাটাখাল গিয়েছে, এইভাবে মাইনি ফরেষ্ট গিয়েছে, তারপর কাচ-কংগ টিলা, এইভাবে এই হাউসের মধ্যে পর্য্যন্ত গত সেসনে মিনিষ্টার স্বীকার করছেন যে এই অবস্থা সত্য। এই যে অবস্থাগুলি চলছে তার জন্য আজকে রুলিং পার্টি সাম্প্রদায়িক রূপ দিয়ে এই আন্দোলনকে দমন করবার জন্য আজকে ওয়েষ্ট বেংগল সিকিউরিটি অ্যাক্ট বারবার আংগুল দিয়ে দেখানো হচ্ছে। আমি গতবার এই কথা উল্লেখ করেছিলাম যে পাবনাছড়ার মধ্যে, নামধাম অবশ্য আমার কাছে আছে, এক ব্যক্তি সাত কানি জমি একচেঞ্জ করে এনেছিল। এখন সেই ব্যক্তির ৯ দ্রোণ জমি হয়েছে। অর্থাৎ সমস্ত আদিবাসীদের জমি দখল করে নিয়েছে। আর একটা জায়গায় মনুতে একটা ঘটনা হয়েছে—

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত— মিঃ স্পীকার, স্যার, অন পয়েণ্ট অব অর্ডার—মাননীয় সদস্যকে যথেষ্ট সময় দেওয়া হয়েছে। আরেকটা জিনিষ, এটাতো ফুড ডিবেটে আসছেনা, thir is another subject—তিনি এনেছেন যার রিপ্লাই দেওয়ার সুযোগ আমাদের নেই। আরেকটা নূতন জিনিষ তিনি এখানে ঢুকিয়েছেন কাজেই আমাদের সেইদিক থেকে রাইট অব রিপ্লাই দিতে হয়। এদিকে এ্যাসেম্বলীর যে নিয়ম আছে, রিপ্লাইর জন্য তিনি বেশী সময় নিতে পারেন না, কিন্তু আধ ঘণ্টার উপর রিপ্লাই হয়েছে।

মিঃ স্পীকার— মাননীয় সদস্য, আপনি রিজল্যুশানের বাইরে অনেক কথা বলেছেন, আমি আপনাকে অনুরোধ করছি আপনি আপনার রিজল্যুশানের বিষয় বস্তুর উপর আলোচনা করুন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা— এই প্রস্তাবকে ভিত্তি করে যে সমস্ত প্রসঙ্গ এখানে এসেছে, সেই সমস্ত প্রসঙ্গে উত্তর দেওয়ার অধিকার আমার আছে, সেই অধিকার থেকে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাকে বঞ্চিত করতে পারেন না। টংগিয়া, নাগা, মিজো, আমি এইগুলি উচ্চারণ করিনি, কাজেই যেহেতু এই প্রসঙ্গ এখানে আনা হয়েছে, আমার রিপ্লাই দেওয়ার অধিকার আছে।

মিঃ স্পীকার— উত্তর দেওয়ার অধিকার আপনার আছে কিন্তু আপনি রিজলুশানের বিষয় বস্তুর বাইরে চলে যাচছেন। আপনাকে উত্তর দেওয়ার জন্য যে সময় দেওয়া হয়েছে, সেই সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, কাজেই আমি অনুরোধ করছি—

you will conclude your speech within three minutes.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বেশী কথা বলতে চাই না, টংগিয়া সিসটেমের কথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, এই টংগিয়া প্রথা আমি মনে করি উপজাতিদের পুনঃ যাযাবর জাতীতে পরিণত করার চেষ্টাই হবে, আজকে টংগিয়া সম্পর্কে যে কথা বলেছেন, সেটা তারা গ্রহণ করতে পারে না, অবশ্য ঠেকে তারা সেটা করছে। আজকে বনায়ন সম্পর্কে যে কথা বলেছেন, কেন আজকে এই অবস্থা হল ? বন রক্ষা করতে হবে, আমরা অস্বীকার করছিনা। কিন্তু আজকে একটা গ্রামে শত শতাব্দী বছর ধরে উপজাতি যারা এখানে বসবাস করে আসছে, তার সমস্ত গ্রামের চতুর্দিকে প্ল্যাণ্টেশান হচ্ছে। তাদের জুম করা, বা বন সম্পদ আহরণ করা, এই সমস্ত সীমিত হয়ে আসছে, কাজেই আতংক যদি তাদের মধ্যে ঢুকে, তহেলে অস্বাভাবিক কিছু নয়। চা বাগানের লেবারের কথা আজকে কথা প্রসংগে উল্লেখ করেছেন। চা বাগানের লেবার হয়ে সমস্ত উপজাতি থাকবে, সমস্ত জায়গায় ফরেষ্ট প্ল্যাণ্টেশান হবে, একথা উপজাতি কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। টংগিয়া সিষ্টেম যে চালু করা হয়েছে, যদি সেই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়, নুতন করে উপজাতিদের আবার যাযাবর করা হবে। এই বলেই আমি এটার বিরোধিতা করি। আরেকটা কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। উপজাতিদের অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য আইন সংগত, সংবিধান সম্মত উপায়ে তারা আন্দোলন করার জন্য অগ্রসর হচ্ছে, তার মধ্যে যদি আজকে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক রূপ দিয়ে এই আন্দোলনকে দমন করার চেষ্টা করা হয়, তাহলে মনে করব যে ত্রিপুরার মধ্যে অশান্তির আগুন জ্বলে উঠবে, এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker— Discussion i$_s$ over. Now I am puting the Resolution to vote. The question before the House is that — As the price of rice is Rs. 100/- per maund at certain places, this House directs the Govt. to open ration shops at all village areas.

As many as are of that opinion will please say Ayes.

AYES.

As many as are of contrary opinion will please say Noes.

NOES.

Mr. Speaker— I think, Noes have it. Noes have it. Noes have it.

The Resolution is lost.

Mr. Speaker— Next Resolution is of Shri Promode Ranjan Das Gupta, M.L.A. I would call on Shri Promode Ranjan Das Gupta to move his Resolution that — Whereas a large number of employees of the Government of Tripura are being borne in temporary establishments even after completion of ten years service this Assembly directs the Government to declare 80% of such posts permanent, in pursuance of 2nd Pay Commission's recommendations and Government of India's order issued thereunder.

Shri Promode Ranjan Das Gupta-- Mr. Speaker, Sir, আমি আমার প্রস্তাব হাউসের সামনে রাখছি—

"Whereas a large number of employees of the Government of Tripura are being borne in temporary establishments even after completion of ten years service, this Assembly directs the Government to declare 80% of such posts permanent, in pursuance of 2nd Pay Commission's recommentions and Government of India's order issued thereunder."

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আজকে ত্রিপুরার হাজার হাজার কর্মীর ভবিষ্যৎ এবং ভাগ্য এই প্রস্তাবের মধ্যে জড়িত। কেন জড়িত? আমরা দেখছি যে পে-কমিশনের যে অর্ডার, সেই অর্ডারে বলা হয়েছে এই যে— 80% of the temporary posts in permanent Departments which have been in existance for a period of not less than 3 years and are required for work of a permanent nature, may be converted into permanent ones. তাহলে দেখা যাচ্ছে যে শতকরা ৮০ জন যে কর্মচারী, যাদের পার্মানেন্ট পোষ্ট আছে, পার্মানেন্ট ন্যাচার অব পোষ্ট, তার তিন বছরের উপর চাকুরী করার সাথে সাথে তাদের পার্মানেন্ট করার নির্দেশ সেকেণ্ড পে-কমিশনের রিকম্যাণ্ডেশনে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ত্রিপুরায় আজকে পর্যান্ত সেই অর্ডারকে কোন

রকম সম্মান দিচ্ছে না। সম্মান দিচ্ছে না এইজন্ত আমি বলছি, আজকে ত্রিপুরার প্রতিটি ডিপার্টমেন্টে আমরা দেখি বহু সরকারী কর্মচারী প্রায় ১০ বছর, ১২ বছর, ১৩ বছর পর্য্যন্ত চাকুরী করে যাচ্ছে, আজ পর্য্যন্ত তারা পার্মানেন্ট হচ্ছে না এবং এমন কি কোয়াসী পার্মানেন্ট হয় নাই। আজকে এই যে অবিচার, সেটা বেশী দিন চলতে পারে না। কারণ এই যে কর্মচারী, এদের উপর আমাদের নির্ভর করতে হয়, আজকে যদি তারা ডিসকনটেন্ট থাকে, আজকে তাদের ভবিষ্যৎ, তাদের ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকে, শুধু তাই নয়, আজকে যে চাকুরী তারা করে, সে চাকুরী সম্বন্ধে যদি অনিশ্চিত থাকে, তাহলে যে কোন মুহূর্তে চলে যেতে পারে, হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট বা অফিসারের হুইমের উপর অর্থাৎ খেয়াল খুশী মত রুল ফাইভ'এ নিয়ে নিতে পারেন সেই অবস্থা তার কার্যকে, কর্ম ক্ষমতাকে, কর্ম করবার ইচ্ছাকে ব্যাহত করে এবং সেইদিকে চিন্তা করতে হবে, দেখতে হবে আমাদের যে কর্মচারী, যাদের আজকে তিন বছরের উপর কাজ হয়েছে, এবং সেইসব পোষ্টে, যদি পার্মানেন্ট ন্যাচারের হয়, তাহলে তাদের চাকুরী যাতে পার্মানেন্ট করা হয়, সেইজন্যই এই প্রস্তাব হাউসের সামনে রাখা হয়েছে। কারণ আজকে আমি এমন কতকগুলি উদাহরণ হাউসের সামনে দিতে পারি, সেই উদাহরণ দেখলে পরে মাননীয় স্পীকার মহোদয় হাউসে প্রতীয়মান হবে কতখানি ইনজাষ্টিস কতকগুলি কর্মচারীর উপর করা হচ্ছে। একটি হচ্ছে গংগেশচন্দ্র বিশ্বাস, এল, ড, ক্লার্ক, মুন্সেফ কোর্ট, কমলপুর, সে ১৩-৬-৬৭ ইং মারা গেছে সেটা প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হচ্ছে ১০ বছর চাকুরী করার পরও পার্মনেন্ট হয় নাই, সেটা হচ্ছে বড় প্রশ্ন। তের বছর পরও পার্মানেন্ট না হয়ে সে মারা গেল।

Mr Speaker—The House stands adjourned till 2 P.M. to-day. The Member speaking will have the floor.

Shri Promode Ranjan Dasgupta M. L. A.— আমি আমার যে প্রস্তাব সেই প্রস্তাবের সমর্থনে বলতে গিয়ে এখানে গঙ্গেশ বিশ্বাসের কথা বলেছিলাম। সেই ভদ্রলোক মুন্সেফ কোর্টের একজন L. D. Clerk. ১৩। ৬। ৬৭ ইংরেজীতে সে মারা গেল। কিন্তু মরণের পূর্ব্বে সে জানতে পারল না, সে সুযোগ তার হলো না ১৩ বৎসর চাকুরী করার পরও যে তাকে Permanent করা হয়েছে কিনা। এই যে একটা অবস্থা, যেখানে ভারত সরকার, যেখানে আমাদের ত্রিপুরার এই মন্ত্রীসভা এবং ত্রিপুরার ruling party তারা যেখানে চাচ্ছে, যেখানে নির্দেশ দিচ্ছে তথাপী অনেকেই Permanent হয় না। এখানে দেখছি আমরা প্রিয় গোপাল দাশগুপ্ত, টিচার সুখময় হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, এয়ার পোর্ট, ২০ বৎসর চাকুরী করার পরও সে আজ পর্য্যন্ত Permanent হয়নি। এমন কি quasi-permanent পর্য্যন্ত হয়নি। তারপর দেখা যাচ্ছে গোপেন্দ্রদাস শর্ম্মা, বিলোনীয়া I. B. J. B. School এর Teacher ১৫ বৎসর চাকুরী করার পরও আজ পর্য্যন্ত Permanent হয়নি এবং quasi-permanentও হয়নি। তারপর আমরা দেখছি ধীরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী,

ক্লার্ক, উদয়পুর Inspector of School Office তারও ১৩ বৎসর চাকুরী, তারও সেই দশা। তারপর দেখছি আমরা সুকুমার সেন Compositer Printing and Stationery Department তারও চাকুরী ১২ বৎসরের উপর এবং তার এখন প্রায় retire হওয়ার সময় এসেছে কিন্তু এখনও তার চাকুরী Permanent করা হয়নি। শুধু তাই নয়, একটি দু'টি নয়, প্রত্যেকটি Departmentএ, Education Department বলুন, এবং অন্যান্য Department বলুন প্রত্যেকটি Departmentএ এই রকম যারা Permanent nature এর Postএ আছে আজ পর্য্যন্ত তারা Permanent হচ্ছে না। এমন কি quasi-permanentও হচ্ছে না। যেখানে ভারত সরকারের নির্দ্দেশ হচ্ছে যে তিন বৎসর পার হওয়ার পর তাদের সম্বন্ধে, Permanent সম্বন্ধে চিন্তা করা হবে। এখানে উত্তর হতে পারে এই যে তাদের ব্যাপার তো আমাদের নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় speaker মহোদয় যে, তাদের proposal কেন যায় না। কেন যাচ্ছে না? তার কৈফিয়ত আমরা আজ পর্য্যন্ত পাচ্ছি না। অতএব আমার এই প্রস্তাবে আমি খুব বেশী বক্তব্য রাখব না। কারণ প্রস্তাবই তার বক্তব্য সামনে তুলে ধরছে এবং এই প্রস্তাবই যে জিনিসটার আলোকপাত করবে সেদিকে আর সবার দৃষ্টি আকর্ষণ হওয়া উচিৎ। কারণ যে সব কর্মচারী আজকে দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত আছে সেইসব কর্ম্মচারীর মনের মধ্যে যদি উৎসাহ না থাকে, যদি তাদের প্রতি অবিচার করা হয়, যদি তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করা হয়, ন্যায্য দাবী থেকে তাদেরে বঞ্চিত করা হয় তাহলে এই discontent hand থেকে কোন অবস্থাতেই ভাল কাজ পাওয়া যেতে পারে না। এই হচ্ছে নিয়ম। এই হচ্ছে সমাজের গতি। অতএব এটাকে অস্বীকার করবার উপায় নাই। কারণ unwilling hand, discontent hand থেকে কোন সময়ই ভাল কাজ পাওয়া যায় না। তাই যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার এবং এখানকার মন্ত্রীসভা নির্দ্দেশ দিয়েছে সেখানে কেন তাদেরে Permanent করা হচ্ছে না? কেন তাদেরে quasi-permanent করা হচ্ছে না? তার জন্য আমার মনে হয় বিশেষ ভাবে অবহিত হওয়া উচিৎ এবং দেখা উচিৎ যে কার দোষে তারা Permanent হচ্ছে না এবং শেষ পর্য্যন্ত প্রয়োজন হলে Courtএ case করা উচিৎ। আজকে কেন আমি এই প্রস্তাব মাননীয় Speaker মহোদয় হাউসের সামনে এনেছি। কারণ আমরাই অনুভব করি এবং আমাদের যারা কর্ম্মচারী এবং যারা এই নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কর্মচারী আজকে যাদের ভবিষ্যত এই চাকুরীর উপর নির্ভর করে তাদের ভবিষ্যতকে গড়ে তোলবার যে চেষ্টা করছি না, তাদের যে ভবিষ্যত অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দিচ্ছি, ১২ বৎসর, ১৩ বৎসর, ২০ বৎসর চাকুরী করার পরও যারা Permanent হয় না, retire করার সময় হলেও যারা Permanent হয় না—এই যে অনিশ্চয়তার মধ্যে তাদেরে ফেলা দেওয়া এটা নেহাৎ অন্যায় অবিচার এবং অবিচারকে দূর করা উচিৎ। কারণ আমরা গণতন্ত্র বিশ্বাস করি। সুবিচার এই সরকারের নীতি। এই সরকারের আদর্শ এই যে সমাজের প্রত্যেক স্তরের এবং সমাজের প্রত্যেক লোকের প্রতি আমরা আমাদের সুবিচার করে যাব। এই সুবিচারের দাবীতে আমার মনে হয় আজকে যেসব সরকারী

কর্মচারী তাদের Permanent nature এর Postএ আছে এবং তাদেরে Parmanent করার প্রস্তাব যেটা আমি এনেছি, আমার মনে হয় এ সম্বন্ধে আমাদের গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে। কারণ দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে এই যে ত্রিপুরায় অনেক Department আছে, Settlement আছে, Rehabilitation আছে, ১০/২০ বৎসর এক একটি কর্মচারী চাকুরী করছে কিন্তু Post Permanent নয়। তাদের ভাগ্যে ভবিষ্যতে কি আছে কেউ বলতে পারে না। এই রকম আরো অনেক Post আছে যে গুলি আজ পর্য্যন্ত permanent হয় নি। এবং বছরের পর বছর এই সকল post-এ কাজ করে যাচ্ছে। এই সমস্ত temporary post-এ যারা চাকুরী করছে তাদের কথা বিবেচনা করতে হবে কারণ এই চাকুরীই হল তাদের জীবিকা, তাদের ভবিষ্যত। এবং এই চাকুরীর উপর নির্ভর করেই তারা ছেলে পরিজন নিয়ে ঘর করে। অতএব এই সব যে temporary post এগুলি যাতে abolish হয়ে না যায়, যাতে এই post-এ যারা চাকুরী করে তাদের পথে বসতে না হয়, তাদের যাতে রাস্তায় পা দিতে না হয়। কারণ তারা যদি আজ রাস্তায় বসে বা পথে দাঁড়ায় তাহলে সমাজ আমাদের ক্ষমা করবে না। কারণ এটা হল আমাদের আদর্শ এবং নীতির বিরোধী। তাই আমি এখানে শুধু এই কথাই বলবো যে এই সমস্ত temporary post-এ যারা বৎসরের পর চাকুরী করছে permanent হচ্ছে না, তাদের permanent করার যে প্রস্তাব আমি এখানে এনেছি, হাউসের সামনে রাখছি তা যেন বিবেচনা করা হয়।

Mr. Speaker— Any one from left.

Sri Aghore Deb Barma-- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রমোদ দাসগুপ্ত যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন আমি তার সমর্থন করি। আজ যে সব ঘটনা এখানে চলছে অবশ্য details নামও বলার চেষ্টা উনি করেছেন তা ছাড়া আমরা যদি প্রত্যেকটা department-এর দিকে চাই তাহলে এইরূপ অনেক দেখা যায় যে, অনেক বৎসর চাকুরী করার পর permanent হওয়া তো দুরের কথা Quasi-permanent বলেও তাদের নাম ঘোষণা করা হচ্ছে না। কিন্তু India Govt -এর একটি circular আছে সেই circular-এ আছে যে কত বৎসর চাকুরী করলে তাদের Quasi-permanent declaration দেওয়ার কথা। কিন্তু এ ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার India Govt. circular পর্য্যন্ত মানছেন না, এই হল অবস্থা। কাজেই একটা অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে বিরাট সংখ্যক Employee-দের ঠেলে রাখা হচ্ছে। কাজেই এই অবস্থা বেশী চলা উচিত নয়। কাজেই এই সমস্ত বিচার বিবেচনা করে যাতে এই প্রস্তাবটা গ্রহণ করা হয় তারজন্য আমি হাউসের কাছে অনুরোধ রাখবো। এবং যে সমস্ত কর্মচারী দীর্ঘকাল যাবৎ চাকুরী করার পরও যাদের permanent করা হয় নাই অথবা Quasi-permanent পর্য্যন্ত তাদের হচ্ছে না তাদের case গুলা যেন তাড়াতাড়ি করা হয় সেইজন্যও আমি হাউসের কাছে অনুরোধ রাখবো। আর যদি Department-এর দিক আমরা দেখতে যাই তবে P. W. Deptt.-এ যে সব work-charged Assistant, যাদের মধ্যে অনেকেই নাম অবশ্য

বলা যায়। এগুলি সম্বন্ধে অনেক বার আলোচনা করা হয়েছে কিন্তু এ পর্যান্ত কোন কিছু হয় নাই। এইভাবে P. W. Deptt. Education Deptt. ত্রিপুরা রাজ্যে এমন অনেক Deptt.-ই আছে যেখানে অনেক কর্মচারী অনেক বৎসর বৎসর যাবৎ কাজ করার পরও Service Rolls বা India Govt.-এর directives অনুযায়ী তাদের Quasi-permanent বা permanent করা হচ্ছে না। কাজেই এ বিষয়ে কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার বলে আমি মনে করি। এই বলে, এই প্রস্তাবের সমর্থনে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker— Any more.

Sri Bidya Ch. Deb Barma— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য মহাশয় যে প্রস্তাবটি এখানে এনেছেন তার সমর্থনে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই। যে সমস্ত কর্মচারী temporary হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে তাদেরকে Quasi-permanent বা permanent করা হচ্ছে না। আমরা আরো দেখতে পাচ্ছি যে, কোন কোন Deptt. ছাঁটাই পর্য্যান্ত করা হচ্ছে যেমন P. W. D. এবং Settlement Deptt.-এ ছাটাই করা হচ্ছে এই ছাটাইয়ের ফলে বেকার সমস্যা আরও বেড়ে যাচ্ছে এবং তাতে খাদ্য সংকটও বেড়ে যাচ্ছে। কতকগুলি temporary post-এ কর্মচারী আছে তারা সরকারের নিকট আবেদন নিবেদন করা সত্ত্বেও কোন প্রতিশ্রুতি সরকার পক্ষ থেকে পান নাই। তাদের কোন post থেকে সরিয়ে নেওয়ার আগে অন্য কোন জায়গায় তাদের permanent ভাবে সংস্থান করার ব্যবস্থা সরকার থেকে করা হয় না। কাজেই সেইদিক থেকে যারা temporary post এ আছে তাদের permanent করা দরকার যাতে বেকার সমস্যার সমাধান করা যায়। P.W. Deptt.এ এমন অনেক কর্ম্মচারী আছে যারা অনেক পরিশ্রম করে রাস্তাঘাট পুল ইত্যাদি তৈরী ও মেরামত করে। অফিসারেরা মটর চালিয়ে গেলেপরে রাস্তার উপর জল জমে বা পুল ভেঙ্গে তারা accident এর সম্মুখীন না হন তারজন্য এই সকল কর্ম্মচারীরা হাড়ভাঙ্গা খাটুনী দিয়ে এগুলি মেরামত করে। অথচ এই সমস্ত কর্ম্মচারীই temporary থাকে এবং ছাটাইয়ে পড়তে হয়। এটা কোন দিনও হতে পারে না। কাজেই তাদের postটি অন্ততঃ permanent থাকা উচিৎ বলে আমি মনে করি। সেই জন্যই আমি এই প্রস্তাবটি সমর্থন করছি। আর settlement Deptt. এ যারা নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারী আছে তারা প্রায়ই settlement এর কাজ শেষ হয়ে গেলে ছাটাই হয়ে যায়। বড় দুঃখের বিষয়। আজকের দিনে যদি এইভাবে কর্ম্মচারীরা ছাটাই হয়ে যায় তাহলে তারা কি করে খাবে এবং তাদের অর্থই বা কি করে উপার্জ্জন হবে। সেই দিক থেকে লক্ষ্য রেখে অন্ততঃ আমাদের সরকার বাহাদুর যেন তাদেরে ছাটাইয়ের পূর্বে তাদের স্থানটা পুনর্ব্বার দেওয়ার বিবেচনা করে ছাটাই করা হয়। সেই দিক থেকে আমি মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব এনেছেন তার সমর্থনে আমার এই প্রস্তাব রেখে বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Sunil Ch. Dutta, M.L.A.— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় সদস্য

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত যে প্রস্তাব রেখেছেন আমি তা সমর্থন করছি। মাননীয় সদস্য এই প্রস্তাবটি এই হাউসে উত্থাপন করেছেন বলে আমি তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ আছে যে অস্থায়ী কর্মচারী যারা তাদের চাকুরী তিন বৎসর পূর্ণ হলে পর সেগুলি quasi permanent declare করা এবং পরবর্তীকালে এগুলি permanent করা। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ত্রিপুরার কয়েকটি বিভাগে এই নীতি পালিত হচ্ছে না। যার ফলে হাজার হাজার কর্মচারী দীর্ঘদিন চাকুরী করার পরও তারা ঐ temporary post ই থেকে যাচ্ছে। তার ফল হচ্ছে যে আমাদের শাসন ব্যবস্থার মান নিম্নগতি হচ্ছে। কর্মচারীদের মনে যদি কোন নিরাপত্তা বোধ না থাকে, তারা যদি তাদের স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে নিরাপদ না মনে করে তাহলে এটা ঘটা স্বাভাবিক। এবং এটা কারো পক্ষেই কাম্য নয় যে কোন কর্মচারী যারা আমাদের সরকারে কাজ করবেন তিনি তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীই হউন বা চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীই হউন তিনি কাজ করবেন কিন্তু তার মনে কোন নিরাপত্তা বোধ থাকবে না। কাজেই এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ আছে যে নির্দিষ্ট একটা মেয়াদের মধ্যে এদেরে quasi permanent এবং permanent করতে হবে। যদিও আমি জানি আমাদের ত্রিপুরা সরকারে হয়ত এমন বিভাগও আছে যে বিভাগে শতকরা একটি কর্মচারী permanent বলে ঘোষিত হয় নি। আবার কতগুলি বিভাগ যেখানে শতকরা ৮০ জন temporary postএ কাজ করছে। এই রকম একটি দুঃখ পূর্ণ ঘটনা মাননীয় সদস্য উল্লেখ করেছেন। কমলপুরের মুন্সেফ কোর্টের একজন কর্মচারী ১৩ বৎসর চাকুরী করার পর মারা গেলেন। তার স্ত্রী, পুত্র পরিবারের ভাগ্যে কি আছে— কে জানে। কারণ তিনি গত ১৩ বৎসরই অস্থায়ী চাকুরীতে ছিলেন। আর একটি দৃষ্টান্ত হলো নবদ্বীপ সিংহ মহাশয় যিনি S.D.O হয়ে retire করলেন, যেহেতু তার চাকুরী circle officer এর post এ Permanent ছিল সেহেতু তিনি যদিও দীর্ঘদিন অন্যান্য postএ কাজ করেছেন যেমন S. T. O. Post এ কাজ করেছেন, Sub Treasury Officeএ কাজ করেছেন এবং S. D. O.র Post কাজ করেছেন তথাপি retire করার পর তিনি pension পেলেন মাত্র ৪৫টি টাকা। কাজেই সরকারী কর্মচারী, যারা আমাদের সরকারের কাজ কর্ম পরিচালনা করেন তাদের যদি মনের স্থায়ীত্ব এবং নিরাপত্তাবোধ না থাকে, তারা যদি তাদের সন্তানসন্ততির ভবিষ্যত নিরাপত্তাবোধ মনে না করেন তাহলে এই শাসন ব্যবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটবে। এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ঘটেছে, তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই এই যে প্রস্তাব তা অত্যন্ত সময়োচিত প্রস্তাব। এই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করি এবং যদি এই প্রস্তাব অনুযায়ী আমরা কোন কাজ করিতে না পারি তাহলে এই যে কর্মচারী যারা দীর্ঘদিন কাজ করার পরও অস্থায়ী কর্মচারী বলে থেকে যায় তাদের অসন্তোষ এবং বিক্ষোভের জন্য শাসন ব্যবস্থা দুর্বল হবে এবং জনসাধারণের উপকারের জন্য জনসাধারণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত যে সরকার সেই সরকারের যারা পরিচালক আমাদের মন্ত্রীমণ্ডলী তারাও যদি এই সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন পন্থা অবলম্বন করতে না পারেন তাহলে আমাদের দায়ীত্ব সঠিকভাবে পালিত হচ্ছে বলে আমি মনে করিনা। এই প্রস্তাবের পক্ষে খুব বেশী বলার আমার প্রয়োজন নেই। এই

প্রস্তাবের সমীচিনতা সকলেই স্বীকার করেন এবং আমাদের মন্ত্রীমণ্ডলীও এই প্রস্তাব সমীচিন বলে গ্রহণ করবেন বলে আমি আশা করি।

Mr. Deputy Speaker —Now I call on Hon'ble Minister Shri Tarit Mohan Das Gupta.

Shri T. M. Dasgupta Minister—মাননীয় Speaker মহোদয়, আজকে এই প্রস্তাবকে সুচনা করে যে আলোচনা হয়েছে এটা খুব সময়োচিত। আজকে 2nd pay commission সমস্ত স্তরেই যেখানে যে সমস্ত চাকুরীগুলি continue করার সম্ভাবনা আছে এবং যেগুলি তিন বৎসরের বেশী করে হলে তার অন্তত: শতকরা ৮০ ভাগ যে post সেগুলিকে Permanent করার জন্যে recommendation করেছেন। এবং নীতি হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকারও তা গ্রহণ করেছেন। ত্রিপুরা সরকার তো বটেই কিন্তু তা হলেও একাজটা যত দ্রুত হওয়া উচিত ছিল কোন কোন বিভাগের ক্ষেত্রে সে কাজটি হয়নি। কিন্তু এই দিক দিয়ে সরকার সজাগ আছেন এবং হালেও প্রথমে Consolidated Statement করে Home Ministrys মাধ্যমেতে তাদের প্রস্তাবগুলি পাঠিয়েছিল, এটা নিয়ম থাকলেও এই যে প্রস্তাবগুলি ultimately কেন্দ্রীয় সরকার থেকে proposal গুলির সমর্থন আনতে হবে। সেজন্য consolidate করে Central Govt. এর কাছে পাঠানো হয় তখন Central Govt. নির্দেশ দেন। প্রত্যেক stateএ different department আছে তাদের repective deptt এর যে Ministry আছে, তার মাধ্যমে প্রস্তাবগুলি পাঠাতে হবে। তাই এখন নূতন ভাবে একাজে হাত দেওয়া হয়েছে এবং নূতন মন্ত্রীমণ্ডলী গঠিত হওয়ার পর তারা নির্দেশ দিয়েছেন যাতে করে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে তা করা যায়। আর যেগুলি বাকী আছে, তার classification করে, তা করা। তবে এই কাজের জন্য সময়ের প্রয়োজন আছে, কারণ তারজন্য কতগুলি নির্দিষ্ট proforma আছে, সে অনুযায়ী তা পূরণ করে দিতে হবে। সরকারের তরফ থেকে এই কাজ যাতে তাড়াতাড়ি সম্পূর্ণ করা যায়, তার চেষ্টা চলছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে যে নীতি আছে এবং তা স্বীকারও করে নেওয়া হয়েছে। এখন শুধু সময়ের প্রশ্ন। এই সময় যতটা দ্রুততর করা যায় এবং তারজন্যই মন্ত্রীমণ্ডলী চেষ্টা করে যাচ্ছেন। সেজন্য আমি মনে করি প্রস্তাবটি না নিয়ে শুধু দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে প্রস্তাব মাননীয় সদস্য এনেছেন এবং যারা এতে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছেন, তাদেরকে আমি এজন্য ধন্যবাদ দেব। আর আমি তাদের কাছে আবেদন রাখব যে যিনি এই প্রস্তাব এনেছেন, এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি যেন তা withdraw করেন। কারণ তিনি যে জন্য এই প্রস্তাব রেখেছেন, তার দিকে সরকারের দৃষ্টি পড়েছে। তবে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি যা বলেছেন, তারমধ্যে কতগুলি জিনিষ আছে অর্থাৎ যেটি সে তা করেন না, সেটা দুঃখের, সব ক্ষেত্রে যে temporary থাকার জন্য হয় না তা নয়। পোষ্টগুলি যখন

পারমেনেন্ট করা হয় তেমনি আবার পারমানেন্ট পোষ্টে প্রত্যেক ইন্‌কামবেন্টকে আবার আলাদা আলাদা করে পারমানেন্ট করতে হয়। অর্থাৎ পারমেনেন্ট পোষ্টের against এ কোন লোক থাকলে automotically সে permanent হয়ে যায় না। সে জন্য তাকে ঐ post এর against এ permanent declare করতে হয়। এসব দিকে সরকার দৃষ্টি দিয়েছেন। যেখানে permanent post নেই, সেখানে 80% of the post কে permanent declare করার ব্যবস্থা হচ্ছে। এটার একটা continuous progress আছে। উদাহরণ স্বরূপ medical Dept. এর primary health centre এর কথা ধরা যাক। প্রথমে এই centre ছিল মাত্র ৫টি, তা থেকে তিন বছরে দাঁড়িয়েছে ৮টি। কাজেই percentage অনুসারে তাকে একটা continuous progress হিসাবে ধরতে হবে। যেমন আগে সেখানে ৫জন ডাক্তার ছিল সেখানে পরের বছরে আরও ২ জন ডাক্তার যোগ হবে। এভাবে—চলতে থাকবে। কাজেই percentage টাও continuously চলতে থাকবে এবং এদিকে সরকারের দৃষ্টি আছে। এই বিষয়টা খুবই নাম্য আগে হলে খুবই ভাল হ'ত। অবশ্য কোন কোন বিভাগে হয়েছে আবার কোন কোন বিভাগে জটিলতার জন্য কাজটা এগুতে পারে নি। তবে ইতিমধ্যে তার সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তা পাঠিয়ে যাতে শতকরা ৮০টি post স্থায়ী করা যায় তার ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং তারজন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করা হবে। কাজেই এই পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় সদস্য যিনি এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছেন তিনি যেন তা প্রত্যাহার করে নেন আমি সেজন্য ওনার কাছে অনুরোধ রাখব।

Mr. Speaker— Hon'ble member Shri Promode Ranjan Das Gupta.

Shri Promode Ranjan Das Gupta— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার প্রস্তাবের আলোচনা করতে গিয়ে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেছেন যে শতকরা ৮০টি post permanent declare করবে এই assurance তিনি এই হাউসে দিয়েছেন আমি আশা করছি ওনার assurance অতি দ্রুত কার্যকরী করা হবে। আমার এই প্রস্তাব আনার একটা কারণ হচ্ছে ১৯৬০ সালে প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টে এই ব্যাপারে Central Govt. থেকে নির্দেশ এসেছিল। আর এখন হচ্ছে ১৯৬১ সাল। নির্দেশে ছিল যে ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ তা submit করতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাও আজ পর্যন্ত হয়ে উঠল না। যাহউক আজকে আমি আশা করব যে আমাদের এই সরকার যে assurance এই হাউসের সামনে দিয়েছে তাতে আমাদের কর্মচারীদের মধ্যে একটা বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠেছিল তা দূরীভূত হবে এবং তাদের ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা চিরতরে দূরীভূত হয়ে যাবে। তদুপরি আমি এই আশাও রাখছি সে ভবিষ্যতে এই ধরণের কোন bottle neck সৃষ্টি করে কোন প্রকার বিক্ষোভের প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। কারণ assurance এর মধ্যে আমি এটা দেখতে পাচ্ছি। আমার প্রস্তাবের উদ্দেশ্য হ'ল কর্মচারীদের দাবী ও চাকুরীর নিরাপত্তাকে শক্তিশালী করা আর সেটা যদি পালন করা হয় তাহ'লে এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য সাধিত হবে। আমি মনে করছি যে

assurance এই হাউসে দেওয়া হয়েছে, তা ছোট করে দেখা উচিত না, তাকে সব সময় সম্মানের চোখে দেখতে হবে। তাই assurance এর মাধ্যমে আমার প্রস্তাবের উদ্দেশ্য সাধিত হবে মনে রেখেই আমি তা প্রত্যাহার করছি।

Mr. Speaker— Shri promod Ranjan Dasgupta to seek leave of the House to withdraw his resolution. The question before the House is the withdrawal of resolution of Shri Promode Rn. Dasgupta.

As many as are of that opinion will please say—'AYES'

VOICE- 'AYES'

As many as are of contrang opinion will Please say—'NOES'

NO VOICE

I think Ayes have it, Ayes have it, Ayes have its.

The resoiution is withdrawn.

There is another resolution tabled by Shri Agore Deb Barma. Now I request Shri Deb Barma to move his resolulition that as there are serious allegations against the distribution of test relief to storm affected persons, this house directs to the Govt. to form a committee with the public representatives to inquire into the matter immediately and to place report of the House within 3 months from the date of formation of the said committee.

Sri Aghore Deb Barma— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার প্রস্তাব হলো "there are serious allegations against the distribution of test relief to storm effected persons, this House direct the Govt. to from a committee with the public representatives to inquie into the matter immediately and to place the report to the House within 3 months from the date of formation of the said committee" প্রশ্ন হলো যে গত বৈশাখ মাসে বিশেষ করে ঈশানচন্দ্রনগর তহশীল, কমলাসাগর তহশীল, বিশালগড়, চড়িলাম ও সোনামুড়ার উত্তরাংশের মধ্যে প্রচণ্ড ঝড়ে জনসাধারণের ঘর বাড়ী বহুলাংশে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, সেই উপলক্ষে সরকারের পক্ষ থেকে যে খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হয়েছে, তারমধ্যে যাদের পাওয়ার দরকার

তাদের অধিকাংশ মানুষকে দেওয়া হয় নি। অথচ যাদের ঘর বাড়ী পড়ে নাই, যাদের সঙ্গে অফিসারদের খুব খাতির বা কোন কোন ক্ষেত্রে এমন ঘটনাও আছে যে একই ঘরের জন্যে ২/৩ জনকে সেই সাহায্য দেওয়া হয়েছে। আর যাদের ঘর বাড়ী নষ্ট হয়েছে তাদেরকে দেওয়া হয় নি—এমন অনেক ঘটনা আছে। এখানে আমি এরূপ কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করব! Enquiry কমিটি যদি গঠন করা হয়, সেই Enquiry কমিটির কাছে বহু materials দিতে আমি প্রস্তুত আছি। অতএব আমি বলছি যাতে এই সম্পর্কে একটি তদন্ত করা হয়। এইজন্যই আমি হাউসের সামনে প্রস্তাবটা রাখছি। যেমন একটা জায়গার ঘটনা—অর্থাৎ যাদের ঘর ভাঙ্গে নাই বা কোন রকম ক্ষতিগ্রস্থ হয় নাই—কালাচান্দ দেব, অমরচান্দ দেব, জায়গার নাম হল পাথারিয়া under Bishalgar Tehsil, বিশালগড় তহশীলের পাথারিয়া গ্রামের কালাচান্দ দেব, অমরচান্দ দেব, হরেন্দ্র মালাকার—এই হরেন্দ্র মালাকারের বাড়ীতে তাকে দেওয়া হয়েছে, তার ছেলেকে দেওয়া হয়েছে, তার বাড়ীতে যে চাকর আছে তাকেও দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তার বাড়ীতে তিনজনকে দেওয়া হয়েছে। তার ঘরবাড়ী কিছুই নষ্ট হয় নাই। অর্থাৎ তার পাওয়ার উপযুক্ততার জন্য কোন প্রশ্নই উঠে নাই। তদুপরি আরো আছে। পাথারিয়া বাড়ীর প্রাণবল্লভের পরিবারের তিনজন—প্রাণবল্লভ যেহেতু কংগ্রেসের কর্মী, যেহেতু তাকে টাকা পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। আসল ব্যাপারটা হল এই। কাজেই ঝড় একটা উপলক্ষ। এই উপলক্ষকে কেন্দ্র করে এক একটা cyclone affected areaতে লক্ষ লক্ষ টাকা sanction হয়েছে। Affected মানুষ পাক বা না পাক সেটা বড় কথা নয়। আমার কংগ্রেস কর্মীদের পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। কারণ কংগ্রেস নির্ব্বাচনের সময় টাকা পয়সা পেয়েছে এটা সত্যি কথা। নির্ব্বাচনের পর হঠাৎ তারা বেকার হয়ে পড়েছিল। কাজেই যেহেতু একটা উপলক্ষ সামনে এসেছে, সে উপলক্ষে এই ঝড়ের টাকা যারা পাওয়ার কথা তাদের দেওয়া হল না, এবং যারা পাওয়ার যোগ্য নয় তাদের মধ্যে বিতরণ করা হল। এই হল অবস্থা। যেমন প্রাণবল্লভ রায়, পাথারিয়া গ্রামের নাম, দীপুরঞ্জন দাস তার ছেলে এবং তার বাড়ীতে তিনজনকে দেওয়া হয়েছে। এরকম আরো ঘটনা আছে। সতীশ ভৌমিকের পরিবারের দুইজন শচীন্দ্র ভৌমিক তার ছেলে একান্নভুক্ত পরিবার—অপ্রাপ্ত বয়স্ক তাকেও পাওয়াইয়া দিতে হবে—যেহেতু সে কংগ্রেসের কর্ম্মী। একারণে তাদের দুইজনকেই দেওয়া হয়েছে। এখানে আমি আরেকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি—যেমন গান্ধী মস্ত বড় কংগ্রেসের একজন কর্ম্মী। ইলেকশনের সময় কংগ্রের পক্ষে অনেক গুণ্ডামী সণ্ডামী করেছিল। তাকে টাকা দিতে হবে, তাই দেওয়া হল। তারপরে সতীশ দেবকে দেওয়া হল। হেমন্ত শীলকে দেওয়া হল। এই সমস্ত লোকের ঘরবাড়ী ভাঙ্গে নাই তবুও তাদের টাকা দেওয়া হয়েছে। তদুপরি আরও ঘটনা আছে। এক একজন তার নিজের নামে একবার নিয়েছে, তার wifeএর নামে একবার নিয়েছে। গোলাঘাটিতে যখন relief party টাকা দিতে যায় তখন একবার সুগম দেবকে টাকা দেওয়া হল। আর পাথারিয়াতে যখন যায়—তার বাড়ী পাথারিয়া—তখন তার wifeএর নামে আবার দেওয়া হল। আর কালাচান্দ শীল—তারও একই অবস্থা। তার

নামে একবার, তার wifeএর নামে একবার দেওয়া হয়েছে। আর জাবণ দেবের নামে একবার, আর তার wifeএর নামে একবার। কানাই লাল দেব, অখিল দেব এরকম আরও অনেক আছে। অথচ যাদের পাওয়ার কথা তারা পেল না। যেমন আমি কয়েকটি নাম এখানে উল্লেখ করছি—হরেকৃষ্ণ দেববর্ম্মা, স্নেহ কোবরা পাড়া, এভাবে একটা দুইটা করে বহু নাম আছে—হিন্দু-মুসলমান, পাহাড়ীরাও আছে। আর কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি—সেটা হচ্ছে যোগমায়া পাল—ইনি হল বিধবা। তার মৃত স্বামী যোগেশচন্দ্র পাল—দুইটি ঘর তার ভেঙ্গেছে। পরিবারের লোক সংখ্যা ৩ জন। কোন রোজগার নাই। কাঁঠাল গাছ একটা বাড়ীর মধ্যে ছিল। এই কাঁঠাল গাছটির উপরই পরিবারটি নির্ভরশীল। ঝড়ের সময় কাঁঠাল গাছটি ভেঙ্গে যায়। অথচ সেই বিধবা মহিলাটিকে কোন টাকা দেওয়া হল না। আরেকজন আছে প্রিয়বালা দাস— স্বামী মৃত বরদাকান্ত দাস, পাথারিয়া বাড়ী। একটি ঘড়, পরিবারের লোকসংখ্যা তিন জন দুইটি মেয়ে সহ। তার কোন রোজগার নাই। তাকেও দেওয়া হল না। কুঞ্জবাসী পাল, স্বামী মৃত হরকুমার পাল তার একটি ঘড় ভেঙ্গেছে, এই ঘরটিই তার সম্বল। তারও রোজগার করার কেহ নাই। গঙ্গাচরণ নন্দী। আরও বহু আছে যাদের ঘড় বাড়ী ভেঙ্গেছে তাদের দেওয়া হল না, কিন্তু যাদের ঘড় বাড়ী ভাঙ্গল না তাদের মধ্যে টাকা পয়সা বিলি করা হল। অতএব আজকে প্রশ্ন হল ruling party যদি এই কথা মনে করেন যে, যারা কংগ্রেসের কর্মী তাদেরকেই টাকা দিতে হবে, কিন্তু আমি এখানে একথা বলতে পারি, যে সমস্ত লোক টাকা পয়সা পায় নাই আমার এলাকার লোক—তারাও কংগ্রেসকেই ভোট দিয়াছিল। কিন্তু তারা কর্মী নয় বলে তাদের দেওয়া হল না। এই হল অবস্থা। কাজেই এই যে অবস্থাটা যখন নাকি Circle officer তাদের টাকা বিতরণ করতে যায় তখন জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি নাকি বলেন আমার ত কোন দোষ নাই আমাকে যে ভাবে বলা হয়েছে সেই ভাবে কাজ করব। অর্থাৎ কয়েকটি লোকের নাম বলে দেওয়া হয়েছে এই লোকেরা যাই বলবে তাই করা হবে, তার উপর আর কিছু করা হবে না। এই হল অবস্থা। এইভাবে আজকে পাথারিয়া, মোহনপুর, কলকলিয়া, গোপীনগর, কাঞ্চনমালা, বিশালগড়, চড়িলাম শুধু এই কয়েকটি জায়গার কথা আমি বলছি না সর্ব্বত্র এইভাবে এই টাকাগুলি যথেচ্ছভাবে বিলি করা হয়েছে। কাজেই আমি হাউসের কাছে এই সমস্ত দুর্নীতির বিরুদ্ধে যাতে একটা তদন্ত করা হয় তারজন্য আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের Zonal S. D. O. S. R Chakraborty সম্পর্কে অনেক আলোচনা রাখছি। কংগ্রেস কর্মীদের যতদূর দরদ আছে তার চেয়ে ওনার দরদ অনেক বেশী। আজকে গ্রামের মধ্যে কংগ্রেস দরদীদের মধ্যে কাদেরে টাকা পয়সা দিলে কংগ্রেসের সংগঠনের কাজ ভাল হবে তাই নিয়ে তিনি গ্রামের মধ্যে ঘুরে বেড়ান। এবং এই সমস্ত কাজ গ্রামের মধ্যে করাচ্ছেন। কাজেই হাউসের সামনে বক্তব্য রাখছি যে এই অবস্থা যদি চলতে দেওয়া হয়, আজকে কয়েকটি ডিপার্টমেণ্টে রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে ভাবে দুর্নীতি ঢুকছে রুলিং পার্টি বা মন্ত্রী পরিষদ যদি মনে করেন যে আমরা সরকার এইভাবে চালাই এবং এইগুলি encourage করেন তাহলে আজকে আমাদের জনসাধারণের অবস্থা কি হবে তা আমি ভাবতে পারছি না। কাজেই

আমার এই প্রস্তাবটা যাতে গৃহীত হয় এবং একটা enquiry cmmittee গঠিত হয় এই জন্য আমি হাউসের সামনে এই প্রস্তাবটা রাখছি।

Sri Abhiram Deb Barma— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মামনীয় সদস্য অঘোর বাবু এখানে যে প্রস্তাবটা উপস্থিত করেছেন আমি সেই প্রস্তাবের সমর্থনে দুই একটি কথা রাখছি। গত বৈশাখ মাসের প্রথম দিকে এই প্রাকৃতিক ঝড়ে ত্রিপুরার পশ্চিমাঞ্চল যে বিধ্বস্ত এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেখানে তারা যাতে উপযুক্ত পরিমাণ সাহায্য পায় এবং তাদের এই দুর্দ্দিনের কিছুটা সহায়তা হয় তার জন্য পাঁচলক্ষ টাকা মুঞ্জুর করা হয়েছে, আমরা দেখেছি। এই পাঁচ লক্ষ টাকা কি ভাবে খরচ করা হয়েছে এবং তারা কি ভাবে পেয়েছেন। সত্যিকারের যারা ক্ষতিগ্রস্থ তারা কি পেয়েছেন? সম্ভবত সত্যিকারের যারা ক্ষতিগ্রস্থ তারা ক্ষতিপূরণ পান নি। কারণ আমরা দেখেছি শুধু প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের ব্যাপারে নয়, সব ক্ষেত্রেই যারা সত্যিকারের পাওয়া দরকার, যারা সত্যিকারের দুস্তঃ যারা সত্যিকারের গরীব তাদেরকে দেওয়া হয় না। যারা এদের পাওয়ার সুযোগ নিয়ে এদের পরিচালনা করার চেষ্টা করে এই ধরণের একটু আমলা গোছের মানুষেরা পেয়ে থাকে। আজকে মাননীয় সদস্য যে সমস্ত অভিযোগ করেছেন এইগুলি যদি তদন্ত করা হয়, একটা তদন্ত কমিশন গঠন করে আজকে সত্যি সত্যি যারা ক্ষতিগ্রস্থ তারা পেয়েছেন কি না অথবা যারা হন নি সেই সমস্ত ব্যক্তিই আত্মসাৎ করেছে কি না তা তদন্ত করে দেখা দরকার। কাজেই এই যে একটা অবস্থা তা যেন আর না হয় তার জন্যই তদন্ত করা দরকার। আমি বলতে চাই যে, যারা সত্যিকারের ক্ষতিগ্রস্থ তারাই যেন এই সাহায্য পেয়ে তাদের দুর্দ্দশা থেকে কিছুটা উদ্ধার পায় তার জন্যই সমুচিত ব্যবস্থা করা দরকার।

Sri Bidya Chandra Deb Barma— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সরকার থেকে যে টাকা মুঞ্জুর করা হয়েছে সে টাকা যদি ঠিক ঠিক ভাবে খরচ করা হতো তা হলে যার ক্ষতিগ্রস্থ তাদের উপকারে আসতো। কিন্তু কোন কোন জায়গায় এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে বিশেষ করে সদরের দক্ষিণ অঞ্চলেই বেশী ক্ষতিগ্রস্থ। কিন্তু এই যে টাকাগুলি বিলি করা হয় কুলাই হাওয়ায় কাঞ্চনপুর পর্য্যন্ত। সেখানেও ঝড় হয়েছে এই কি বলতে চান। কোন কোন division এ ঝড় হয়েছে আর কোন কোন ডিভিশানে হয় নাই। কাজেই এই অবস্থায় কোন ব্লকের মাধ্যমে কত টাকা বিলি হয়েছে তা তদন্ত করে দেখা দরকার। কাজেই শহরের দক্ষিণ অঞ্চলে যে সকল স্থানে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে সেখানে তদন্ত করে দেখা দরকার যে টাকাগুলি দেওয়া হয়েছে কিনা। কোন কোন জায়গায় পঞ্চায়েতের মাধ্যমে তদন্ত করে টাকা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোন পঞ্চায়েত প্রধান যেমন ধরুন বাদারঘাট আগরতলা শহরের পাশাপাশি এখানকার যিনি প্রধান তাকে এই বিষয়ে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করা দরকার পড়ে না। কিন্তু উনার অঞ্চলে যাদের পাওয়া দরকার তারা পায় নাই আর যাদের দরকার নেই তারাই পেয়েছে। এই জিনিষটা আমরা জানতে পারি। আর তুলামুড়া কৃষক

সমিতির মাধ্যমে দেওয়া হয়। এখানে বিশালগড়ে B. D. O-র যে প্রধান পরেশ চক্রবর্ত্তী তিনি সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এই প্রতিবাদের কোন তদন্ত হয় নাই। কারণ যেখানে টাকা নিয়া বহু রকমের দুর্নীতি হয়েছে। একই বাড়ীতে এক পরিবারের ও অনেকেই টাকা দেওয়া হয়। কাজেই সেইদিক থেকে লক্ষ্য করার বিষয় যে এইভাবে যাদেরে টাকা দেওয়া হয় সেই রকম কোন ভিত্তিতে মোট কত টাকা দেওয়া হয়েছে তার তদন্ত হওয়া দরকার এবং এসমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা উচিৎ বলে মনে করি। এবং টাকাগুলি যাতে ঠিক ঠিক ভাবে উপযুক্ত লোকদেরে দেওয়া হয় একটা বিধি ব্যবস্থা করা দরকার বলে আমি মনে করি। আমি আর বিশেষ কিছু বলতে চাই না। মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব এনেছেন তার সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Sri Monchar Ali (Dy. Minister)— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা যে প্রস্তাব এনেছেন আমি তা সমর্থন করি না। কারণ এই ব্যাপারে যে সমস্ত টাকা বিলি করা হয়েছে তা বিশেষভাবে তদন্ত করেই দেওয়া হয়েছে। আমি তা বিশেষ করেই জানি। টাকা দেওয়ার যখন সময় হয়েছে এবং যখন প্রায় অর্দ্ধেক টাকা দেওয়া হয়ে গেছে তখন একটা কাগজে উঠেছিল, সে কাগজ 'গণ অভিযান', যে এই রকম ভাবে টাকা দেওয়ার মধ্যে অনেক তারতম্য আছে। যারা টাকা পাওয়ার তারা শেষ পর্য্যন্ত পায় না। তখন সোনামুড়ার কথা সেখানে উঠেছিল। আমি সোনামুড়া গিয়েছি। সেখানে affected area গুলিতে পঞ্চায়েত প্রধান ও উপপ্রধানদের নিয়ে সভা করেছি। সেই সভাতে সমস্ত প্রধানদের সঙ্গে আমার আলোচনা হয়েছে। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করেছি যে এই রকম কিছু হয়েছে কিনা। তখন আমি সমস্ত প্রধানদের থেকে জানতে পেরেছি যে এই রকম তারতম্য কোথায়ও করা হয় নাই। এবং এই নিয়ে যখন আমি অফিসারদের সঙ্গে meeting করি এই দিন সকাল বেলায় তখন অফিসার বলেছিলেন যে তাঁদের জানা মতে কিছু হয় নাই। যদি কিছু হয়ে থাকে সেটা আমাদের জানা নাই। এখন যদি কেহ বলে যে অনেকেই পায় নাই তবে সেটা দেওয়ার ব্যবস্থা করব। তারপর আমরা গ্রামের প্রধান, উপ-প্রধান ও সর্দ্দারদের নিয়ে আলোচনা করি। আমরা দেখেছি যে সেইখানে টাকা দেওয়ার ব্যাপারে কোন তারতম্য হয় নাই। আজকে যারা এই কথা বলছে যে যারা টাকা পাওয়ার উপযুক্ত তারা পায় নাই এবং যারা পাওয়ার অযোগ্য তারা পেয়েছে। এই কথা সত্য নয়। আমি জানি উনারা সেখানে যান নাই। যদি গিয়ে থাকেন তবে বলুন এই রকম একটি লোকের নাম যে আমরা বলেছি সে টাকা পাওয়ার যোগ্য অথচ পায় না। উনারা যে কথা বলেছেন সেটা উনাদের নিজের চোখে দেখা নয়। যারা জায়গায় গিয়ে দেখেন নাই তারাই একমাত্র এই কথা বলতে পারেন। আমরা বিশালগড়, চড়িলাম সর্ব্বত্র গিয়েছি। আমরা পাড়ায় পাড়ায়, বাড়ী বাড়ী গিয়েছি আমরা তা অনুভব করতে পেরেছি। কাজেই সেখানে তারতম্য হওয়ার কোন কারণ নাই। কারণ

যেভাবে এইবার ঘুর্ণিবাত্যা হয়েছে, সেই ঘুর্ণিবাত্যা একটা মারাত্মক ঘুর্ণিবাত্যা। যেরকমটি ত্রিপুরা রাজ্যে কোনদিন হয় নাই। যারা চোখে দেখে নাই তারা সেই কথা বিশ্বাস করতে পারবে না। তারজন্যই এই প্রতিবাদ আসছে। যেভাবে মানুষের ঘড় দরজা পড়েছে তা ভাষায় বলা যায় না, ৪০।৫০টি পরিবারের একটি গ্রামে একটি ঘড় ও ছিলনা। সেখানে তারতম্য করে টাকা দেওয়ার কোন ঘটনা আছে বলে আমি মনে করি না। তারা এই কথা বলতে পারে যে আজকে যে টাকা দেওয়া হয়েছে জনসাধারণকে জানানোর জন্য যে সমস্ত এলাকাতে হয়েছে সেই সমস্ত এলাকাতে নয়, আমি বলতে পারি। যদি কোথায়ও কেহ না পেয়ে থাকে বলে তারা মনে করেন তাহলে যাদের একটি মাত্র ঘরও পড়ে নাই ঐ সমস্ত জায়গার কথা তারা বলছেন। আমি দেখেছি যে সোনামুড়াতে সাল চৌমুহানী নামে একটি জায়গা আছে সেই জায়গার লোকেরা Chief Minister এবং Chief Commissioner এর কাছে দরখাস্ত দিয়েছে। এটাই "গন অভিযানে" উঠেছিল। এ ব্যাপারে আমি সেখানে গিয়াছিলাম। আমি দেখেছি যিনি এই দরখাস্ত করেছিল উনার কোন ঘর পড়ে নাই। উনি টাকা চেয়েছিলেন। উনাকে টাকা নাদেওয়াতে তিনি কাগজে তুলে দিয়েছিলেন এবং চিফ কমিশনার এবং চিফ মিনিষ্টারের নিকট দরখাস্ত করেছিলেন। যাদের ঘরবাড়ী পড়ে নাই তারাও যদি টাকা পেতে চান, তাদের পক্ষে যদি কেউ প্রতিবাদ করে সেটা আলাদা কথা। যাদের ঘর পড়েছে যারা প্রকৃতই পাওয়ার যোগ্য তারা সর্ব্বত্রই টাকা পেয়েছে। সে কথা আমরা বিশ্বাস করি। উনারা সেখানে যান নাই, দেখেন নাই, শুনা কথা উনারা এখানে বলছেন। আমি প্রায় সব জায়গায় ঘুরে দেখেছি, আমি জানি। কাজেই অঘোর বাবু যে বক্তব্য রেখেছেন তাহা ঠিক নহে। তারজন্য আমি তার প্রস্তাবের বিরোধীতা করি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Speaker— Now I call on Honble Minister Sir T. M. Dasgupta.

Shri T. M. Das Gupta— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করছি। আমার আগে মাননীয় উপমন্ত্রী এ ব্যাপারে বক্তব্য রেখেছেন। এইজন্য আমি আমার বক্তব্য সংক্ষেপে রাখব। আজকে এই প্রস্তাব রাখতে গিয়ে কয়েকটি কথা তিনি নাম করে বলেছেন এবং দোষারূপ করতে গিয়ে কংগ্রেসকে দায়ারূপ করেছেন এবং কংগ্রেস কর্ম্মী হলেই পায় ইত্যাদি ইত্যাদি। আসলে প্রস্তাবটা লক্ষ্য নয়, প্রস্তাবটা হচ্ছে উপলক্ষ্য। একে উপলক্ষ্য করে কংগ্রেসকে কিছু গালাগালি দেওয়া এবং জনমনে বিক্ষোভের সৃষ্টি করা। এবং সেটাকে একটা দলগত রূপ দেওয়া। তার কারণ হচ্ছে এই যেখানে একটা ঝড়ের মত জিনিষ হয়ে যায় সেখানের সরকারের দৃষ্টিতে কোন দলগত জিনিষ থাকে না। নির্ব্বাচন একটা জিনিষ, যেটা নির্ব্বাচনের পর শেষ হয়ে যায়, যাদের ঘর ভেঙ্গেছে তারা জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে টাকা পায়। তার জন্য সেখানে সরকারী কর্ম্মচারী আছে, তাদের discretion দেওয়া হয়েছে, তাদের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এবং আজকের দিনে যারা সরকারী কর্ম্মচারী তারা একা কিছু করেন না। সেই অঞ্চলের যারা গাঁও

প্রধান আছেন বা অঞ্চল প্রধান আছেন বা যারা সর্দার মাতব্বর আছেন তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে list করেন এবং সরকারী কর্মচারীরা গিয়ে সেই list অনুযায়ী অনুসন্ধান করেন, সব গ্রামে যে এক অবস্থা হয়—তা নয়। অবস্থা অনুযায়ী তার ব্যতিক্রম করা হয়। তখন তাদের মধ্যে যাদের যাদের দেওয়া উচিত তাদের দেওয়া হয়ে থাকে। দুই একটি ক্ষেত্রে হয়ত অভিযোগ থাকতে পারে। যদি কোন জায়গায় যে ২/১টি ঘর সামান্য একটু কাত হয়ে গেছে বা সামান্য কিছু ছন উঠে গেছে সেই ক্ষেত্রে অফিসারের discretion, তাকে টাকা দিবে কি না দিবে। যারা অফিসার আছেন তাদের এই ক্ষেত্রে discretion exercise করতে হয়। হয়ত একটি ক্ষেত্রে এমনও হতে পারে যার একটি ঘর হয়ত বেঁকে গেছে তাকে দেওয়া হয়েছে অন্যে ক্ষেত্রে সেইরূপ অবস্থায় দেওয়া হয়নি। তার কারণ হচ্ছে যে হয়তো যাকে দিয়েছেন তিনি আর্থিক দিক দিয়ে অত্যন্ত দরিদ্র। আর একজন যাকে ঘর বেঁকে যাওয়া সত্বেও দেওয়া হয়নি সেখানে হয়তো আর্থিক দিক দিয়ে তিনি স্বচ্ছল। এই রকম একটা সূক্ষ্ম ক্ষেত্রে একটা সামান্য কিছু দেওয়ার প্রশ্ন থাকলেও থাকতে পারে এবং তা নিয়ে যদি প্রতি ক্ষেত্রে করতে হয়, এটা মানুষ হিসাবে change হয় এবং এই নিয়ে যদি একটা enquiry commission করতে হয় এবং তিন মাস ধরে যদি সেই commissionই করতে হয় তাহলে বোঝা যায় যে আসলে হচ্ছে কোন কিছু ঘটবে এবং কোন কোন সময় তারা বলছেন, কিছু কৃষি লোন দাও এই দাও সেই দাও। তারপর কিছুকিছু কৃষি লোন দিলেও বলবেন যে যাদের পাওয়া উচিৎ ছিল তারা পায়নি, অন্যেরা পেয়েছে। এবং প্রতি ক্ষেত্রেই বলবেন। কৃষি লোন দিলে সবাইতো পাবে না। কিছু লোক বাকী থাকবে। তখনই বলবেন যে কংগ্রেসীরাই পেয়েছে আর অন্যেরা কিছু পায়নি। খোয়াইতে দেওয়া হলো, দেওয়ার পরেই বলা হলো যে শুধু কংগ্রেসীকেই দেওয়া হয়েছে। নির্বাচন দেখে দেওয়া হয়েছে এটার একটা enquiry করো। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেকটা জিনিসের মধ্যে একটা রাজনৈতিক মনোভাবকে সব সময় জিইয়ে রেখে তার থেকে যে political harvest বা রাজনৈতিক ফসল, উঠানোর জন্যে এই প্রস্তাবগুলির হচ্ছে মুখ্য উদ্দেশ্য। তাছাড়া এর মধ্যে কোন মুখ্য উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। কাজেই এরকম যদি কোন ঘটনা হয়ে থাকে কেউ না পেয়ে থাকেন স্বভাবতই তারা কর্তৃপক্ষের কাছে—কোন অঞ্চলে একটা দু'টা ভুল হতে পারে আশ্চর্য্যের কিছু নয়। অভিযোগ তুলতে পারে। তারা যদি দেখেন কোন ক্ষেত্রে দেওয়া হয়নি তাহলে এই যে জিনিসগুলি দেওয়া হয়েছে circle officer গেছেন, তার উপরের officerও গেছেন, মন্ত্রীরাও গেছেন, অনেকেই সেই অঞ্চলগুলি ঘুড়ে এসেছেন সেখানে যদি কারো এমন কোন specific ঘড় ভেঙেছে অথচ তারা পায়নি স্বভাবতই তারা সেদিকে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আনতে পারবেন। কিন্তু আসলে একটি নির্দিষ্ট উদাহরণ দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন—কারণ হয়তো অভিযোগ থাকতে পারে এই যে আমি যে অঞ্চলে যাদের যাদের কথা বললাম আমার কথামত তারা দিল না অথচ গ্রামের মধ্যে দিল আরেকজনের কথামত। কিন্তু যাকে দিয়েছে, যদি আরেকজনের কথামত দিয়ে থাকে। একজন officer যিনি গ্রামে গিয়েছেন

তিনি যদি কোন পঞ্চায়েত-প্রধান বা কোন পঞ্চায়েত সদস্য বা কোন গ্রামের সর্দার, মাতব্বরকে নিয়ে ঘুরে থাকেন তাহলে তার মধ্যে দোষণীয় কিছু না। তিনি বলেছেন কোন একজন officer চিনে চিনে দেন। S. D. O., Zonal S. D. O. নাকি চিনে চিনে দেয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ত্রিপুরা রাজ্যের Zonal S. D. O, এমন একজন লোক যিনি কোথায় বিশালগড়, কোথায় বিশ্রামগঞ্জ প্রভৃতি জায়গার লোকের সঙ্গে পরিচিত। আর তাই যদি হয় তাহলে তো খুব ভাল কথা। এমন একজন Zonal S. D. O. যিনি প্রত্যেকটি গ্রামের প্রত্যেকটি লোককে চিনেন। এতগুলি লোককে যদি তিনি চিনে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই তার যে Decisionটা সেটা Correct হয়েছে। কারণ এতগুলো লোককে যদি একজন Zonal S. D. O, ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রাম থেকে গ্রামান্তরের প্রত্যেকটি লোককে চিনেন। তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে তো অভিযোগ করার কিছুই নেই। কারণ যে লোকটা এতগুলো লোককে চিনতে পারে, এতটি লোকের কথা স্মরণ করতে পারে তাহলে তার ভুল হওয়ার কথা নয়। কাজেই আসল লক্ষ্য সেইদিকে নয়। এটাকে নিয়ে একটা অবস্থার সৃষ্টি করা এবং তারমধ্যে একটা বিভেদ দেখানো যে এদের পাওয়া উচিৎ ছিল কিন্তু এরা পায়নি। কাজেই যাদের পাওয়া উচিত ছিল, তাদের দেওয়া হয়েছে। হতে পারে কিছু কিছু ক্ষেত্রে। কারণ ঘর যেখানে ভেঙেছে তার সীমারেখা নেই। কারণ কোন কোন ক্ষেত্রে যেমন বিশ্রামগঞ্জেই খুব বেশী হয়েছে, একদম ভেঙে-চুরে গেছে। এ ছাড়াও যেহেতু অনেক গরীব আছে কোন কোন ক্ষেত্রে, বিশালগড় অঞ্চলে হয়তো যাদের একেবারে সেই অর্থে সাইক্লোনের অন্তর্ভুক্ত নয় সেই রকম অবস্থাতেও হয়তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেওয়া হয়েছে, যেহেতু গরীব, তাদের ঘর ভেঙে গেছে সেখানে দেওয়া হয়েছে। সেখানে এমনও হতে পারে যে, একটি দু'টি ক্ষেত্রে হয়তো কারো ঘর ভেঙে গেছে, দেওয়া হয় নি। কিন্তু সেটা অভিযোগের বিষয়বস্তু নয় এতবড় একটা বিরাট ক্ষেত্রের মধ্যে। যার জন্যে একটা Committee করে তার Enquiry করতে হবে। এখন Committee করে যদি Enquiry করা হয়, তারপরে হবে কি। এই যে Committee হলো তখন আবার অভিযোগ আসবে এই যে Committee হলো তা কংগ্রেসকে নিয়ে হলো। কারণ আজকে যদি Assembly থেকেও Committee-র যে Proportion হবে তাতে তিন জনের মধ্যে একজন opposition হবে। তখন বলবেন যে এটা majority কংগ্রেসের দল। তারাই সব করে ফেলল। তখন আবার Committee-র বিরুদ্ধে আর একটা Enquiry করতে হবে। তাতে আরও তিনমাস লাগবে। কাজেই সরকারী সমস্ত শক্তি রেখে একটার পর একটা Enquiry করে যাওয়া হউক এ কোন কাজের কথা নয়। কাজেই এই দিক থেকে আমি এই প্রস্তাবের কোন যৌক্তিকতা বা কোন সারবত্তা দেখতে পাচ্ছি না। কোন individual ক্ষেত্রে থাকলে তারা অভিযোগ করতে পারেন। লিখিতভাবে যদি প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে অভিযোগ করেন, সেটা যদি সব প্রমাণ হয়, দেখা যায় তারা টাকা পাওয়ার যোগ্য তাহলে সেইক্ষেত্রে তাদের টাকা দেওয়ার যদি ন্যায্য ক্ষেত্রে বঞ্চিত হয়ে থাকে, নিশ্চয়ই তাদের Case-কে পুনর্বিবেচন করা হবে। কাজেই এই যে প্রস্তাব আমি তার বিরোধিতা করি।

Aghore Deb Barma M.L.A.— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে প্রস্তাবটা এখানে রেখেছি সেটা হচ্ছে তদন্ত কমিটি গঠন করা। কাকে নিয়ে কি হবে তার অবশ্য কোন উল্লেখ নেই। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি কংগ্রেস সদস্যদের মধ্যে সবাই খারাপ একথা আমি বলতে রাজী নই। যদি উনি সন্দেহ করে থাকেন যে ৩ জন নিয়ে কমিটি করে সেখানে বিরোধীদল রাখতে হবে, বিরোধীদল বাদ দিয়ে ও যদি কংগ্রেস সদস্যদের নিয়ে কমিটি করা হয় তাতেও আমি আপত্তি করব না। অর্থাৎ যে ব্যাপারটি হয়েছে তার তদন্ত করা উচিৎ। কারণ যারা গরীব তারা যদি টাকা পায় তাতে আমার কোন grudge বা অভিযোগ নেই। অভিযোগ হচ্ছে যাদের পাওয়া দরকার তারা পেল না, যাদের পাওয়ার কথা নয়, যাদের অবস্থা ভাল, যারা বৎসরের খোরাকী খায় সেই সমস্ত মানুষকে দেওয়াতে আমার আপত্তি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই সম্পর্কে উপমন্ত্রীমহোদয় বলেছেন—উনি সমস্ত এলাকায় ঘুরেছেন। ধন্যবাদ আমি অবশ্যই উনাকে দেব। Recently উনি গিয়েছেন—একথা আমি জানি। কিন্তু উনি মন্তব্য করেছেন যে আমি নাকি কোথাও যায়নি। আমি হাউসের মধ্যে উনাকে অনুরোধ করব যেখানে যে ঘটনার কথা আমি হাউসে উল্লেখ করেছি তিনি সেখানে যেতে রাজী আছেন কি-না? যদি রাজী থাকেন তাহলে আমি এই মুহূর্ত্তে আমার এই প্রস্তাবটি withdraw করে নিতে প্রস্তুত আছি। আমার এই ঘটনাগুলি সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে উনি রাজী হউন। আমি Committeeর এই প্রস্তাব এই মুহূর্ত্তে withdraw করে নিতে রাজী আছি যদি উনি এই ঘটনার মধ্যে যেতে রাজী থাকেন। ব্যাপার হচ্ছে আমি ব্যক্তিগতভাবে সব জায়গায় ঘুরেছি। সমস্ত তথ্য আমি সংগ্রহ করেছি। সংগ্রহ করার পর Zonal S. D. O., S. R. Chakrabortyর সঙ্গে দেখা করেছি। তিনি বললেন আমাকে একটা list দিতে। আমি উনার কথামত listগুলি submit করে দিয়েছি। তারপর Cicle Officer, মনমোহন দাস মহাশয়কে সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। উনি যাওয়ার পর যখন এই টাকাগুলি বিলি করা হয় তখনই এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ একই পরিবারের দু' তিনজনকে দেওয়া হলো। এমতাবস্থায় আমি একটি দু'টি জায়গার ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করেছি। এই রকম আরো বহু জায়গা আছে। কাজেই আমার মূল বক্তব্য হচ্ছে এই যে খয়রাতী সাহায্যের টাকা লক্ষ লক্ষ টাকা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে মঞ্জুর করা হয়েছে এই টাকা নিয়ে যথেষ্ট ছিনিমিনি খেলা হয়েছে। এটা অনেকটা লুঠের বাজারের মত হয়ে গেছে। যাদের পাওয়া দরকার তারা পায় নাই। অর্থাৎ বাছাই করে করে দেওয়া হয়েছে। এই হচ্ছে আমার বক্তব্য, আমার অভিযোগ। এই সম্পর্কে তদন্ত করার জন্যই আমি হাউসে এই প্রস্তাব রেখেছিলাম। কিন্তু আজকে স্বাস্থ্য মন্ত্রী মহোদয় যে কথা বললেন—আমি অবশ্য একথা অভিযোগ করেছিলাম যে কংগ্রেস কর্ম্মীকে দেখে দেখে দেওয়া হয়েছে। এমন কংগ্রেস কর্ম্মীও আছে যারা এ সমস্ত ঘটনা নজরে এনেছে। যেমন কথার কথা আমি বলতে পারি—অবশ্য চড়িলামের বিভিন্ন এলাকার কথা আমি হাউসে রাখছি না। কারণ রামনগর এলাকার যে গাঁও প্রধান সে নিজে Circle Officerকে নিয়ে সমস্ত গ্রামে টাকা পয়সার বিলির ব্যাপারে সাহায্য করেছে। বড়জলার

মধ্যে করেছে। এই সমস্ত এলাকার কথা আমি অভিযোগে আনি নাই। সেই সমস্ত এলাকার মধ্যেও আমি ঘুরেছি। কিন্তু বিশেষ করে মোহনপুর গোলাবাটি এলাকার মধ্যে যিনি গাঁও প্রধান তিনি কি কংগ্রেসী ম্যান? কিছুদিন আগেও আমি Chief Ministerএর সঙ্গে ঐ ভদ্রলোককে নিয়ে দেখা করেছিলাম। Chief Ministerএর সামনেই উনি বললেন—আমি ছিলাম না। অর্থাৎ টাকা যখন বিলি করা হয় তখন ঐ ভদ্রলোক ছিলেন না। তিনি নাকি contractory করেন, সব সময় ঐ এলাকায় থাকেন না। তারজন্য ঐ অবস্থা ঘটেছে। চীফ মিনিষ্টার সামনে যখন ঘটনাটি আলোচনা হয় তখন তিনি সরাসরি না করলেন যে আমি ছিলাম না। অতএব আমার বক্তব্য হ'ল যে এই ব্যাপারে Congrees, Communist এর কোন প্রশ্ন নেই। আমি নিজে ব্যক্তিগত ভাবে কাউকে prejudice করতে চাই না। যদি গ্রাম প্রধানকে নিয়ে টাকা বিলি করা হ'ত তবে এই ব্যবস্থা হ'ত না; আমি তা বিশ্বাস করি। কারণ গ্রাম প্রধান-দের গ্রামের প্রতি একটা দায়িত্ব আছে। এই অবস্থায় আমি মাত্র কয়েকটি ঘটনার কথা তুলে ধরছি। একথা মনে রাখা দরকার যে আমি নিজেও একজন M. L. A. আমি এই প্রতিশ্রুতি এখানে দিতে পারি যে যদি কোন Ministerর আজকে এই ঘটনার তদন্ত করতে রাজি থাকেন তবে আমিও সেই মুহূর্তে আমার এই প্রস্তাবটি উঠিয়ে নিতে রাজি আছি। কাজেই আমি অনুরোধ করব যে আমাকে বাদ দিয়ে দিলেও কোন আপত্তি নেই তবু যেন এ ব্যাপারে তদন্ত করা হয়। অর্থাৎ আমার মূল বক্তব্য হচ্ছে যারা পাওয়ার কথা, যারা needy মানুষ তারা পায় নাই। অর্থাৎ যারা পাওয়ার কথা নয়, স্বচ্ছল অবস্থা তারা পেয়েছে। এই সমস্ত মানুষকে বাছাই করে একটি পরিবারের ৩ | ৪ জনকে দেওয়া হয়েছে। যেহেতু আমরা বিরোধীদল, উনারা যদি আমাদের প্রত্যেক কথাই উড়িয়ে দেন বা আমাদের কোন কথার কোন দাম নেই, ভিত্তিহীন এসব বলে কথাগুলো উড়িয়ে দিতে চান তাহলে ত আমাদের বলার কিছুই থাকে না। তবু আমি অনুরোধ রাখব এ ঘটনাটির তদন্ত করা হউক, যদি এ ব্যাপারে কমিটি নাও হয় শুধু একজন minister দিয়ে যদি তদন্ত করা হয় তাহলেও ভাল হয়। এ ব্যাপারে যদি সরকার পক্ষ আশ্বাস দেন তাহলেও আমি আমার প্রস্তাবটা withdrow করে নিতে রাজি আছি।

Mr. Speaker— The discussion is over.

The question before the House is that as there are serious allegation against the distribution of gratuitors relief to storm affected persons, this House derects the Government to form a committee with the public representative to enquire into the matter immediately and to place the report to the House within three months from the date of formation of the said committee.

As many as are of that opinion will please say "Ayes"

Voice— Ayes.

As many as are of contrary opinion will please "Noes"

Voice— Noes.

I think Noes have it, Noes have it, Noes have it.

The resolution is lost.

Next item in the list of business is the Private Member's motion.

I shall call on Sir Umesh Lal Singh to raise discussion on. recent gale that swept over Tripura and its affect."

Shri Umeshlal Singh— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১লা বৈশাখ, শনিবার ত্রিপুরার উপর দিয়ে এক বিরাট ঝড় বয়ে গেছে—বিশেষ করে সদর মহকুমার দক্ষিণাঞ্চলে। আবার ৩রা বৈশাখ সোমবার আর একটা বিরাট ঝড় প্রথম দিনের চেয়ে আরো প্রবল বেগে সদর মহকুমার দক্ষিণাঞ্চল এবং সোনামুড়া sub-division পর উত্তরাঞ্চলের উপর দিয়ে বয়ে গেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের উপরে মানুষের কোন হাত নেই। একথা সকলের জানা আছে। কিন্তু যে মর্মান্তিক ঘটনা ঘ টছে, যারা দেখেছেন তারাই বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমাদের কাছে সংবাদ পৌছিবার পর আমি দেখেছি আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস এবং আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাস এবং আমি নিজেও ঘটনাক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছিলাম। আমি বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করেছি এবং আমাদের উপমন্ত্রী ও শ্রীমুনচর আলী মহাশয়ও ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। আমি প্রত্যক্ষ করেছি যে একি মর্ম্মান্তিক দৃশ্য। বড় বড় গাছ ভেঙ্গে পড়েছে, সদর রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে, গ্রামের ছোট ছোট রাস্তাও বন্ধ হয়ে গেছে। অনেক ফলের গাছ, আম, জাম, কাঁঠাল, বেল এমনকি অনেক জায়গায় ফলের গাছ ছাড়াও অনেক গাছ ভেঙ্গে পড়েছে। মানুষের আবাসস্থল, বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে। বড় বড় গাছ পতনের ফলে অনেক মানুষ প্রাণ হারিয়েছে, গরু, ছাগল মরেছে। সর্ব্বমোট মানুষের মৃত্যু সংখ্যা ২৬। অনেক সময় দেখা গেছে যে একটি পরিবারের চারটি পুত্র ঘর পতনের ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে বৃদ্ধ পিতার সম্মুখে। যারা তা প্রত্যক্ষ করেছে তারাই শুধু উপলব্ধি করতে পারবে। শুধু তাই নয়, মানুষের আবাস স্থলে বড় বড় গৃহস্থ যারা যাদের সম্পত্তি আছে তাদেরও প্রায় সকল ঘর ভেঙ্গে পড়েছে—তার সংখ্যাও সঠিক করে বলা কঠিন। এমন পুরানো ঘর, শক্ত ঘর, ভেঙ্গে পড়েছে। ছোট ছোট শিশুকে অন্যত্র গিয়ে আশ্রয় নিতে হয়েছে। এবং পরে ঐ ভাঙ্গা ঘরের দ্বারাই অস্থায়ীভাবে তারা থাকার ব্যবস্থা করেছে। ঘর যা ছিল তার অধিকাংশই পড়ে গেছে। আমি পূর্বেই বলেছি যে তার সংখ্যা

নির্ণয় করা কঠিন। আবার দেখেছি যে সমস্ত ফলের গাছ থেকে তাদের সংসারের কিছুটা আয় হত, যেমন আম, কাঁঠাল, আরো নানা রকমের ফল আছে সেই সমস্ত ফলের গাছ নষ্ট হয়ে গেছে। জনসাধারণ, কৃষকের কৃষিকার্য্যের সময়েই হয়েছে ঝড়। কেউ ধান রোপন করেছে, কেউ চাষ করে ধান রোপনের উপযোগী করেছে ঠিক ঐ সময়েই দেখা দেয় প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ। তাদের এই দুরবস্থা। মানুষের এ অবস্থা ঘটতে পারে তা স্বপ্নেও কল্পনা করা যায় না। যাদের ঘর পড়ে গেছে তারা পুনরায় ঘর তৈয়ার করতে ব্যস্ত অথচ হাতে পয়সা নেই। আর যাদের আছে তখন সময়ের দিকে লক্ষ্য করতে গেলে খাদ্য শস্য উৎপাদনের সময়, আবার ঐদিকে ঘর তৈরী করারও সময়। এই সময় যে তাদের মনের অবস্থা কি, সাংসারিক অবস্থাটা কি সেটা কল্পনাও সম্ভব নয়। আমি এখানে বলতে বাধ্য হল যে আমাদের সরকার তাদের সাহায্যের জন্য মাত্র ৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছেন। জানি, এই ব্যয় বরাদ্দ যাদের ক্ষতি হয়েছে তাদের সবাইকে দেওয়া সম্ভব নয়। সর্ব্বক্ষেত্রে সবাইকে সমান ভাবে দেওয়া সম্ভব নয়। তবু লক্ষ্য করার বিষয় আছে এই যে আরো যদি কিছু বেশী দেওয়া যেত তাহলে জনসাধারণ উপকৃত হতো এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য সরকারের থেকে আরো একটি সাহায্যের কথা উল্লেখ আছে: এটা হচ্ছে এই যে বন বিভাগ থেকে বিনা শুল্কে ছন, বাঁশ এবং ঘরের খুঁটি নেওয়ার ব্যবস্থাও সরকার করে দিয়েছেন এবং বহু লোক তা ব্যবহারও করেছেন। কিন্তু যেখানে প্রকৃতি বিরোধী সেখানে অন্য কোন সাহায্য মানুষকে কতটা সাহস দিতে পারে, কতটা তার মনে শক্তি সঞ্চার করতে পারে সেটা আমি বুঝতে পারছি। আরো আমি দেখেছি যে পরিমাণ লোক এই বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন তাদের মধ্য থেকেও বহু লোক এই দুর্গতদের সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে এসেছে নিজেদের পরিবারকে ফেলে রেখে। কতিপয় সমিতির লোক এবং কংগ্রেস কমিটির কর্মীবৃন্দও এসেছে। আমি দেখেছি এই কাজ করার জন্য ব্লকের কর্মীবৃন্দও সেখানে এগিয়ে এসেছে, জনসাধারণকে সাহায্য করার জন্য। আমি আরো দেখেছি সেখানে তহশীলের কর্মীবৃন্দও এসেছিল। সরকারী নির্দ্দেশ অনুযায়ী সেখানে পুলিশও এসেছিল কাজ করার জন্য। জনসাধারণের হাতে যাতে অর্থ আসতে পারে এবং জনসাধারণ যাতে মনে বল পায় তারই জন্য সরকার থেকে test relief-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেই ক্ষেত্রে এই সাহায্য বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যাপকতর হয় নি সেইজন্য সরকারকে এইদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিৎ। আমরা দেখেছি বা সরকারী, বে-সরকারী ডাক্তারগণও এই ঝড়ের মধ্যে এসে দুর্গত জনসাধারণের সেবা করেছেন। এমনিতর আরো দেখেছি সরকারী বে-সরকারী বিদ্যালয়গুলি—যেমন করইমুড়া হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল সম্পূর্ণভাবে ভূমিস্যাৎ হয়েছে এবং চড়িলাম হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলও ভূমিস্যাৎ হয়েছে, বোর্ডিং ধ্বংস হয়েছে এবং জাঙ্গালিয়াতে বিশালঘড় হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তেমনিভাবে বহু স্কুল জুনিয়র বেসিক স্কুল, সিনিয়র বেসিক স্কুলও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার লোকসংখ্যা সদর তহশীল, ঈশানচন্দ্র নগর তহশীল এবং কমলা সাগর তহশীল, বিশালগড় তহশীল, চড়িলাম তহশীল, বক্সনগর তহশীল, মতিনগর, সোনামুড়া তহশীলে এবং টাকারজলা তহশীলের কিছু অংশ এতে ক্ষতিগ্রস্ত

হয়েছে। এই জায়গাতে যত ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তাদের লোকসংখ্যা লক্ষাধিক। এই ব্যাপক ধ্বংসলীলা প্রকৃতির তরফ থেকে জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের উপর একটা বিদ্রূপ কটাক্ষ। আমি এই সমস্ত দুর্গত এলাকায় যারা মৃত্যুবরণ করেছে তাদের প্রতি, তাদের পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা জানাচ্ছি এবং তাদের আত্মার মুক্তির জন্য আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি। এই বলেই আমি আসন গ্রহণ করছি।

শ্রীমনছুর আলী (উপমন্ত্রী)— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমাদের উমেশবাবু যে বিষয়বস্তু আলাপ আলোচনা করেছেন তার যে রূপ সেটা ভগবানের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। ঝড়ের যে তাণ্ডবলীলা আমাদের এই কয়েকটি তহশীলের উপর দিয়ে বয়ে গেছে তা যদি কেউ নিজ চোখে না দেখেন তাহলে বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। ছোটবেলা থেকে আমরা এই ঝড় সম্পর্কে অনেক কথাই শুনে আসছি। কিন্তু সেদিন আমি নিজেও সোনামুড়াতে ছিলাম। ১লা বৈশাখ যখন ঝড় হয় তখন বেলা ৩॥টা থেকে ৫টা হবে। ঝড় যখন আরম্ভ হয় তখন আমি নিজে আমার পরিবারবর্গ নিয়ে একটি ঘরে চলে গিয়েছিলাম--যে ঘরটি শক্ত ছিল। এ সমস্ত দেখে আমার চিন্তা হয়েছিল যে আজকের এই ঝড়ে কেউ আর বাঁচবে না। তখন চারিদিকে এমন চীৎকার আরম্ভ হলো যে কারো প্রতি কারো নজর দেওয়ার সময় ছিল না। এই ঝড়ে যারা বিপদগ্রস্থ হয়েছিল এবং যারা আহত হয়েছিল তাদেরে সরকারী কর্ম্মচারী এবং এলাকার সুস্থ লোকদের সাহায্যে অন্যত্র আনিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বটতলী, চৌমুহনী ইত্যাদি জায়গায় যেখানে রাস্তার অসুবিধা আছে সে সমস্ত জায়গায় P. W. D'র লোক দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করিয়ে এই দুস্থ লোকদের হাসপাতালে আনিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সোনামুড়া, মেলাঘর, আগরতলা হাসপাতালে তাদেরে এনে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সোনামুড়া হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে কিছু, মেলাঘরে, আগরতলায়, এত রোগী যে সোনামুড়া ও মেলাঘরের হাসপাতালে জায়গা হয়নি। তাই আগরতলাতে পাঠাতে হয়েছে। আমাদের তরফ থেকে যতটুকু করার আমরা করে যাচ্ছি। এই দুর্য্যোগের দৃশ্য যারা প্রত্যক্ষ করেছে তারাই শুধু বলতে পারবে যে কি ভয়ানক অবস্থা। সেই সমস্ত এলাকার সরকার থেকে কাপড় দেওয়া হয়েছে, ঘরবাড়ী ও জিনিষপত্র যা নষ্ট হয়ে গেছে তারও ব্যবস্থা হচ্ছে, আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে, যাদের বীজধান নষ্ট হয়েছে, চিড়া দেওয়া হয়েছে, তাদেরে বীজধান দেওয়া হয়েছে। সরকার তরফ থেকে যা করবার তা করা হয়েছে। আরো করবার চেষ্টা সরকার করছেন। এটা সকলেরই জানা আছে ত্রিপুরার যে আয় সেই আয়ের দ্বারা এসব দেওয়া সম্ভব নয়। তারজন্য ভারত সরকারের কাছে আরো দেওয়ার জন্য আর্থিক সাহায্য চাওয়া হয়েছে। এই ঝড়ে সোনামুড়াতে ১৯ জন সদরে ৭ জন সর্ব্বমোট লোক মারা গেছেন এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। যারা মারা গেছেন তাদের মৃত্যুর জন্য আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি। আর তাদের পরিবারবর্গের নিকট জানাই আমার আন্তরিক সমবেদনা। যারা মারা গিয়েছেন তাদেরে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে। যে পরিবারে একজন মারা গিয়েছে সেই

পরিবারকে ১০০্ টাকা আর যে পরিবারে দুইজন মারা গিয়াছে সেই পরিবারকে ২০০ শত টাকা দেওয়া হয়েছে।

Sri Aghore Deb Barma—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় গত ১লা বৈশাখ যখন ঝড় হয় এবং সেই সময় বিশেষ করে যে যে এলাকা ক্ষতিগ্রস্থ হয় সেগুলো হলো বিশালগড় তহশীল ও চড়িলাম তহশীল। চড়িলাম, ব্রজপুর ইত্যাদি এলাকার একটা অংশের মধ্যে, আর সোনামুড়ার মধ্যেও হয়েছে। তবে মাননীয় উপমন্ত্রী মহোদয় সোনামুড়া উত্তরাংশের মধ্যে যেখানে খুব affected হয়েছে সেই সমস্ত এলাকায় তিনি অনেক ঘুরাঘুরি করেছেন, টাকা পয়সা বিলি করেছেন। উনার এই এলাকা ছাড়া যেমন বিশালগড় তহশীল এই সব এলাকাতে উনি যাননি। অবশ্য ইহা ঠিকই কম বেশী affected হয়েছে সব জায়গাতেই। সবচাইত বেশী affected হয়েছে সোনামুড়ার বাগমারা হইতে কংসাপাড়া। এদিকে যেমন হয়েছে তেমন কাঞ্চনমালা এলাকার মধ্যে বিশেষ করে কাঞ্চনমালার চাম্পামুড়া কলোনীর মধ্যে। কলোনী বিফিউজিদের মধ্যে মাথাগোজার একটি ঘরও ছিল না। তদুপরি কলকলিয়া কলোনীর মধ্যে যতগুলি ঘর আছে সবগুলি ঝড়ে পড়ে গিয়েছে। আমি ঝড়ের পরের দিন ঐ অঞ্চলে গিয়ে এ দৃশ্য দেখে এসেছি। বাঘাদীঘি, গোপীনগর, সিপাইজলা এই অঞ্চল এলাকার ঘরবাড়ীর ভীষণ ক্ষতি হয়েছে। যেমন সেখানে হেমন্তশীল নামক এক কৃষককের পাঁচটি ঘরই ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আর ব্রজপুর এলাকার কো-অপারেটিভের একটা টিনের ঘর উড়িয়ে নিয়ে তপশীল চড়িলাম কলোনীর শেষ মাথায় ফেলে দেয়। এইভাবে বহু ঘরবাড়ী ঝড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। বিশেষ করে চড়িলাম, ব্রজপুর, কলকলিয়া, গোপীনগর, বাঘাদীঘি, কাঞ্চনমালা এবং বিশালঘরের পশ্চিম অংশেরও বিশেষ ক্ষতি হয়েছে। আর কলকলিয়াতে ৪ জনের একটি পরিবার একটি বিরাট কনক গাছ ঘরের উপর পতনের ফলে মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছে। ব্রজপুরেও মারা গেছে, চাম্পামুড়া কলোনীতে একজন মহিলা মারা গেছে, বিশালঘরের পশ্চিম দিকে কয়েকজন মুসলমান নারী মারা গেছে। সোনামুড়া বাদেই সহর এলাকায় প্রায় ২০ জন লোক মারা গেছে। তাছাড়া গরু বাছুর অনেক মারা গেছে। মাননীয় উপমন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে আমরা নাকি এলাকায় যাই না, এখানে বসে বসে লিষ্ট করি। কাজেই এ ঘটনা ঠিক নয়। ১লা বৈশাখের ঝড়ের পর ৩রা বৈশাখ আবার বিরাট ঝড় হয়। আমি তখন চড়িলামেই ছিলাম। কিভাবে বাড়িঘর, স্কুলঘর, বোর্ডিং ঘর ভেঙ্গেছে তা আমি নিজে দেখেছি। তারপরও বিভিন্ন গ্রামে আমি ঘুরেছি এবং এ সব অবস্থা দেখেছি। উনার এলাকার মধ্যে তিনি চিড়া বিতরণ করেছেন, কাপড় বিতরণ করেছেন। কিন্তু বিশালঘরের পূর্ব্বদিকে কলকলিয়া, গোপীনপর, গোলাঘাটি, পাথালিয়া এবং মোহনপুর এলাকার মধ্যে অনেক ক্ষতিগ্রস্থ লোক ছিল। কিন্তু সেখানে খয়রাতী সাহায্য ঠিক ঠিক ভাবে মানুষ পায় নাই। তারপর আমি নিজে S. R. Chakrabortyর নিকট যখন এই সব Report করি। তখন তিনি বললেন আপনি একটা list দেন। তারপরই ঐসব ঘটনা ঘটল। কাজেই যেখানে চোখে পরল সেখানে দেওয়া হল,

সেই দেওয়ার জন্য আমি প্রশংসা নিশ্চয়ই করবো। কিন্তু ওদের ক্ষতি হয়েছে ওরা পেয়েছে আবার অন্যান্য এলাকায় যাদের ক্ষতি হয়েছে তারা ঠিক ঠিক ভাবে সাহায্য পায়নি যেমন রঙ্গমালা, রামনগর, খয়রা ও চড়িলাম উত্তর দক্ষিণ, ব্রজপুর এই সমস্ত জায়গায় টাকা পয়সা দেওয়া হয়েছে কিন্তু কাপড় চোপড় দেওয়া হয় নাই। আর অন্য একটি ঘটনা হলো Chief Minister এর সঙ্গে চার তারিখ যখন আমি দেখা করলাম, উনি বললেন সেকেরঘর ভেঙ্গেছে অর্থাৎ refugeeদের ঘরের সঙ্গে মুসলমানদের ঘরের পার্থক্য। তারপর উনি বললেন, মনিপুরি ঘড় কি ভাঙ্গছে? তখন আমি বললাম— আপনি দয়া করে গিয়ে দেখে আসুন। উনি বললেন কোন সাহায্য দেওয়া হবে না। তখন আমি বললাম আপনি এলাকার মধ্যে গিয়ে দেখুন। যদি সাহায্য দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন তাহলে দেবেন। তখন আমাকে বললেন যে সরকারী ভাবে নাকি শতকরা ৮০টি ঘর ভেঙ্গেছে বলে Report করা হয়েছিল। তখন তিনি বললেন যে একথা আমি বিশ্বাস করি। তখন আমি Chief Ministerকে request করলাম যে আপনি নিজে ঘটনা স্থলে আসুন। তখন তিনি বললেন যে উনার শরীর খারাপ। এই নিয়ে অনেক কথা কাটাকাটি হলো। শেষ পর্য্যন্ত ওনার কথা হলো একমাত্র Forest Department থেকে কয়েকদিনের জন্য Free Permit দেওয়া হবে। তা অবশ্য দেওয়া হয়েছিল। তাও একদিন দু'দিন দেওয়ার পর হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো। মনিপুরীদের ঘরগুলি সাধারণতঃ খুব মজবুত থাকে। মনিপুরিদের এই ঘরগুলি পর্য্যন্ত ঝড়ে চুরমার হয়ে যায়। বর্ত্তমানে এইরকম একটি ঘর করতে কমপক্ষে ৪।৫ হাজার টাকা লাগবে। এই সমস্ত ঘরগুলি নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু ঐ ঘরগুলি আবার repair করার জন্য বা reconstruction করতে যা যা জিনিষের প্রয়োজন তা বর্ত্তমান সময়ে কিনতে তারা সক্ষম নয়। কিন্তু হঠাৎ করে আবার Forest Department থেকে বলে দেওয়া হলো যে permit আর দেওয়া হবে না। তখন তাদের আবার অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। কাঞ্চনমালা থেকে একদল লোক আসছিল। তারা বলল, আমাদের এখানে তো কোন Forest Reserve নাই। বাঁশ কাটার বা ছন কাটার জায়গাও নাই। কাছে ধারে কোন reserve এলাকাও নাই। সেজন্য অনেক অসুবিধা হচ্ছে। যদিও কাগজে পত্রে আমরা এই ব্যাপারে ৫ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা grant পেয়েছি, Central Govt. থেকে, কিন্তু আজকে জনসাধারণ যে হারে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে সেই ক্ষতির তুলনায় যে হারে সাহায্য দেওয়া হয়েছে তা কিছুই নয়। এটা একটা প্রহসনের মত। একটা বিরাট ঘর ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। মাথা গুজবার জায়গা নাই, তারমধ্যে গরীবের সংখ্যাই বেশী। কাজেই তাদের ২০।২৫ টাকা করে খয়রাতি সাহায্য দেওয়া এটা একটা প্রহসনের ব্যাপার। অর্থাৎ যে পরিমাণে জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে সেই পরিমাণ মত না হলেও অন্ততঃ আংশিকভাবে হলেও যে সাহায্য দেওয়া উচিত ছিল সেই সাহায্য দেওয়া হয় নাই। যে সাহায্য দেওয়া হয়েছে, তাহা বিভিন্ন নামে এক একটা ঘরে ৪/৫ জনকে দেওয়া হয়েছে। ২০/২৫ টাকা করে ছেলের নামে, বাবার নামে, মায়ের নামে। কিন্তু যারা গরীব, বিধবা, অসহায়, রোজগার করার লোক নাই, তাদেরকে তাহা দেওয়া হয় নাই। তারা চেষ্টা করেও পায় নাই। আজকে

খয়রাতি সাহায্য বাবত যে টাকা মঞ্জুরীকৃত হয়েছে, যে টাকা বিলি বণ্টন হয়েছে সেটা অনেকটা লুটের বাজার হয়ে গেছে। তার জন্য আমি এই প্রস্তাবটা এনেছিলাম। সেটা যে অগ্রাহ্য হবে এটা জানা কথা। কাজেই আজকে জনসাধারণ বিভিন্নভাবে এই যে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে গেছে শুধু assurance দিলেই তাদের সেই ক্ষতি মিটবে না। টাকাও দিতে হবে। আমাদের দেশে গরীবের সংখ্যা বেশী। যারা গরীব কৃষক তাদের সমস্ত ঘরবাড়ী, গরু বাছুর নষ্ট হয়ে গেছে, তাদেরকে যদি ২০/২৫ টাকা সাহায্য দিয়ে আমরা আত্ম-সন্তুষ্টির মনোভাব নিয়ে থাকি যে আমরা তো সাহায্য করেছি, আর কি করতে পারি তাহলে আমাদের দেশে খাদ্য উৎপাদন করতে তাহা সহায়ক হবে না। এটা একটা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। এই গরীব মানুষ, পেটের দায়ে যারা অস্থির, তাদেরকে খাদ্য জোগাড় করা, বীজের ধান বা হালের বলদ জোগাড় করা খুবই কষ্টকর ব্যাপার। আজকে সেইদিক দিয়ে অন্ততঃ যাতে গ্রামের যারা কৃষক তারা নিশ্চিন্ত মনে খাদ্যের production এ আত্মনিয়োগ করতে পারে তারজন্য বিভিন্নভাবে তাদেরকে কৃষি ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলতে হয়,—কোন কোন ক্ষেত্রে পাইকারী হারে দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ যার জমি আছে তাকেও দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ অনেকটা "মুখ চিনে মুগের ডাল"। খাতির থাকলে তো প্রশ্নই উঠে না। আর জমি থাকলেও পায়। চড়িলাম, রামনগর, বিশ্রামগঞ্জ, বড়জলা এই সমস্ত জায়গায় দেওয়ার সময় আমি দেখেছি যাদের জমি আছে তাদেরকে দেওয়া হয় না, কারণ তার জমি আছে এটাই যদি নীতি হয়ে থাকে আজকে যাদের জমি আছে তাদেরকে বলা হয় তোমরা কৃষি ঋণের জন্য দরখাস্ত কর। কৃষি ঋণ দেওয়া হবে। এর মধ্যেও আমি দেখেছি এই কৃষি ঋণ আদায় করার জন্য প্রথমে তার Agent স্বীকার করতে হবে। Agent কে? বিশালগড়ের যে তোমরা চোমরা যার কথা আমি বলেছিলাম সেখানকার মণ্ডল কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট তারপর Marketing Co-operativeএর President, নাম হচ্ছে সুখেশ সাহা। উনাকে না ধরতে পারলে এবং কিছু বকশিস দেওয়ার ব্যবস্থা না করলে কৃষি ঋণও পাওয়ার ব্যবস্থা নাই। অর্থাৎ Agencyর মারফতে এগুলি করতে হবে। তারজন্য অনেক গরীব কৃষক অনেক টাকা পয়সা যে দেয়নি তা নয়, তবু আজ পর্যন্ত তারা দেই দিচ্ছি করে ঠিক ঠিক ভাবে দেওয়া হচ্ছেনা। অথচ আমন ফসলের জন্য চারা ইত্যাদি ফেলার যে সময় এই সময় যদি টাকা দেওয়া না হয় তাহলে পরে যদি দেওয়া হয় তবে গরীব কৃষক তাহা ঠিক ঠিক ভাবে কাজে লাগাতে পারবেনা। ফলে টাকার অপচয়ই ঘটবে। অর্থাৎ যে কাজের জন্য এই টাকা দেওয়া হচ্ছে তাহা Utilise হবেনা। অতএব আজকে বাধা ধরা যে Agency আছে তাকে ধরতে হবে, তাকে না ধরলে টাকা পাওয়া যাবেনা। এই সমস্ত যে কুকীর্তি চলছে তাহা সত্বর দূর করা দরকার, যাতে তারা যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি নিজেই এই ঋণের টাকা পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা দরকার বলে আমি মনে করি। আর তাতে আমাদের Protection এর দিক দিয়ে সাহায্য হবে। কৃষি ঋণ যদি Block এর মাধ্যমে দেওয়া হত তা হলে জনসাধারণের অনেক উপকার হত। কিন্তু গ্রাম প্রধান, পঞ্চায়েত মেম্বার তাদের Throughএ এটা করা হয় না। একটা বাধা ধরা Agency মারফতে এটা দেওয়া হয়। শুধু এটা নয় সরকারী যে

কোন সাহায্যের ব্যাপারে একটা বাধা ধরা agent আছে তাদের মাধ্যমে দেওয়া হয়। cyclone এর ব্যাপারে যে টাকা দেওয়া হয়েছে আমি পরিষ্কার ভাবে বলতে পারি যারা পাওয়ার যোগ্য তারা পায় নাই, অর্থাৎ অনেকটা লুটের বাজার হয়ে গেছে। কাজেই যারা cyclone loan পায় নাই তাদেরকে loan দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Sri Bidya Ch. Deb Barma— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে আমি একটা প্রস্তাব এনেছিলাম, সেই প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যায়। আজকে যে প্রস্তাব এখানে এখন এসেছে সেই প্রস্তাব আমি সমর্থন না করে পারিনা। বিগত বৈশাখ মাসে ত্রিপুরার উপর দিয়ে যে ঘূর্ণীঝড় বয়ে যায় তাতে যে সমস্ত জায়গাতে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে সেটা বর্ণনা করা অসম্ভব। সচক্ষে গিয়ে দেখে না আসলে তাহা সম্পূর্ণ অবগত হওয়া সম্ভব নয়। কাজেই ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলির প্রত্যেকটি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা আমাদের সরকারের অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু দেখা গিয়াছে cyclone loan দেওয়ার ব্যাপারে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়েছে। সে দিক থেকে cyclone লোন দেওয়ার জন্য যে টাকা এখানে বরাদ্দ করা হয়েছে তা অপর্য্যাপ্ত। কাজেই আরো কিছু টাকা এই খাতে বরাদ্দ করে তাদেরে সাহায্য দেওয়া দরকার যাতে তারা ঘর বাড়ী repair করতে পারে। তার জন্যই সেই টাকার আরো প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। কাজেই সেই দিক থেকেই আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি। কাজেই উনাকে এই প্রস্তাব withdraw করতে বলবেন না। কাজেই এই হাউসের কাছে আমার অনুরোধ যাতে তাদেরে সাহায্য করার জন্য আরো কিছু টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Tarit Mohan Das Gupta, Minister— মাননীয় স্পীকার মহোদয় বিগত ১লা বৈশাখে সোনামুড়ার উত্তর অঞ্চলে এবং সদরের দক্ষিণ অঞ্চলে যে বিরাট ঝড় বয়ে গেছে তার ফলে ২৬ জনের উপর লোকের প্রাণহানি হয়েছে। এবং সর্বপ্রথমে যাদের প্রাণহানি হয়েছে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে তাদের স্বর্গত আত্মার শান্তি কামনা করছি এবং তাদের পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। আমার নিজের চাক্ষুস দেখা অবশ্য হয়নি। কিন্তু মাননীয় সদস্যরা এবং মন্ত্রীমণ্ডলী যা বলেছেন, আমি পূর্ব্বেও শুনেছি এই ধরণের ঝড় অনেকে তাদের জীবিত কালের মধ্যে দেখেননি এবং অনেকের যা ক্ষতি হয়েছে, যে যে পুরানো পুরানো বাড়ী ছিল এমনকি আমি শুনেছি যে শালের যে খুঁটী যেগুলো অতি শক্ত সেগুলো পর্য্যন্ত উপড়ে ভেঙ্গে ফেলেছে, ঝড়ের এতখানি গতি ছিল। এই ঝড়ে যে জীবন এবং প্রাণহানি হয়েছে তার কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া সম্ভবপর হয়নি। সরকার শুধু সাময়িকভাবে তাদেরকে সাহায্য করেছেন। এবং পরিপূর্ণ সাহায্য যাদের ক্ষতি হয়েছে সেই অঞ্চলে এবং এ ছাড়াও সদরে ও বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষতি হয়েছে। তাদেরে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দেওয়া সম্ভব নয়। কাজেই সরকার সাময়িক ভাবে সাহায্য করেন এবং আরো কিভাবে তাদেরে সাহায্য করা যায়, ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলকে,

সেটা যথেষ্ট সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে দেখা হবে। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Dy. Speaker— The discussion is over. The House stands adjourned till 11 A. M. on Monday the 26th June, 1967.

APPENDIX "A"

PAPERS LAID ON THE TABLE

STARRED QUESTION NO. 265.

By **Sri Sunil Ch. Dutta.**

QUESTION	ANSWER
১। খোয়াই মহকুমায় রিংওয়েল ও টিউবওয়েলের সংখ্যা কত ?	১। (ক) রিংওয়েল— ১৬৫ নং। (খ) টিউবওয়েল— ৩৪২ নং।
২। কতগুলি রিংওয়েল ও টিউব-ওয়েল অকেজো অবস্থায় আছে ?	২। (ক) রিংওয়েল— ২৮ নং। (খ) টিউবওয়েল— ১৩ নং।
৩। এইগুলি কবে মেরামত হইবে।	৩। মঞ্জুরীকৃত বরাদ্দের উপর নির্ভর করিবে।
৪। চলিত বৎসরে এই মহকুমায় কতগুলি রিংওয়েল ও টিউবওয়েল স্থাপন করা হইবে ?	৪। মঞ্জুরীকৃত বরাদ্দের উপর নির্ভর করিবে।

STARRED QUESTION NO. 236

by **Shri Bidya Chandra Debbarma**

প্রশ্ন	উত্তর
১। মোট কত (ক) চাউল ও (খ) গম কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৬৭—৬৮ সালে ত্রিপুরার জন্য বরাদ্দ করিয়াছেন ;	-বরাদ্দ পঞ্জিকাবর্ষ অনুযায়ী হইয়া থাকে। ১৯৬৭ ইং সনে এই পর্য্যন্ত ১১, ৬০০ টন চাউল ও ৫, ২৫০ টন গম বরাদ্দ হইয়াছে।

QUESTION	ANSWER
২। ইহার মধ্যে কত চাউল ও গম ইতিমধ্যে ত্রিপুরায় পৌঁছিয়াছে ;	৬, ৮৪৫ টন চাউল ও ২, ২৬০ টন গম ইতিমধ্যে ত্রিপুরায় পৌঁছিয়াছে।
৩। ত্রিপুরা সরকার মোট কত চাউল ও গম কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ১৯৬৭—৬৮ সালের জন্য দাবী করিয়াছেন ;	১৯৬৭ ইং সনের জন্য ৩০,০০০ টন চাউল ও ১৫,০০০ টন গম কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাবী করা হইয়াছে।
৪। বাকী চাউল ও গম পাইবার জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে ?	টেলিগ্রাম, চিঠি ইত্যাদি এবং ব্যক্তিগত আলোচনার মাধ্যমে ভারত সরকারের নিকট দাবী জানান হইতেছে।

APPENDIX "B"

UNSTARRED QUESTION NO. 233

By Sri Bidya Ch. Debbarma.

QUESTION	ANSWER
(১) বিধানসভায় প্রদত্ত মুখ্যমন্ত্রীর গত ৪. ৪. ৬৭এর প্রতিশ্রুতি অনুসারে সরকার বকেয়া খাজনা মকুব করার ব্যাপারে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন ;	(১) ইহা পরীক্ষাধীন আছে।

QUESTION	ANSWER			
			কত নোটীশ জারী হইয়াছে	কত জনের উপর
(২) বকেয়া খাজনা আদায়ের জন্য এই বছর এ পর্য্যন্ত কত লোকের উপর সংশিত নীলাম নোটীশ জারি হইয়াছে—মহকুমা ভিত্তিক তাহার হিসাব ?	(২)	ধর্ম্মনগর	৪৭	৬৪
		কৈলাসহর	২	৬
		কমলপুর	৬৩	১০৮
		খোয়াই	১১৯৯	৪৭৯৯
		সদর	১২	১৪
		সোনামুড়া	২৫৫	৩০৩
		উদয়পুর	৯২	৯২
		অমরপুর	১১৯	১১৯
		বিলোনীয়া	৪৯	৫৭
		সাব্রুম	১৬	১৬

UNSTARRED QUESTION NO. 237

By **Shri Bidya Chandra Debbarma,** M. L. A.

প্রশ্ন	উত্তর
(১) গত ২৫ | ৪ | ৬৭ তারিখে ফুড সেক্সনের এ. ডি এম. ত্রিপুরার চাউল কলগুলির কাজ কর্ম্ম সম্পর্কে যে নোটীশ জারী করেন তার পর হইতে এ পর্য্যন্ত কোন চাউল কল সরকারী দরে সরকারকে কত পরিমাণ চাউল বিক্রয় করিয়াছেন ;	কোন বিক্রয় হয় নাই।

প্রশ্ন	উত্তর
(২) কোন কোন চাউল কল ঐ আদেশ জারীর পর বন্ধ হইয়া যায় এবং কতদিন বন্ধ থাকে ;	আদেশ জারীর পর হইতে সমস্ত চাউল কল প্রায় ২৯ দিনের জন্য বন্ধ থাকে।
(৩) ঐ আদেশ যে উদ্দেশ্যে জারী করা হইয়াছে তাহা সফল হইয়াছে কি ?	না।

UNSTARRED QUESTION NO. 240

by **Shri Bidya Ch. Deb Barma.**

QUESTION	REPLY
১) মে মাসের প্রথমে মুখ্যমন্ত্রীর বিলনীয়া সফর-কালে সেখানে মোট কত ধান ও চাউল সরকারী ভাণ্ডারে সংগৃহীত হয় ;	কিছুই হয় নাই।
২) বিলনীয়া হইতে সর্ব্ব মোট কত মণ ধান ও চাউল এই বছর সংগৃহীত হইয়াছে ;	১৯৬৭ইং সনে সরকারী খাতে ২,১২১ মণ ৩৮ সের ধান্য এবং কোপারেটিভ সোসাইটীর খাতে ২,২০০ মণ ৩১ সের ধান্য ও ১,৩০২ মণ ৬ সের ১১ তোলা চাউল সংগৃহীত হইয়াছে।

QUESTION	APPEY
৩) এই ধান ও চাউল সংগ্রহ হইয়াছে কোন কোন ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান মাধ্যমে তাহাদের নাম ;	সরকারী খাতে বিলনীয়া প্রাইমারী মারকেটিং কোপারেটিভ সোসাইটী, কলসী পারচেজ এণ্ড সেলস্ সোসাইটী লিঃ, শ্রীবরদা সেন এবং মণীন্দ্র সাহার মাধ্যমে। কোপারেটিভ সোসাইটী খাতে ত্রিপুরা হোল সেল কনজিউমার্স ষ্টোরস লিঃ এর মাধ্যমে।
৪) ঐ ধান চাউল স্থানীয়ভাবে কত বিক্রয় হইয়াছে এবং মহকুমার বাহিরে চালান হইয়াছে কত পরিমাণ ;	স্থানীয়ভাবে কিছুই বিক্রয় হয় নাই। মহকুমার বাহিরে ১,৫০৩ মণ ১২ সের ৫৭ তোলা ধান ও ১,২৫৭ মণ ৪ সের ৩৫ তোলা চাউল চালান হইয়াছে।
৫) যদি বাহিরে চালান হইয়া থাকে, কোন্ কোন্ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান মাধ্যমে উহা চালান হইয়াছে ;	বিলনীয়া প্রাইমারী মারকেটিং কোপারেটিভ সোসাইটীর মাধ্যমে চালান হইয়াছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 241

By Shri Bidya Deb Barma,

QUESTION	ANSWER
(ক) আগরতলা বারের অন্যতম এডভোকেট শ্রীমনোরঞ্জন চৌধুরী ত্রিপুরা সেটেলমেণ্টের কার্য্যকলাপ সম্পর্কে সরকারের নিকট কি কোন স্মারকলিপি পেশ করিয়াছেন ;	(1) Yes

QUESTION	ANSWER
(খ) যদি পেশ করিয়া থাকেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ,	2. (i) The village units have been formed by splitting up and amalgamation of old villages in some cases leaving no trace of the name of the old villages in the present map and records.

(ii) New jotes have been created consequent on abolition of intermediary system and on transfer of ownership to the under-raiyats under the provisions of the Tripura Land Revenue and Land Reforms Act, 1960.

(iii) The configuration of the plots as in the time of the previous survey has undergone a great change and that new numbers have been allotted to the plots according to the convenience of the survey authority.

(iv) The appearance of the present map and records-of-rights has completely changed from that of the old ones and that for want of reference of old jote numbers and old plot numbers, the lands and holdings as appearing in the old records and documents of the land holders cannot be traced out and that this has occasioned to create innumerable dispute and litigations.

Advocate Shri Choudhury has therefore suggested that the old jote numbers and plot numbers be shown in the present record-of-rights so as to depict the old picture on the present record-of-rights and thereby to help the litigant public and the lawyers and to avoid unnecessary litigation.

QUESTION

(গ) সেটেলমেন্ট দপ্তরের ঐ সম্পর্কে মন্তব্য কি ?

ANSWER

3. (i) Prior to the present Settlement Operation there existed no well defined villages in Tripura. There were more than 5000 hamlets mostly known by the name of tribal Sardars living therein and comprising small areas of even 30/40 acres. Sometimes small patches of lands were settled here and there scattered over an area of 30/40 sq. miles in the name of one village. There are many instances where a long horn of a village protruded into the heart of another village, where one village was enclaved by two arms stretched out of another village, where strips of lunga lands only formed village with the shape of an octopus, where a village covered lands falling under the jurisdiction of two Police Stations and so on. There are also cases where old hamlets became extinct with the shifting of the tribal para consequent on various factors namely outbreak of epidemics, search for new site for jhuming etc.— such villages cannot under any circumst--ances be adopted as revenue units in the new Settlement Operation.

So during the first stage of the present

QUESTION ANSWER

survey operation (i. e village boundary demarcation) the villages have been formed following the natural boundary as far as practicable keeping an eye to the compactness of area and the facility of both revenue and general administration. In case of formation of village two or three such hamlets, the most well known name of the para has been adopted for the whole unit The number of well defined villages so formed during the present operation is 871 including Reserved Forests

(ii) It is fact that new jotes have been created consequent on the enforcement of the different provisions of the Tripura Land Revenue and Land Reforms Act, and rules framed there under and changes in land holding—

(iii) Change of configuration of plots took place in the usual course The plots appear in the map with their exact configuration shown in true scale in their correct relative position with reference to the latitude and the longitude and are drawn as per provisions of rule 61 of the Tripura Land Revenue and Land Reforms Rules, 1961 The Settlement map loses its significance if it does not depict the present configuration of the plots The numbering of plots have been according to the technical rules.

QUESTION

ANSWER

(iv) The record-of-rights have been prepared in the forms prescribed in the rule 53(1) of the Tripura Land Revenue and Land Reforms Rules, 1961 wherein there is no provision for showing the old plot numbers of the jote references. There is, also no necessity either for recording the old plot numbers or the jote numbers in the present record of-rights which show neither the present position nor the configuration of the plots recorded in the record of-rights. On the other hand, the mention of such plot numbers in the present records will only create confusion and induce the land owners to take recourse to unnecessery litigation. After the Survey Settlement Operation is over and the maps and record of rights are made final according to the procedure and legal provisions, the old records become defunct and as such there remains no necessity of references to old jote numbers. The land holders will have a clear picture of their lands and a clear enunciation of their right and title therein from the copies of the maps and record-of-rights which have been finalised after settlement of all disputes through legal proceedings in course of different stages of the operation.

UNSTARRED QUESTION NO, 256

By **Shri Sunil Chandra Dutta**

QUESTION

(১) ইহা কি সত্য যে কোনও কোনও মৌজার সকল খতিয়ানের তসদিক কার্য্য সম্পন্ন

QUESTION	ANSWER.
না হওয়া সত্বেও মৌজার স্বত্বলিপির খসড়া প্রকাশিত হইয়াছে এবং মৌজার স্বত্বলিপি চুড়ান্তভাবে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে সকল খতিয়ানের উপর আপত্তি আহ্বান না করিয়া স্বত্বলিপি চুড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে ;	(১) না, চা বাগান সম্পর্কীয় মৌজা ব্যতিরেকে ;
(২) যদি তাহাই হইয়া থাকে তাহা হইলে ঐরূপভাবে প্রকাশিত মৌজাগুলির মহকুমাওয়ারী নাম ;	(২) সংলগ্ন তালিকা অনুযায়ী ;
(৩) ত্রিপুরা ভূমি সংস্কার আইনে এইরূপ আংশিকভাবে কোনও মৌজার স্বত্বলিপির খসড়া ও চুড়ান্ত প্রকাশনের বিধান আছে কি ? থাকিলে কোন্ ধারার অনুবলে ?	(৩) তজ্জনিত কার্য্য সম্পন্ন হওয়ার পর ত্রিপুরার ভূমি সংস্কার ও ভূমি রাজস্ব আইনের ৪৩ (২) ধারা অনুযায়ী আপত্তি মীমাংসা হইলে স্বত্বলিপি চুড়ান্তভাবে প্রকাশিত হয়। আইনে এমন বিধান নাই যে কোন মৌজার স্বত্বলিপি একসঙ্গে চুড়ান্তভাবে প্রকাশিত হয়।

STATEMENT OF MOUZAS CONNECTED WITH TEA GARDENS IN TRIPURA.

Name of Sub-Division 1	Name of Tea Garden 2	Name of connected mouza 3
Sadar		
	1. Harishnagar T. E.	1. Purba Gakulnagar 2. Nehal Chandranagar 3. Bishalgarh
	2. Mohanpur T. E.	4. Mohanpur
	3. Kalachhara T. E.	5. Mohanpur 6. Kalachhara
	4. Adarini T. E.	7. Debendra-chandranagar
	5. International Tea Trading Co.	8 Narshingghar 9. Gandhigram
	6. Krishnapur T. E.	10. Paschim Simna 11. Purba Simna
	7. Brammakunda T. E.	12. Paschim Simna
	8. Meghliban T. E.	13. Meghliban
	9. Meghlipara T. E.	14. Naogaon 15. Majlishpur 16. Meghlipara
	10. Tripura Hill Development Co., Ltd.	17. Badharghat 18. Pratapgarh
	11. Mantala T. E.	19. Mantala
	12. Simnachhara T. E.	20. Paschim Simna 21. Purba Simna

1	2	3
	13. Gopalnagar T. E.	22. Taranagar 23. Kalkalia
	14. Tripura Tea Corporation	24. Laxmilonga
	15. Rajlaxmi T. E.	25 Dalhmaghat
	16. New Durgabari T.E.	26. Narshinggarh 27. Laxmilonga 28. Gandhigram
	17. Kalkalia South T.E.	29. Kalkalia
	18. Kalkalia North T. E.	30. Kalkalia
	19. Ishanpur T. E.	31. Baluban 32. Meghliban 33. Ishanpur
	20. Nripendranagar T.E	34. Bodhjangnagar
	21. Tufanialonga T. E.	35. Laxmilonga
	22. Jadabnagar T. E.	36. Taranagar
	23. Central Tippera Tea Co., Ltd.	37. Laxmilonga 38. Kalkalia
	24. Malabari T. E.	39. Bikramnagar
	25. Pearless T. E.	40. Fatikchhara 41. Taranagar 42. Kalkalia
Khowai	26. Khowai T. E.	43. Dhalabil
	27. Kalyanpur T. E.	44. Dwarikapur

1	2	3
Kamalpur	28. Mahabir T. E.	45. Mahabir
	29. Ramdhurlavpur T.E.	46. Mayachhari
		47. Harekhula
		48. Jagnnathpur
		49. Debichhera
	30. Jamthum T. E.	50. Jamthumbari
	31. Darang Tilla T. E.	51. Darang Tilla
		52. Kuchainala
		53. Chulubari
	32. Barasuram T. E.	54. Barasuram
	33. Garad Tilla T. E.	55. Hererkhola
Kailashahar	34. Gulakpur T. E.	56. Gulakpur
		57. Haliachhera
	35 Silkote T. E.	58. Hirachhara
		59. Irani
		60. Dalaikandi
		61. Srinathpur
	36. Dilkhosh T. E.	62. Monovelly
		63 Murtichhara
		64. Samnurpar
	37. Sarojini T. E.	65. Halichhera
		66. Rangrung
	38. Kalishashan T, E.	67. Rangrung
		68. Chandipur
	39. Rangrung T. E.	69. Rangrung
		70. Chandipur

1	2	3
	40. Nottingchhera T. E.	71. Nottingchhara
	41. Tripura Tea Co. (Sonamukhi T. E.)	72. Sonamukhi 73. Kaulikaura 74. Damchhara
	42. Devasthal T. E.	75. Devasthal
	43. Halichhara T. E.	76. Halaichhara 77. Jarultali
	44. Anila T. E.	78. Chandipur
	45. Manuvelly T. E.	79. Chandipur 80. Manuvelly 81. Rangrung
	46. East Bengal Hindu-Muslim Tea Co.	82. Jagannathpur
	47. Sova T. E.	83. Chanthali
Dharmanagar	48. Sikrampur T. E.	84. Ganganagar 85. Bagbasa
	49. Ranibari T. E.	86. Ranibari 87. Satsangam 88. Pearachhera 89. Kadamtala 90. Choraibari 91. Dharmanagar
	50. Mahespur T. E.	92. Mahespur 93. Bishnupur 94. Sarashpur 95. Ichhailalchhera 96. Sarala 97. Churaibari

1	2	3
Dharmanagar	51. Sarala Brajendra-nagar T. E.	98. Sarala 99. Brajendranagar
	52. Halflong T. E.	100. Paschim Halflong 101. Purba Halflong 102. Dewanpasa 103. Dharmanagar
	53. Pearachhera T E	104. Pearachhora
Sabroom	54. Ludhua T E	105. Paschim Ludhua 106. Purba Ludhua 107. Dakshin Bijoynagar 108. Pashim Sabroom
	55. Lilaghar T E	109. Bejoynagar 110. Brajendranagar

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT : 1963.

The 26th June, 1967.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A, M, .on Monday, the 26th June, 1967,

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker in the Chair, Dy. Speaker. Three Ministers, Dy. Minister and twenty three Members.

QUESTIONS

Mr. Speaker :—To-day in the list of business are the following questions, to be answered by the Ministers concerned, Short Notice Question asked by Shri Abhiram Deb Barma, M, L, A,

Shri Abhiram Deb Barma :—Question No, 310

Shri Tarit Mohan Das Gupta :—Hon'ble Speaker, Sir, Short Notice Question No. 310

প্রশ্ন	উত্তর
১] গত ১১ই জুন ধর্মনগর টাউনে একটি দেওয়াল ধ্বসিয়া পড়িয়া কতজন নিহত ও আহত হইয়াছেন এবং তাহাদের নাম কি ?	তিনজন স্ত্রীলোক নিহত ও স্ত্রীপুরুষ মিলাইয়া দশজন আহত হইয়াছে।

নিহতদের নাম—

১] শ্রীমতী শ্যামরিকা ঘোষ,

২] শ্রীমতী সুভাষিনি দে,

৩] শ্রীমতী গীতা বিশ্বাস।

আহতদের নাম—অমর বালা বিশ্বাস, দীপু বিশ্বাস, কিরণ দাশ, বরদা বালা ঘোষ, পরেশ গোয়ালা, সত্যেন্দ্র শীল, কুসুম বালা ভৌমিক, শ্রীব ঘোষ. খেলা ভৌমিক, শচীন্দ্র ঘোষ।

২] সরকার দেওয়ালের মালিকের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন ?	ধর্মনগর থানাতে কেস্ নাম্বার ২৬ রেজিষ্টারী করা হয়েছে এবং বিস্তারিত তদন্ত করা হইতেছে এবং ফৌজদারী কার্য বিধির ১১৫ নাম্বার ধারায় ধর্মনগর থানায় তদন্ত আরম্ভ হইয়াছে।

Mr Speaker :—Shri Aghore Deb Barma, M, L, A,
Shri Aghore Deb Barma :—Question No, 338
Shri Tarit Mohan Das Gupta :—Question No. 338 Sir.

Question,	Answer,
1] whether any contractor has been appointed for supply of salt for buffer stock of the Government,	Yes,
2] if so, rates of supply of salt per maund ?	For supply of each bag of 75 K. g. salt for different godowns, rate permaund works out as follows— Dharmanagar —Rs, 7·12.p permaund, Teliamura —Rs 8.5o. p „ Central Stores. Agartala, —Rs, 8;37p, „

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, কণ্ট্রাক্টারের নাম কি?
শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—শ্রীঅরবিন্দ চন্দ, হরিগঙ্গা বসাক রোড।
শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, বর্ত্তমানে লবণ, ডালডা এবং ডালের বাজার দর কত মণ প্রতি ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত ঃ—আমি তার জন্য নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—উনি যে কণ্ট্রাক্টারের নাম বললেন, এখানে ছাড়া আরও কণ্ট্রাক্টার আছে কি না ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—এর কোটেশান যারা দিয়েছে, তাদের মধ্যে সে লোয়েষ্ট হয়েছে, সেইজন্য তারটা গ্রহণ করা হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—যে লোয়েষ্ট টেণ্ডার দিয়েছে, তার নাম বলতে পারেন কি ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—এটাই লোয়েষ্ট হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি কবে এই টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছিল ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—তারিখের জন্য আমি নোটিশ চাই ? তবে লোয়েষ্ট টেণ্ডার এক্সেপটেড হয়েছে গত মে মাসে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—যাকে দেওয়া হয়েছে, তাকে সমগ্র ত্রিপুরার এ্যাসেনশ্যাল কমডিটিজ কেনার জন্য দেওয়া হয়েছে কি না ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—আমি তার জন্য আলাদা নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই বাজারহাট করার জন্য সরকারীগত ভাবে কত টাকা ধরা আছে?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—আমি এর জন্য আলাদা নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই যে কনট্রাক্টার, নিজে এই সমস্ত জিনিষ কিনছেন গভর্ণমেন্ট থেকে তাকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হচ্ছে।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—কনট্রাক্টের যে নিয়ম থাকে, সেই নিয়ম অনুযায়ী জিনিষগুলি এসে গোডাউনে পৌঁছলে পরে তাকে চুক্তিপত্র অনুযায়ী টাইম টু টাইম টাকা দেওয়া হবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, কনট্রাক্টার এ্যাসেনশ্যাল কমোডিটীজগুলি কোথা থেকে কি কিনবেন?

শ্রীতড়িৎ মোহম দাশগুপ্ত—বিভিন্ন বাজার থেকে কনট্রাক্টররা যেটা ভাল মনে করবেন, সেখান থেকে কিনবেন। সেই খবর আমার কাছে নেই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, মহারাজা কীরিট বিক্রম নাকি এখানে ফাইন্যান্স করছেন?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—এই তথ্য আমার কাছে নেই।

মিঃ স্পীকার—শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা, এম. এল. এ,

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৩৪

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৩৪, স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ত্রিপুরা সরকারী কর্ম্মচারীদের মাগ্‌গীভাতা বৃদ্ধি করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের কর্ম্মচারীদের সমান করার কথা সরকার বিবেচনা করিতেছেন কি,	না।
২) সরকার কি অবগত আছেন যে গজেন্দ্র গদকর কমিটি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কর্ম্মচারীদের সমান হারে মাগ্‌গী ভাতা দিবার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন,	হঁ্যা।
৩) যদি অবগত থাকেন তবে ত্রিপুরার ক্ষেত্রে এই নীতি অনুসরণ করা হইবে কি?	যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই সুপারিশ গ্রহণ পূর্ব্বক মাগ্‌গী ভাতার হার গ্রহণ করেন তাহলে ত্রিপুরার কর্ম্মচারীদের ক্ষেত্রে তদরূপ হার প্রযোজ্য হবে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই পজের গদকর কমিটির সুপারিশ কত তারিখে প্রকাশ করা হয়েছিল ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—তারিখ আমার মনে নেই।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—ত্রিপুরাতে এই সুপারিশ কার্যকরী করা হবে কি না ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—আগেই আমি বলেছি যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যতখানি মানবেন, ততখানি আমরা ত্রিপুরার ক্ষেত্রে গ্রহণ করব। সেকেণ্ড পে কমিশন' এর সুপারিশ অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে যে বেতনের হার হবে, তাই ত্রিপুরাতে প্রযোজ্য করার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে এই ব্যাপারে কোন যোগাযোগ করা হয়েছে কি না ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—সেই প্রশ্ন উঠে না, কারণ পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি গ্রহণ করেন তাহলে তারা সেটা প্রকাশ করবেন এবং তখন আনুষংগিক যে ব্যবস্থা নেওয়া, ত্রিপুরা সরকার সেটা বিবেচনা করবেন।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার কর্ম্মচারীদের মাগ্‌গী ভাতা সমান করার জন্য সুপারিশ করেছেন কেন্দ্রের কাছে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—সেটা পশ্চিম বাঙ্গলা সরকারের বিবেচ্য বিষয় এই প্রশ্ন থেকে এটা উঠে না।

Shri Aghore Deb Barma—Question No. 137.

Shri T. M. Dasgupta—Hon'ble Speaker, Sir, Question No. 137.

Question	Answer
a) Whether any step has been taken to start a primary stage school at Kunjaban Township, Agartala ;	a) Yes.
b) if so, what are the steps taken so far ;	b) The State P. W. D. was requested to make arrangement for a building in Kunjaban Township area for starting a primary stage school. A newly constructed twin type III quarters was accordingly alloted and the school has started functioning there from May '67.

c) If not, the reasons there of ? c) Does not arise,

Mr.Speaker :—Shri Bidya Chandra Deb Varma,

Shri Bidya Ch. Deb Barma :—Question No. 239,

Shri Tarit Mohan Dasgupta—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 239.

QUESTION

১) বেকার স্বর্ণ ও রৌপ্য শিল্পীদের ঋণ দানের উদ্দেশ্যে সরকার যে ঋণ বোর্ড গঠন করিয়াছেন তাহাতে কি ত্রিপুরা স্বর্ণ ও রৌপ্য শিল্পী সমিতির কোন প্রতিনিধি গ্রহণ করা হইয়াছে,

২) যদি গ্রহণ করা না হইয়া থাকে তবে তাহার কারণ কি ;

৩) ঐ বোর্ডে প্রতিনিধি গ্রহণ করার সময় সরকার কোন্ কোন্ বিষয় বিবেচনা করিয়া প্রতিনিধি গ্রহণ করিয়াছেন ;

৪) ঐ বোর্ডে বিরোধীদলের কোন সদস্যকে গ্রহণ না করার কারণ কি ?

ANSWER

১] না।

২] নিখিল ত্রিপুরা স্বর্ণ ও রৌপ্য শিল্পী সমিতি হইতে একজন প্রতিনিধি নেওয়া হইয়াছে।

৩] দক্ষতা, স্থানীয় সমস্যাদি বিষয়ে ওয়াকিবহাল এবং কার্য্যকরী করার পথে যে সমস্ত জটিলতা বিদ্যমান তৎসম্পর্কে সচেতন ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় বিবেচনা করিয়া।

৪] দলগত প্রশ্ন জড়িত নাই—৩নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে ত্রিপুরার স্বর্ণ ও শিল্প সমিতি অখিল ভারতীয় স্বর্ণ ও রৌপ্য সমিতির একটি শাখা এবং ভারত সরকার কর্ত্তৃক এ শাখা স্বীকৃত আছে কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— এই তথ্য আমার জানা নেই।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা :— ত্রিপুরা সরকার কর্ত্তৃক এই সমিতিটা স্বীকৃত আছে কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— স্বীকৃতির অস্বীকৃতির প্রশ্ন আসে না, যাকে আমরা মনে করেছি রিপ্রেজেন্ট করতে পারে সেইভাবে অখিল ত্রিপুরা স্বর্ণ সমিতির পক্ষ হতে নেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— যাকে স্বর্ণ রৌপ্য সমিতির বোর্ডে নেওয়া হয়েছে তিনি বেকার স্বর্ণশিল্পী কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— এই সমিতির যিনি কনভেনার তাকে নেওয়া হয়েছে। তিনি স্বর্ণ ও রৌপ্য সমিতির বেকার সদস্য কিনা এই তথ্য আমার জানা নেই। সেটা জানাতে হলে আমি নোটিশ চাই।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি অবগত আছেন যে যাকে এই

সমিতিতে নেওয়া হয়েছে তিনি হাজার হাজার টাকার সম্পত্তির মালিক এবং সরকার এই ব্যাপারে তদন্ত করে দেখবেন কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— এই তথ্য আমার জানা নেই। যদি সেই-রকম কোন স্পেসিফিক অভিযোগ আসে তাহলে আমরা সেটা অনুসন্ধান করে দেখব।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যাকে নেওয়া হয়েছে তিনি স্বর্ণ শিল্পী কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— তিনি স্বর্ণকার বটে। তবে তার কতটুকু অবস্থা সেটা আমার জানা নাই। তার জন্য আমি নোটিশ চাই।

Mr. Speaker—Shri Monoranjan Nath.

Shri Monoranjan Nath—Starred question No. 252

Shri T. M. Dasgupta— Hon'ble Speaker, Sir, Starred question No. 252.

QUESTION

ক) ত্রিপুরা সরকারের অধিনে কোন বিভাগে কতগুলি Pension case pending আছে ;

খ] এক বৎসরের উর্দ্ধে কতগুলি Pension case pending আছে ? থাকিলে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত Pending থাকার কারণ কি ? Pending case এর মধ্যে রাষ্ট্রপতি পদক প্রাপ্ত কেহ আছেন কি ?

ANSWER

a) Total number of cases—117

1]	District Administration	— 23
2]	Education Department	— 24
3]	Director of Health Services	—18
4]	Forest Department	—6
5]	I. G. of Police	—13
6]	Appointment Department	— 6
7]	Settlement Department	— 4
8]	District Judge's Court	—3
9]	Collector of Excise	— 2
10]	Addl. D. M. [Food]	— 3
11]	S. A. Department	—3
12]	Stationery Department	—2
13]	I. G. of Prisons	—1
14]	Statistical Department	—1
15]	P. W. Department	—8
		117

b) 47 Cases are pending for more than one year :—

1]	District Administration	—9
2]	Education Department	—15
3]	Forest Department	—1
4]	I. .G of Police	—4
5]	Appointment Department	—5
6]	Settlement Department	—3
7]	District Judge	—1
8]	Stationery Department	—1
9]	I. G. of Prisons	—1
10]	P. W. Department	—7
		47

The reasons of the cases being pending are as follows :—

i] In some cases service partculars of the preintegration period were not properly maintained so as to satisfy audit for certifying admissibility of pension expeditiously.

ii] In some cases the pensioners are not supplying promptly necessary information to initiate P. P. timely.

iii] In some cases reference has been made to Govt. of India by A. G. Assam for decision regarding fixation of pay but Govt. of Indian's decisions have not come promptly.

iv] In some cases of family pension after death of the employees concerned. the legal heirs are not furnishing necessary information inspite of repeated requests.

There is one case of a Pensioner under Education Department who received National Award.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি রাষ্ট্রপতি পদক প্রাপ্ত পেনসনারের কি নাম ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত — তার জন্য আমি নোটিশ চাই।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ১১৭ জনের কতজন জীবিত আছে আর কতজন মারা গিয়েছেন ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত — এর জন্য আমি নোটিশ চাই।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি রাষ্ট্রপতি পদক প্রাপ্ত

ভদ্রলোকটির এতদিন পর্যন্ত পেনসন না পাওয়ার কারণটা কি ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত — এতগুলি কেসের মধ্যে প্রতিটির ডিটেলস্ আমার কাছে নেই। তার জন্যে সেপারেট প্রশ্ন করলে সেপারেট উত্তর দিতে পারি।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রাষ্ট্রপতি পদক প্রাপ্ত একটি লোকই আছে এবং সেই নামটির উল্লেখ আছে তাঁরই যদি পেনসন পেতে দেরী হয় তাহলে অন্যান্য লোকদের অবস্থাটা কি হবে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত — রাষ্ট্রপতি পদক যিনি পেয়েছেন তাঁর নামটি আমার কাছে আছে, আমি ভুল বলেছিলাম। তিনি হলেন শিতিকণ্ঠ সেন। ১-৩-৬২ তে তাঁর বয়স হয়েছে ৫৯ বৎসর। The pensioner, Shri Sitikantha Sen Gupta, Head Master who received National Award attained the age of superannuation (i. e. 58 years) on *1-3-1962*. There after he was granted extension from year to year upto the end of February, 1965- From 1st March, 1965 to 28th February, 1966, he was granted further one year's extension which was refused by Govt. of India This period was ordered to be regularised by treating him re-employed officer. Fixation of pay during this re-employment period has not yet been decided by A. G. and, therefore, the admissibility of pension is delayed.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি প্রাক্তন জিতেন্দ্র মোহন দেববর্মা দীর্ঘদিন যাবৎ পেন্সন না পেয়ে মারা গিয়েছেন কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—এই বিষয়ে আমি নোটিশ চাই।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি যে সমস্ত কেস এক বছরের উর্দ্ধে আছে সে সমস্ত কেসের সত্বর পেন্সন পাওয়ার ব্যবস্থা তারা করতে পারেন কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—পেন্সন সত্বর পাওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে বিভিন্ন বিভাগ থেকে। তাহলেও ইন্ক্রিজ অব পে ফ্রম টাইম টু টাইম হওয়ার জন্য ফাইন্যাল পে ফিক্সেশন করতে দেরী হয়। তবুও আজকাল আড হক পেন্সন দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে পেণ্ডিং ফাইন্যালাইজেশন অব অল দি রেকর্ডস্। তাহলেও নর্ম্যাল পেন্সন যাতে পায় তার জন্য সম্ভাব্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে যার জন্য এ. জি. এর একটা সেকশানও আগরতলাতে আনা হয়েছে যাতে আন-নেসেসারী করেসপনডেন্সটা অ্যাভয়েড করা যায়।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—জিতেন্দ্র মোহন দেববর্মাকে পেন্সন না দেওয়ার কি কারণ থাকতে পারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করবেন কি ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—আমি এইজন্য নোটিশ চেয়েছি।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কোন খোঁজ খবর নিয়ে দেখবেন কি?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—তাঁর যারা ক্লেমেন্ট আছেন তারা যদি দরখাস্ত করেন কি তার প্রকৃত অবস্থা তাহলে অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে দেখা হবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে বহু পিটিশন করা আছে। এই সম্পর্কে তিনি কোন খোঁজ খবর নিতে রাজী আছেন কিনা এটাই আমার জিজ্ঞাস্য।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন তো তিনি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবেন।

মিঃ স্পীকার—শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত—২৫৯।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় প্রশ্ন নং ২৫৯।

প্রশ্ন	উত্তর
১] হালাহালি বাজারের চলতি বৎসরের বিভিন্ন মহালের ইজারা ডাক কত;	তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।
২] এই বাজারের চান্দিয়ানা মহালের ভূমির পরিমাণ কত?	

মিঃ স্পীকার—শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার, এম, এল, এ.

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—কোয়েশচান নাম্বার ২৭০।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—কোয়েশচান নাম্বার ২৭০।

প্রশ্ন	উত্তর
ক] ১৯৬১ইং সনের ১লা জানুয়ারী হইতে ৪ঠা জুন পর্যন্ত সদর মহকুমায় কোন ব্যক্তি নিখোঁজ, ডাকাতি ও খুন হইয়াছে কি না;	তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।
খ] যদি হইয়া থাকে, ইহার সংখ্যা কত;	
ঘ] ঐ প্রকার কার্য্যে জড়িত ব্যাক্তিদের মধ্যে কতজনকে সরকার সনাক্ত করিতে সক্ষম হইয়াছেন;	
ঘ] এইরূপ ডাকাতি ও খুন হওয়ার কারণ সম্পর্কে সরকার কি ধারণা করেন?	

মিঃ স্পীকার—শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত এম, এল, এ,

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—কোয়েশচান নাম্বার ২৯০।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯০, স্যার।

QUESTION

a] Who is functioning as Director of Health Services, Government of Tripura since the departure of Dr. A. C. Bhattacharjee on earned leave ;

b] Is the officiating D. H. S. exercising all the powers delegated and discharging all the duties entrusted to D. H. S. as a Head of the Department and controlling officer ?

ANSWER

a] Shri H. S. Dubey, Chief Secretary to the Govt. of Tripura is functioning as Director of Health Services, Tripura.

b] Yes.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত— মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, আমাদের মাননীয় চীফ-সেক্রেটারী কতদিন পর্য্যন্ত এই ফাংশান করবেন ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—যতক্ষণ পর্য্যন্ত আরেকজন লোক নেওয়া না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁকে চালিয়ে যেতে হবে, নির্দিষ্ট করে তারিখ বলা সম্ভব নয়।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত—ইহা কি সত্য যে পলিসি ম্যাটারস, এ্যাপয়েন্টমেন্ট, ট্রান্সফার, এই সমস্ত সম্পর্কে বর্তমানে কোন ডিসিশান নেওয়া হচ্ছে না একসেপ্ট ডে টু ডে রুটিন ওয়ার্ক ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত— চীফ সেক্রেটারী হিসাবে তিনি একটু ব্যস্ত, তবে সাধ্যমত সমস্ত কাজগুলিই দেখার তিনি চেষ্টা করছেন।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—মন্ত্রী মহোদয়, ইহা কি সত্য, হেলথ ডিপার্টমেন্ট একটা ইমপর্টেন্ট ডিপার্টমেন্ট, তাকে নেগলেক্ট করা চলে না ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—নিশ্চয়ই।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত—মন্ত্রী মহোদয়, যদি ইহা সত্য হয়, তা হলে এইসব ইম্পর্টেন্ট ডিসিশান—যেমন ট্র্যান্সফার এপয়েন্টমেন্ট অথবা পলিসি ম্যাটারস, সেইগুলিকে ফেলে রাখা কি ভাল হবে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত— As far as practicable—সেইগুলি করা হচ্ছে এবং লোকের জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে উপযুক্ত লোক সেখানে বসানো যায়।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত—উপযুক্ত লোকের জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে কি ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত —ইয়েস।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—কি পর্য্যন্ত প্রগ্রেস হয়েছে সেই সম্বন্ধে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— চেষ্টা করা হচ্ছে, এখন পর্যন্ত নির্দিষ্ট কোন কিছু হয়নি। কে এই পোষ্টে আসবে না আসবে অস্থায়ীভাবে সেটা নির্দ্ধারণ করা হয়নি তায়।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত— দরখাস্ত কি পাওয়া গেছে, কিংবা দরখাস্ত ইনভাইট করা হয়েছে কি না বলবেন কি ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত— সেনট্রাল হেল্‌থ ক্যাডারের পোষ্ট এটা, এই পোষ্টে কোন লোক নিতে হলে গর্ণভমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার ডিসিশান দরকার। গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়ার সংগে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ করা হচ্ছে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত — সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি কবে আকর্ষণ করা হয়েছে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—লিখিত ভাবে করা হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। তবে আগে করা হয়েছে এবং এইবার যে চীফ মিনিষ্টার দিল্লী গেছেন তিনিও আলোচনা করবেন।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি তা হলে বলতে চান, মৌখিক আলোচনা হয়েছে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—আমি আগেই উত্তর দিয়েছি যে লেখালেখি হচ্ছে তারিখ আমার জানা নেই।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী—মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যে সমস্ত ডাক্তার আছে—যেমন ডাক্তার নন্দী, ডাক্তার দত্ত, তাদের ডিরেক্টার হওয়ার রিকুইজিট কোয়ালিফিকেশান আছে কি না ?

শ্রীতড়িৎ মোহনদাশগুপ্ত—আমি নোটিশ চাই।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত —মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, আমাদের এখানে যারা ডাক্তার আছেন, ডিরেক্টার অব হেল্‌থ হওয়ার জন্য যে ডি, পি, এইচ হওয়া দরকার, সেই রকম কোয়ালিফিকেশানের কোন ডাক্তার আছে কি না ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—ডি, পি এইচ অনেক আছে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত—তাদের মধ্য থেকে কাউকে নেওয়ার চিন্তা করা হচ্ছে কি না ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—আমি আগেই বলেছি, গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়ার কনকারেন্‌স ছাড়া এই পোষ্টে লোক নেওয়া যায় না।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত—ডিরেক্টার অব হেল্‌থ সার্ভিসেস, সেক্রেটারী হিসাবে কাজ করেন কি না ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—সেক্রেটারী হিসাবেও কাজ করেন।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—মন্ত্রী মহোদয় অনুভব করেন কি না, হেল্থ সেক্রেটারী ও ডিরেক্টার অব হেল্থ সার্ভিসেস, এই দুইটি পোষ্ট অনির্দিষ্ট কালের জন্য ভ্যাকেন্ট রাখা ঠিক নয় ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—তাতো নিশ্চয়ই, সেইজন্য আমরা চেষ্টা করছি। এইবার যে চীফ মিনিষ্টার দিল্লী গিয়েছেন এটা যাতে এক্সপিডাইট হয়, সেই বিষয়ে উনি দেখবেন বলে এখানে আলোচনা করে গেছেন।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—কতদিনের মধ্যে আমরা আশা করতে পারি ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত তারিখ বলা সম্ভবপর নয়।

মিঃ স্পীকার—ক্ষীতিশ চন্দ্র দাস এম, এল, এ,

শ্রীক্ষীতিশ চন্দ্র দাস— কোয়েশচান নাম্বার ৩১৭

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—কোয়েশচান নাম্বার ৩১৭ ।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) কমলপুরের বিপরীত দিকে পাকিস্তান সরকার কুমারঘাট হইতে গোলের হাওর পর্যন্ত খুব প্রশস্ত, মজবুত ও অপেক্ষাকৃত উচ্চ এক বিরাট বাঁধ দিয়াছে, এ বিষয়ে সরকার অবহিত আছেন কি ;	ম্যাটেরিয়্যালস
খ) যদি অবগত থাকেন তবে কমলপুর শহর ও পার্শ্ববর্তী প্লাবিত অঞ্চলের নিরাপত্তার ব্যবস্থা হিসাবে কি করেছেন জানাবেন কি ?	আর আণ্ডার কালেক্শান ।
গ) যে হেতু পাকিস্তানের দিকে উচু বাঁধ আছে সেই হেতু জল বাধা প্রাপ্ত হইয়া সহজে ও অল্প বৃষ্টিতেই প্লাবিত হওয়ার আশংকা—সরকার প্লাবিত অঞ্চলের নিরাপত্তার আপাততঃ বিকল্প হিসাবে নৌকার প্রয়োজন উপলব্ধি করেন কি ?	

মিঃ স্পীকার—শ্রীঅঘোর দেববর্মা, এম, এল এ.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—কোয়েশচান নাম্বার ১৪২ ।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—কোয়েশচান নাম্বার ১৪২ স্যার।

Question

a) Whether the Matches made in Agartala are facing strong competition from the matches imported from out side Tripura ;

b) if so, whether the Govenment desires to give any protection to the Agartala made matches, in order to save a small Industry

c) if not, the reasons thereof?

Answer

a) Yes
b) The Government has so far given the firm the following benefits ;—
   1. Factory sheds at the Industrial Estate, Arundhutinagar at subsidised economic rent.
   2. A sum of Rs. 50,000'00 has been given as loan under State Aid to Industries Rules, and a further loan of Rs. 25,000'00 in favour of the unit is under consideration of the Government.
   3. They have been allowed to extract timber on permit basis thus eliminating competition in auction. Government is also helping them in procurement of scarce chemicals.
c) No direct action possible for legal implications.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, অরুন্ধতিনগর ইনডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেটে যে ম্যাচ ফ্যাক্টরী আছে, সেখানকার প্রডাকশান ক্যাপাসিটি কি রকম?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—বর্ত্তমানে ১২০০ শত গ্রস মান্থলি প্রডাকটস।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন সেখানে কতজন এমপ্লয়ী কাজ করছেন?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—৮৭ জন এমপ্লয়ী বর্ত্তমানে কাজ করছেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যে সমস্ত ম্যাচ বাইরে থেকে ত্রিপুরায় ইমপোর্ট করা হয় তার দাম এবং অরুন্ধতি নগর ম্যাচ ফ্যাক্টরীতে যে তৈরী হচ্ছে তার দামের পার্থক্য কত?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—পার্থক্য কত, সেই তথ্য আমার কাছে নেই, এই জন্য আমি নোটিশ চাই।

[illegible] স্পীকার — শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা এম. এল. এ,

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা—কোয়েশচান নাম্বার ২৪২

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—কোয়েশচান নাম্বার ২৪২

প্রশ্ন	উত্তর
১) সিমেণ্ট ও ষ্টীল কনট্রোল উঠিয়া—যাওয়ার পর উহা কোন কোন ব্যক্তি বা দোকান মাধ্যমে বিলি বণ্টন হইতেছে,	সিমেণ্ট এবং ষ্টীল কনট্রোল উঠিয়া যাওয়ার পর সরকার হইতে উহাদের বিক্রয় এবং বিক্রি বণ্টন নিয়ন্ত্রণ করা হয় না।

সিমেন্ট

	কনট্রোল থাকা কালীন দর	কন্ট্রোল উঠিয়া যাওয়ার পর বর্ত্তমান দর
২) কন্ট্রোল যখন ছিল তখনকার কন্ট্রোল দরের তুলনায় উহার দর বর্ত্তমানে কত;	১১' ৯৫ পয়সা প্রতি বস্তা।	আগরতলায় ১৩' ১২ পয়সা প্রতি বস্তা উদয়পুরে ১৩ ৫৫ পয়সা প্রতি বস্তা বিলোনীয়ায় ১৪' ৬২ পয়সা প্রতি বস্তা। কৈলাসহরে ১১' ৩০ পঃ প্রতি বস্তা।

কন্ট্রোল থাকা কালীন দর	কন্টোল উঠিয়া যাওয়ার পর বর্ত্তমান দর
বি, সি, আই সিট ১২৯'৩৫ পয়সা ১২৮'৪৮ পঃ ১২৭'৬২ পঃ ১৩২'০০ টাকা জি, সি, আই সিট ১৫৪'৩৯ পয়সা ১৩৭'৮০ পয়সা	বি, সি, আই সিট ১৩৭'০০টাকা হইতে ১৪০ টাকা প্রতি বাণ্ডিল। জি, সি, আই সিট বাজারে পাওয়া যাই না।

৩) দর যদি বাড়িয়া থাকে তাহার কারণ কি?	সিমেন্ট কারখানা হইতে দর বৃদ্ধি হওয়ায় এবং রেল ও রাস্তার পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। বি, সি, আই সিটে [illegible] সরবরাহের তুলনায় চাহিদার অনুপাতে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন সিমেন্টের ও ষ্টিলের বাধা দরের উপর যাতে বিক্রী করা না হয়, তার জন্য সরকারের কোন ব্যবস্থা আছে কি?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— এর উপর কোন কন্ট্রোল নেই, তবে যখন এই ধরণের

অভিযোগ পাওয়া যায় তখন সরকার থেকে সে জিনিসগুলি দেখা হয়। যেহেতু এর বাজার কণ্ট্রোল নেই, তারজন্য কোন দাম বেধে দেওয়া হয় নাই। তাদেও কোম্পানি থেকে যে একটা বোর্ড করা হয়েছে, সেখান থেকে তারা সারা জায়গায় এজেন্ট নিযুক্ত করে যাতে নির্দিষ্ট দরে বিক্রী করা হয়, তার ব্যবস্থা করেছেন। টাইম টু টাইম তাদের লোক আসে, ওদের কাগজ পত্র যে সমস্ত ডীলারদের আছে, সেগুলি তারা অনুসন্ধান করে দেখে যায়।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা:— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, কিছুদিন আগে জি, সি, আই সিট প্রতি বাণ্ডিল ২০০ শত টাকায় বিক্রী করা হয়েছে কি না?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত:— আমি আগেই বলেছি যে যেহেতু কণ্ট্রোল নেই সেইজন্য যে কেউ জি, সি, আই, সীট ইত্যাদি বাজারে এনে বিক্রী করতে পারেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি এই কথা বলতে চান যেহেতু কণ্ট্রোল নাই অতএব ব্যবসায়ীরা ১০০ টাকায় এনে ৩০০ টাকায় এখানে বিক্রি করবে?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—যেখানে অপেন মার্কেট আছে সেখানে ঠিক তাকে কন্‌ট্রোল করার মত কোন আইন এই ক্ষেত্রে নাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি এই কথা বলতে চান যে সরকারের সি, আই, শিকটর কোন নির্দিষ্ট মূল্য থাকবে না?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—এটা ডিকন্‌ট্রোল হয়ে গেছে। কাজেই তার যে অবস্থা হবে সেইভাবে থাকবে। তাহলেও সিমেন্টের বেলায় বললাম যে মোটামোটি নির্দিষ্ট হারে সিমেণ্ট বিক্রি হচ্ছে। তবে জি, সি, আই, সিট অনেক ক্ষেত্রে যারা ডিলার আছেন তারা হয়ত ডিলারের টিন না পেয়ে বাইরে থেকে কোন কোন ব্যবসায়ীরা কিছু কিছু টিন নিয়ে আসেন এবং তার হিসাবেই তারা হয়ত বিক্রি করে থাকতে পারেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি এই কথা বলতে চান যে ডিকনট্রোল হয়ে যাওয়ার পর যে অস্বাভাবিক দাম বেড়েছে এই সম্পর্কে সরকারের কোন দায়িত্ব নাই?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—এটা কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি। সেই নীতির ভিত্তিতেই অন্যান্য ষ্টেটেও কার্যাদি গ্রহণ করা হবে।

~~উক~~ শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে এই সম্পর্কে?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—সেটা কেন্দ্রীয় সরকার অবলোকন করছেন। তাঁরা অবস্থা দৃষ্টে ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন কি কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—এর জন্য আমি নোটিশ চাই।

শ্রীসুরেশ চৌধুরী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি বিভিন্ন সাবডিভিশনে টিনের ডিলার নিযুক্ত কারর কোন অসুবিধা আছে কিনা?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—এটাতো ডিকনট্রোল হয়ে গেছে। সুতরাং কোম্পানী দেখবে সেটা সম্ভব কিনা। তবে এই বিষয়ে বিস্তারিত কোন কিছু জানাতে হলে আমি নোটিশ চাই।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী—সরকার থেকে ডিলার নিযুক্ত করার দায়িত্ব নাই কি?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—আমি নোটিশ চাই।

মিঃ স্পীকার—শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত—২৬৬।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, প্রশ্ন নং ২৬৬।

প্রশ্ন

ক) জরীপ ও বন্দোবস্ত বিভাগ কর্তৃক জমির যে বিভিন্ন প্রকার শ্রেণী নির্ণয় করা হইয়াছে. সেইগুলির নাম কি কি?

২) ত্রিপুরা ভূমি সংস্কার ও ভূমি রাজস্ব আইনে ঐ সকল শ্রেণীর কোনও সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে কি না?

৩) যদি না থাকে তাহা হইলে ঐ সকল শ্রেণী বিভাগ স্বেচ্ছাচার মূলক কি না?

উত্তর

১। সঙ্গীয় তালিকা অনুযায়ী। (Appendix 'B')

২। না

৩। না

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত:— আমার দুই নম্বর প্রশ্নের উত্তর 'না' হলে ৩ নং প্রশ্নের উত্তর হাঁ হবে কি না?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত:— আমি তো উত্তর যা দেওয়ার তা দিয়েছি।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত:— ত্রিপুরা ল্যাণ্ড রিফর্ম অ্যাক্টের সংজ্ঞা না থাকায় এই আইনটা অসম্পূর্ণ নয় কি?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত:—এইগুলি কাজের সুবিধার জন্য যে যেখানে করা উচিৎ এবং যে সমস্ত শব্দগুলি. যেমন — ছিগুক টিলা বলা হয়েছে. দিঘিক টাঙ্ক বলা হয়েছে, অর্থাৎ প্রচলিত যে সমস্ত নাম আছে সেইগুলি ব্যবহার করা হয়েছে।

শ্রীসুনীল দত্ত:—জরীপের সময় জমির শ্রেণী নির্ণয় কোন্ কর্মচারীরা করেন?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত:— এর জন্য আমি নোটিশ চাই।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— সাধারণতঃ আমিনেরাই জমির শ্রেণী নির্ণয় করেন এই কথা সত্য কি না?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—আমি বলেছি এর জন্য নোটিশ চাই।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত— একটা মৌজার টিলার উপর চারা এবং সমতলের উপর চারা এবং ভিটার একই হারে খাজানা ধার্য করা হয়েছে কিনা?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত— তার জন্য আমি নোটিশ চাই।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত— যদি এইসব ত্রুটি বিচ্যুতি ধরা পড়ে তবে অনুসন্ধান করা হবে কি না?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত— আইনের যদি ত্রুটি বিচ্যুতি থাকে তাহলে যারা পার্টি আছে, আইনের মধ্যেই বিধান আছে, আপীলের বিধান অনুযায়ী তারা আপীল করতে পারে এবং আমার মনে হয় ২।৩ জায়গায় তারা আপীল করতে পারেন।

মিঃ স্পীকার— শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার— প্রশ্ন নং ২৯৪।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্ন নং ২৯৪।

প্রশ্ন

ক) ত্রিপুরার নন রেজিষ্টার্ড মেডিকেল প্রেক্টিসনারস্‌দের রেজিষ্ট্রেশন দেওয়ার ব্যাপারে সরকার কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে কি না;

খ) যদি ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তবে কতদিনের মধ্যে তাহারা রেজিষ্ট্রেশন পাইতেছেন;

গ] রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে তাহাদিগকে কোন পরীক্ষা দিতে হইবে কিনা;

ঘ] যদি পরীক্ষা দিতে হয় তাহলে কোথায় এবং কি ধরণের পরীক্ষা দিতে হবে;

ঙ] যদি এরূপ কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত না হইয়াথাকে তবে এই নন রেজিষ্টার্ড মেডিকেল প্রেকটিশনারসদের রেজিষ্ট্রেশনের ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা সহসা করিবেন কি?

উত্তর

ক] না

খ] প্রশ্ন উঠেনা।

গ] জানা নেই।

ঘ] প্রশ্ন উঠেনা।

ঙ] বর্ত্তমানে এমন কোন পরিকল্পনা নাই।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার— নন্‌রেজিষ্টার্ড মেডিক্যাল প্র্যাকটিশনারস যারা তারা আর রেজিষ্ট্রেশন না পেলে চিকিৎসা করতে পারবেন না এই রকম কোন সার্কুলার সরকার থেকে দেওয়া হয়েছে কিনা?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—এর জন্য আমি পৃথক নোটিশ চাই।

মিঃ স্পীকার—শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার আপনার আর একটা প্রশ্ন আছে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—প্রশ্ন নং ২৯২;

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রশ্ন নং ২৯২।

প্রশ্ন

ক] ইহা কি সত্য যে Sr. Basic & Jr. High স্কুলের Craft Instructor গণ যাহারা ২য় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাঁহারা সংশোধিত হারে বেতন পাইতেছে না,

খ] যদি সত্য হয় তবে ইহার কারণ কি,

গ] বিগত ২০—১২—৬৬ইং ত্রিপুরা শিক্ষা অধিকার হইতে "ব্যুরো অব এডুকেশন্যাল অ্যাণ্ড ভোকেশন্যাল গাইডেন্স" নামে যে পুস্তকটি বাহির হইয়াছে উহাতে ১ম ও ২য় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ ক্র্যাফট ইনষ্ট্রাক্টরদের সংশোধিত বেতন হার কি একই রকম দেখান হইয়াছে?

উত্তর

ক] না

খ] প্রশ্ন উঠে না

গ] না, তবে 'শিক্ষকতা" নামে একটি পুস্তিকায় ভুল ক্রমে এইরূপ দেখান হইয়াছে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—তাহলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, ক্র্যাফট ইনষ্ট্রাক্টার যারা প্রথম শ্রেণীতে পাশ করেছেন তারা কি সংশোধিত হারে বেতন পাচ্ছেন?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— প্রথম শ্রেণীতে যারা পাশ করেছেন, তারা সংশোধিত হারে বেতন পাবেন।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—তাহলে শিক্ষা অধিকার কর্তৃক যে এডুকেশান্যাল গাইডেন্স প্রকাশ করা হয়েছে তাতে ২য় শ্রেণীর ক্রাফ্ট ইনষ্ট্রাক্টার যারা তাদেরকে প্রথম শ্রেণীর ক্রাফ্ট ইনষ্ট্রাক্টারদের অনুরূপ বেতনের মত দেখানো হয়েছে কেন?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—ভুল ক্রমে দেখানো হয়েছে, আমি আগেই বলেছি।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—ভুল ক্রমে যদি দেখানো হয়ে থাকে পুনরায় সেটা সংশোধন করা হয়েছে কি না?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—আজকে একবার যেটা ভুল হয়ে গেছে, সেটা তো সংশোধন করা যায় না, পরবর্তী সময়ে নিশ্চয়ই কোন ক্ষেত্রে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যদি জানান না হয়ে থাকে, তাহলে এ্যাসেম্বলীতে বলা হল এবং ভুলক্রমে দেখানো হয়েছে এবং এই ডিসক্রীপেন্সী যাতে না থাকে তার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—যারা কার্পেন্ট্রীতে ফার্ষ্ট ক্লাস পেয়েছেন তাদের সংশোধিত হারে বেতন দেওয়া হবে কি না?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—ক্রাফ্ট ইনষ্টিটিউট থেকে প্রথম শ্রেণীতে পাশ হলে পর তারা পাওয়ার উপযুক্ত।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—তাহলে এটা কি ধরে নিতে পারি যে কার্পেন্ট্রিতে যারা ফার্ষ্ট ক্লাশ পেয়েছেন, তারা সংশোধিত হারে বেতন পাবেন?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—ক্রাফট ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট থেকে যদি তাদের সিলেবাস অনুযায়ী হয় তাহলে তারা পাবেন।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—ক্রাফট ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট থেকে যারা কার্পেন্ট্রিতে প্রথম শ্রেণী পেয়েছেন, তারা সংশোধিত হারে বেতন পাবেন কি না?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—আমি আগেই বলেছি যে এই হচ্ছে যোগ্যতার মাপ কাঠি মেট্রিকুলেট এবং দুই বছরের ডিপ্লোমা কোর্সে যারা ক্র্যাফট ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটের সিলেবাস অনুসারে প্রথম শ্রেণীতে পাশ করবেন, তারা হায়ার স্কেল যেটা আছে সেটা পাবেন।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমার প্রশ্নটা খুবই স্পেসিফিক যে ক্রাফট ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট থেকে কার্পেন্ট্রিতে ফার্ষ্ট ক্লাশ যারা পেয়েছেন তারা সংশোধিত হারে বেতন পাবেন কি না?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—আমার কাছে যে তথ্য আছে সেটা আমি বলেছি, বিস্তারিত তথ্য জানতে হলে, তার জন্য আমি নোটিশ চাই।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত—আমি জানি যে ক্রাফট ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট থেকে কার্পেন্ট্রিতে ফার্ষ্ট ক্লাস পেয়েছেন, বহু টীচার আছেন, এখন পর্যন্ত সংশোধিত হারে বেতন পাচ্ছেন না, অতএব এই ডিসক্রিপেন্সী থাকার কারণ কি?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত—এই তথ্য বর্তমানে আমার জানা নাই। তিনি যে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, আমি সেটা অনুসন্ধান করে দেখব যদি তারা রিকগনাইজড সিলেবাস'এর অন্তর্ভুক্ত হন, তাহলে তারা পাওয়ার উপযুক্ত। তারা যদি না পেয়ে থাকেন, তাহলে আমি অনুসন্ধান করে সেটা দেখব।

Mr. Speaker :—There is one Unstarred question number 284 asked by Shri Promode Ranjan Das Gupta, M. L. *A*. The Minister may lay on the table of the House the reply of the Unstarred Question.

Shri Tarit Mohan Das Gupta :—Sir, I lay on the Table of the House the reply of the Uustarred Question No. 284.

(Reply to the unstarred question is shown in *A*ppendix '*A*')

Calling Attention

Mr. Speaker :—I have received Calling Attention Notice from the Member Shri Nishikanta Sarkar and Shri Ershad Ali Choudhury on the

subject—

শ্রীঅঘোর দেব বর্ম্মা।—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়. গত ২৪শে তারিখে উদয়পুর বিভাগের প্যারাতিয়া গ্রামে আদিবাসীদের উপর যে অত্যাচার করা হয়েছে. সেই সম্পর্কে আমি এডজোর্ণমেণ্ট মোশান মোভ করেছিলাম . কিন্তু স্পীকার সেটা ডিসএ্যালাউ করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আজকে জুমিয়ারা অতিকষ্টে বীজের ধান সংগ্রহ করে……………………

Mr. Speaker :—Hon'ble Member I have already given my ruling.

(Interruption)

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—On point of order. যখন স্পীকার কথা বলেন. তখন অন্য কোন সদস্য কথা বলতে পারেন না, এটা আমাদের রুলসে আছে।

Mr. Speaker :—Yes Hon'ble Members, I would request you please to take your seats. Let me continue the proceedings of the House. I would request not to interrupt the proceedings of the House.

(Interruption)

Mr. Speaker :—The House stands adjourned for 15 minutes.

Calling Attention

Mr. Speaker :—I have received Calling Attention Notice from Shri Nishikanta Sarker, M. L. A. and Shri Ershad Ali Choudhury, M. L. A. on the subject—

"গত শনিবার চন্দ্রপুর মৌজার প্যারাতিয়া গ্রামে জুম কার্য্যেরত আদিবাসী মহিলা (গারো সম্প্রদায়) উপর মহকুমা হাকিম সহ ৮০/৯০ জন পুলিশের জুলুম ও পুলিশ কর্ত্তৃক উক্ত মহিলা প্রহৃতা এবং আহত অবস্থায় হাসপাতালে প্রেরিত হইলে চিকিৎসা কালীন সেখানে বন্দী অবস্থায় পুলিশ হাসপাতালে প্রেরিত'

I have given consent to the Motion to-day. I would request the Hon'ble Minister in-charge to make a statement. If the Hon'ble Minister is not in a position to make a statement to-day he will kindly give me a date when the Calling Attention Notice will be shown on the order paper for a statemen.

Shri Tarit Mohan Das Gupta :—Sir, I shall make a statement to-day just now,

For, some time past, some people, particularly tribal women were obstructing the Forest Department Officials to carry on their plantation work for 1967 in Paratia and Garji Reserve Forest land belonging

to the Forest Department of the Government. The obstruction was illegal and motivated. The District Magistrate and Superintendent of Police with the Chief Forest officer visited the area and discussed the problem with the leaders of the tribals who during discussion appeared to be amenable to reasons, but could not carry the ordinary people with them. The Forest Department complained that the tribals, particularly women were not allowing the Forest Department officials to collect sal seeds even from the Forest Plantation area. The Government,, therefore decided that before any drastic action is taken a Committee consisting of the M. L. A. s of both the ruling and opposition parties should visit the area, talk to the tribals concerned and make their recommendation. Accordingly a Committee of the M. L. As. consisting of Sarvasri Umesh Lal Singh, Promode Ranjan Das Gupta, Bajuban Riyan and Aghore Db Barma visited the area, particularly Paratia Forest Reserve area with the Chief Forest officer. The Committee recommended that plantation work in the Paratia Forest Reserve area where the Forest Department has already prepared the soil, should be done as per plantation programme as there is no justification whatsoever for the tribals or for that matter any body else to obstruct plantation work within the Forest Reserve area.

Pursuant to Government direction on the recommendation of the Committee of M. L. As. the Forest Department officials undertook plantation work in the Paratia Forest area in the afternoon of 23. 6. 67. The Addl. S. D. O. Udaipur with the Sub-Divisional Police Officer, South, and a Police party were present to maintain peace and prevent illegal obstruction. A batch of about 25 Garo women obstructed the plantation work and said that they would not allow any new plantation in the area. The Addl. S. D. O. tried to convince them that they have no right to obstruct plantation in forest land and that necessary legal action would be taken for unlawful interference. As the party had gone to the spot in the late hours of the day, the S.D.O. decided that it will not be desirable to continue plantation work that day, and the party returned.

On the morning of 24. 6. 67 the Zonal S. D. O. Udaipur with Addl. S. D. O. Sub Divisional Police Officer, South and Magistrate Shri Datta (S. T. O.) and an Armed Police Contingent of the B. M. P. along with D. F. O. [South] and his Forest staff went to the Paratia plantation area In the presence of the Magistrate and the Police Party,

the Forest Department staff commenced plantation work, when about 25/30 tribal women armed with Daos and Takkals in hand assembled there and obstructed the plantation work. They came near the Zonal S.D.O. and objected to the plantation work. The Zonal S.D.O. and other officials tried to convince them that they had no right to obstruct and that plantation work must be done. Meanwhile, the number of the tribal women began to swell. 2/3 tribal women came just near the nose of the S. D. O. and raising their Daos and Takkals threatened the S. D. O. that they would not allow new plantation even at the cost of their lives. The women became violent and riotious. Seeing the violent mood of the women the Sub-Divisional Magistrate declared the assembly as unlawful for maintaining peace and asked them to disperse within 10 minutes. But they declined and continued to be violent whereupon the Sub-Divisional Magistrate [Zonal S. D. O.] directed the Officer in charge of the B. M. P. to disperse the armed tribal women by applying minimum possible force. When the B. M. P. staff went forward and tried to persuade the riotious women to disperse they attacked the Police with Daos and takkals in their hands. One of the women gave a serious blow of Dao aiming at the neck of one of the B. M, P. personnel with the object of killing him. The B. M. P. personnel concerned rebutted the blow with his Lathi which was cut into 2 pieces by the blow of the Dao. Thereafter the B. M. P. personnel in self defence and for dispersal of the unlawful and riotious assembly made a mild lathi charge, as a result of which some of the women received injuries. Three of them were arrested immediately others ran away. In the afternoon 3 more of the tribal women were arrested by the Police when they had come to Udaipur Hospital for treatment of injuries. They were released from Hospital after first aid. 6 women were arrested on that day i. e. 24.6.67 of whom 3 remained in the Udaipur Hospital for preliminary treatment of their injuries and the other 3 remanded to custody. On the basis of the report of the Zonal S. D. O. a Police case No. 22 (6) 67 u/s/ 148/149/353/307 I. P. C has been registered in the Radhakishorepur Police Station and is now under investigation. The Police arrested 2 more women on 25. 6. 67. Of the 3 women admitted in Hospital 2 have been discharged from Hospital.

শ্রীঅঘোর দেব বর্ম্মাঃ—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে অ্যাসেম্বলী মেম্বারদের নিয়ে যে কমিশনটা করা হয়েছিল, তাঁরা যে ওখানে তদন্ত করতে গিয়েছিলেন এবং সে সম্পর্কে যে রিকমেন্ডেশনটা করেছেন সেটা একটু পড়ে শুনাবেন কি ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশ গুপ্তঃ—আমার কাছে যা বিস্তারিত তথ্য আছে তার সবই দিয়েছি স্যার।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—রিকমেন্ডেশনে কি লিখা আছে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশ গুপ্তঃ— এখন সেই তথ্য নেই স্যার।

Private Members' Resolution

Mr. Speaker : — Next item in the List of Business is Private Members' Resolution. I would call on Shri Umesh Lal Singh to move his Resolution that—

> "This Assembly requests the Central Govt. to draw their attention to the Resolution passed by the Assembly regarding inclusion of the scheme of construction of Railway from Dharmanagar to Sabroom in the Fourth Five Year Plan and requests the Central Govt. to expedite implementation of the Resolution"

Shri Umesh Lal Singh -- Hon'ble Speaker Sir, I have a great privilege to move a resolution for extention of Railways in Tripura. The resolution is thus—

> "This Assembly requests the Central Govt. to draw their attention to the Resolution passed by the Assembly regarding inclusion of the Scheme of construction of Railway from Dharmanagar to Sabroom in the Fourth Five Year Plan and requests the Central Govt. to expedite implementation of the Resolution."

Hon'ble Sir, this is not a new resolution, it is old one. The railway line should be extended from Dharmanagar to Sabroom and hope that this House will accept it. The last resolution was taken in the Assembly held on the 26th March, 1965. The resolution was thus :—

> "The Assembly requests the Central Government to include the scheme for the constru-

ction of Railway from Dharmanagar to Sabroom in the 4th Five Year Plan and take up the survey and other preliminary works in connection the workas early as possible so thatthe constructionmay be completed by the end of the 4th Five Year Plan."

More then two years passed no tangible effect has been done. So this resolution has been placed before the house again as it is very important on the part of Tripura. This is moved also in the parliament in this current session. We saw that in 1959 Railway Board desired for construction of the railway line from Kalkalighat to Dharmanagar and in November, 1961 this project was started under the North East Frontier railway zone. It is the first time that departmental train reached Dharmanagar in 18th December 1963 and ceremonially it was inaugurated on the 22nd April, 1964 by our Hon'ble Chief Minister Shri Sachindra Lal Singh. The length of the railway line is 19.48 miles of which 7.48 miles shared by Tripura having three railway stations, Choraibari, Nadiapur and Dharmanagar amongst six stations. It is only three and quarter year passed but no further extension is done or even no indication is shown about this on the part of the Railway Board. From this Kalkalighat—Dharmanagar Railway line we are benefited no doubt as we were saved from the taxation of Assam Governemnt but not upto the satisfaction as we desired, because Dharmanagar to Sabroom the distance is nearly 2oo miles. Motor vehicles are the only means of transport and this could not be solved acoording to our problems Though road communications has considerably improved the bridges are not constructed across the rivers and require much more development of it. So this is a very important matter in the interest of the country and nation as well as for all round development, i. e. in respect of economic upliftment, commerce, communication defence, industry and solution of unemployment problems. There is no good waterways for communication in Tripura which can substitute the railways. Only airlines communication is started from Agartala to Calcutta for supply across Pakistan. This is nothing but like a school feeding management by which no country can meet properly. Tripura, everybody knows, is surrounded by Pakistan, an enemy country.

Now I come to the picture of the independence period. Before independence this state was surrounded by the Assam Bengal railway and

its 54 railway stations covering 17o miles border of the state partially in direct ways. 5o years age attempts were made for construction of railway by Assam Bengal Railway Authority but with no effect, Further, nearly 36 years ago another attempt was made by the then H. H. Maharaja Manikya Bahadur to construct a light railway and M/s Martin and Company was given contract. They came at Agartala and surveyed the land from Kamalasagar Railway statian (at present in Pakistan) to Birendranagar, i. e. Jirania Kamalasagar situated just on the border, The plan was to connect Kamalasagar Jirania via Bishalgarh, Agartala and then Akhaura to Agartala and important point was that at that time an improvement committee was appointed for the purpose and submitted a scheme with an item of net expenditure of a few lakhs, But afterwards it was abandoned. After independence again it is reported that Tripura Government tried to construct a railway line and attempted twice to start works, one from Bhagalpur village where East Pakistan railways cross our territory and another from Dashda but failed. Then the Railway Board came into picture in 1959. As I told before at the age of 110 years of Indian Railway Kalkalighat to Dharmanagar project was taken and completed 7 miles railways in Tripura. The Indian railway is the largest industry in Asia and the second biggest single railway network in the world and the biggest nationalised undertaking in the country having a rute of 58,300 Kilo meters. After independence of 19 years 3,600 kilometers of railway line constructed in India including 10 kilometers in Tripura with an expenditure of Rs 2·3o crores I think this is a misfortune on our part and we are almost depriving about this project, So I request this Assembly to accept this resolution and I think our Governmment will manage the matter. Think you sir,

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা।—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় গত এ্যাসেম্বলী সেশানে, সম্ভবতঃ [illegible] এর মার্চ মাস হবে, এই হাউসের মধ্যে আমি ধর্মনগর টু আগরতলা রেল লাইন আনার জন্য বা এক্সটেনশান করার জন্য একটা প্রস্তাব আনি, তারপর মাননীয় সদস্য শ্রীউমেশ লাল সিংহ মহাশয় তার উপর সংশোধনি প্রস্তাব আনলেন য আপটু সাব্রুম পর্যন্ত যাতে রেল লাইন এক্সটেনশান করা হয়। এই প্রস্তাবটা হাউসের মধ্যে সর্ব্বসম্মতিক্রমে পাশ আমরা করেছি। কিন্তু ১৯৬৫ থেকে আজকে ১৯৬৭ চলছে, তার মধ্যে এ্যাসেম্বলীর মধ্যে যে প্রস্তাবটা আমরা পাশ করেছি তার যে কি অবস্থা ঘটল, এখানে রেল লাইন এক্সটেনশান করার জন্য এখানকার রাজ্য সরকার কি প্রস্তাবকে পারস্যু করছেন, বা কতটুকু করছেন এবং কি করছেন, এই

সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। যা হোক, আজকে এখানকার মন্ত্রী পরিষদ রুলিং পার্টি কিছু করুক আর নাই করুক, আজকে বাস্তবের প্রয়োজনে, যদি ত্রিপুরা রাজ্যকে সামগ্রিক ভাবে উন্নতি, অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়, যদি ইণ্ডাষ্ট্রি গড়ে তুলতে হয়, পাওয়ার প্রজেক্ট যদি করতে হয়, আজকে প্রথম কথা হচ্ছে কম্যুনিকেশানকে ষ্ট্রেংদেন করা দরকার। কিন্তু আজকে ডুম্বুর পরিকল্পনা আমরা করেছি, অনেকদিন আগে টি, টি, সি'র আমল থেকে আমরা শুনে আসছি, বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ রেখেছি, কিন্তু যেই তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই আছে এখন পর্যন্ত, যে পরিমান কাজকর্ম অগ্রসর হওয়া দরকার ছিল, সেই পরিমান হচ্ছে না। কারণ কমিউনিকেশান অর্থাৎ রাস্তাঘাট যা বর্ত্তমানে আছে, ভারী মেশিন সেই রাস্তা দিয়ে আনা সম্ভব নয়। কাজকর্মের জন্য আমরা স্কীম করি, আমাদের বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ রাখি কার্যতঃ কমিউনিকেশানের অসুবিধার দরুন সমস্ত কাজ হেল্ড আপ হয়ে থাকে, এই হচ্ছে অবস্থা। আরেকটা দিক হচ্ছে যদি আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে শিল্প গড়ে তুলতে না পারি, তাহলে ত্রিপুরার অবস্থা বা তার ইকনমিক যে অবস্থা দিনের পর দিন ডেটরিয়েট করছে, আমাদের সামনে আরও দুর্দিন ঘনিয়ে আসছে। দিনের পর দিন লোক সংখ্যা বাড়ছে, অথচ নূতন নূতন যে সমস্ত লোক আসছেন তাদের রোজী রোজগারের পথ নাই। রোজী রোজগার পাওয়ার কোন বন্দোবস্ত আমরা করে দিতে পারছিনা, কাজেই সেই দিক দিয়ে ত্রিপুরার বার্ডেন বাড়ছে কিন্তু উন্নতি অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে না। সরকার আজ অনেক ঢাক ঢোল পিটিয়ে, বছরে একটা এক্জিবিশান করে, সমৃদ্ধির পথে ত্রিপুরা ছাপিয়ে, কল্পনা করে অনেক কিছু বলে থাকেন, কিন্তু কার্যত আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই আছি। যদি সামান্য বৃষ্টি হয়—গত ১১ই জুন করেষ্টের ব্যাপারে যখন উদয়পুর যাচ্ছিলাম, এখান থেকে প্রায় ৯—৩০ মিনিটে রওয়ানা হয়ে গিয়েছিলাম, গোমতী ঘাটে জল বেশী ছিল খোপাইছড়ি ঘাটের মধ্যে আমাদের প্রায় সারাদিন হঠাৎ বৃষ্টি নেমে যাওয়ার ফলে প্রায় চারটা পর্যন্ত খোপাইছড়ি ঘাটে আটক থাকতে হয়, এই হচ্ছে অবস্থা। শুধু গোমতী নদী নয়, কাকলিয়া ঘাট আছে মনু নদী আছে, বহুদিন থেকে অনেক স্কীম আছে কিন্তু কম্যুনিকেশানের এই যে সাধারণ ব্যবস্থা সেটা আজ পর্যন্ত হচ্ছে না, রেল লাইন তো দূরের কথা। আমরা এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে পাশ করতে পারি, কিন্তু পাশ করার পরই যদি দায়িত্ব খালাশ হয়ে যায়, পরবর্তী সময়ে মিনিষ্টাররা যদি এই প্রস্তাবগুলি পারস্যু না করেন, কার্যকরি করার চেষ্টা না করেন, প্রস্তাব প্রস্তাবই থাকবে। এই ধরনের বহু প্রস্তাব এ্যাসেম্বলীতে আমরা পাশ করেছি কিন্তু কার্যতঃ কোন কিছু হচ্ছে না, তার ফলে ত্রিপুরার সমস্যা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আরও জটিল হচ্ছে। কাজেই আজকে এই প্রস্তাবের যে গুরুত্ব যিনি এই প্রস্তাবটা এনেছেন তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন কিনা আমি জানি না, যদি করে থাকেন তা হলে আমি উনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। কিন্তু আজকে যদি এই প্রস্তাবটা পাশ করার পর আমাদের

দায়িত্ব এখানেই শেষ হয়ে যায়, তাহলে এই প্রস্তাব পাশ করার কোন যৌক্তিকতা আছে বলে আমি মনে করি না। কাজেই আমি এই প্রস্তাবের সমর্থনে একথা বলতে বাধ্য, যাতে মিনিষ্টাররা এই প্রস্তাবটা পারস্যু করে অতি সত্বর, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্যন্ত রেল লাইন এক্সটেণ্ড করা যায় সেই দিকে নজর দেওয়া দরকার। কারণ আমরা জানি আজকে সাব্রুম থেকে ধর্মনগর পর্যন্ত আমাদের বাস্তব অবস্থাটা কি? নূতন লোক আসছেন বা পুরানো যারা আছেন, দিনের পর দিন বিভিন্ন ভাবে বেকার হয়ে যাচ্ছেন। আজকে একথা অবশ্য আমি বলব না যে আপটু সাব্রুম পর্যান্ত রেল লাইন এক্সটেণ্ড করলে পরেই সমস্ত ত্রিপুরা স্বর্গ রাজ্য হয়ে যাবে, কিন্তু আপটু সাব্রুম যদি রেল লাইন এক্সটেনশন করা হয় এই রেল লাইনকে কেন্দ্র করে, বিভিন্ন ষ্টেশানকে কেন্দ্র করে সেখানে মানুষের এমপ্লয়মেণ্ট হবে, দোকান পাট, ব্যবসা বাণিজ্য বিভিন্ন ভাবে সুযোগ সুবিধা তারা গ্রহণ করতে পারবে, যার ফলে একটা বিরাট অংশ মানুষের রোজিরোজগারের ব্যবস্থা হতে পারবে। আপটু সাব্রুম পর্যন্ত রেল লাইন যদি হয় তাহলে কি হবে? প্রথমতঃ বছরের পর বছর আমরা বাজেটে প্রভিশান রাখি ইনডাষ্ট্রি ডেভলাপ করব। কিন্তু সাধারণ কথায়, আজকে প্রাইভেট সেক্টারের কথা আমরা বাদ দিলাম সরকারীগতভাবে, রাষ্ট্রের মালিকানায় যদি কোন ইনডাষ্ট্রি এখানে গড়ে তুলতে হয়, তাহলে তাকে প্রথমেই চিন্তা করতে হয় কমিউনিকেশানের অবস্থা কি রকম, কমিউনিকেশানের উপর তাকে নির্ভর করতে হবে। এখানে মাল প্রডিউস করার পর বাইরে বাজারে বিক্রি করে কতটুকু লাভ হবে না হবে, সেটা দেখতে হবে কিন্তু আমাদের এখানে এই গ্যারেন্টি নাই। বাজারে কম্পিটশান যদি করতে হয়, আমাদের ত্রিপুরার মধ্যে এখন পর্যন্ত ত্রিপুরার প্রডিউস অন্যত্র বিক্রী করার মত, তার যে কমিউনিকেশান তার গ্যারেন্টি নাই। যদি খুব বেশী বৃষ্টি হয় তখন কি হবে, তখন লংথড়াই, বড়মুড়া ইত্যাদি রাস্তা ব্লক হয়ে থাকবে। কাজেই সেই দিক দিয়ে কমিউনিকেশানের দিকটা অত্যন্ত দুর্বল। কাজেই আপটু সাব্রুম রেল লাইন এক্সটেণ্ড করা দরকার। যদি এই রেল লাইন সাব্রুম পর্যন্ত এক্সটেনশান করা হয়, তা হলে এই রেল লাইনকে কেন্দ্র করে যেখানে যে রকম জিনিষ পাওয়া যায়, তার উপর ভিত্তি করে ছোট বড় মাঝারি ধরণের ইন্ডাষ্ট্রী গড়ে উঠতে পারবে সেই সম্ভাবনা আছে। অনেক সময় রুলিং পার্টির বক্তৃতার মধ্যেও এইসব কথা শুনতে পাই, কিন্তু আজকে বক্তৃতায় পেট ভরে না। আজকে যদি মানুষের সামগ্রিক উন্নতি, অগ্রগতি করতে হয়, রেল লাইন এক্সটেনশান দরকার এবং ইনডাষ্ট্রি যদি গড়ে তুলতে হয়, রেল লাইন সর্বাগ্রে দরকার। তার সংগে সংগে আজকে আরেকটা দরকার এই যে পাওয়ার প্রজেক্ট—তার একটা স্কীম আছে কিন্তু সেটা হচ্ছে না এবং সেটা কমিউনিকেশানের অসুবিধার দরুনই হচ্ছে না। কাজেই একটা জিনিষ আমাদের চিন্তা করা উচিত যে ত্রিপুরার উন্নতি, অগ্রগতি নির্ভর করছে এই রেল লাইন এক্সটেনশনের উপর কিন্তু এই বাস্তব অবস্থাটা

উপলব্ধি করার পরেও আজকে রুলিং পার্টির যাঁরা মিনিষ্টার তাঁরা যে কি করছেন, কেন যে হচ্ছে না, অথচ এমন কথা নয় যে ভারতবর্ষে টাকার অভাব আছে বা রেল লাইন একটেনশন হচ্ছে না। আমরা যদি ভারতের অন্যান্য জায়গায় যাই তাহলে দেখতে পাই যে নানা জায়গায় নূতন নূতন লাইন একটেনশন হচ্ছে। কিন্তু ত্রিপুরায় এমন এক অবস্থার মধ্যে আমরা আছি যে, যে তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই রয়ে গেছি। এখন পর্যন্ত হয় হচ্ছে চলছে, কবে পর্যন্ত যে হবে তার কোন নিশ্চয়তা নাই। এখানকার মন্ত্রীরা গুরুত্ব দিয়ে কেন এটা করছেন না সেটা আমরা বুঝতে পারছি না। তাঁদের এই কথা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টকে জানানো উচিত। তাঁরা যদি এটা পারস্যু করে কিছু না করতে পারেন তাহলেও লোককে এই কথা বলা দরকার যে আমরা অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু আমরা পারি নাই। আজকে আমরা ঘটনার ভিতর দিয়ে দেখি যে, আজকে যদি রুলিং পার্টির মিনিষ্টাররা না পারেন, তার পেছনে জনতার যদি শক্তি থাকে, যদি মুভমেন্ট থাকে, তাহলে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট বাধ্য হয়ে করেন, এইরকম নজীর আমরা অনেক দেখেছি। জনতার চাপে পড়ে প্রথম পাঞ্জাব, পাকিস্তান হিন্দুস্তান হল, তারপর পাঞ্জাব হরিয়ানা হল, পাঞ্জাবী সুবা হল, সব জনতার আন্দোলনের ফল। আজকে যদি আমরা সমস্ত রাজনৈতিক দলাদলির উর্দ্ধে থেকে সাব্রুম পর্যন্ত রেল লাইন একটেনশন করি বা মিনিষ্টাররা যদি আজকে আহ্বান দিতেন যে আমরা ঐক্যবদ্ধ হই, কারণ এটা সামগ্রিক জনতার স্বার্থ নিয়ে আমাদের লড়তে হবে, এই কথা যদি বলতেন তাহলে নিশ্চয়ই সমগ্র ত্রিপুরার লোক এক হয়ে আমরা মুভমেন্ট করতাম এবং সাব্রুম পর্যন্ত রেলওয়ে লাইন এক্সটেনশন করার ব্যবস্থা করা যেত। কিন্তু তাঁরা তাও করবেন না যদি কিছু করতে যায় লোকে, তাহলে তাঁরা বলবেন এটা কম্যুনিষ্ট বা নাগা মিজো এই সমস্ত অবান্তর প্রশ্ন তুলে আন্দোলনকে দমনের জন্য ওয়েষ্ট বেঙ্গল সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ডিটেনশন অ্যাক্ট ইত্যাদি চালু করেন। অর্থাৎ কিছুই করবেন না, অন্যেরাও কিছু করতে গেলে বাধা দিবেন। কাজেই আজকে স্বাধীনতা পাওয়ার ২০ বছর পর ভারতবর্ষের এমন কোথাও বোধ হয় কোন জায়গা নাই যেখানে রেল লাইন নাই। কিন্তু আজকে ত্রিপুরার কথা যদি বাদ দিই এবং হিমাচল প্রদেশ থেকে আমাদের বিভিন্ন জায়গা যদি দেখি তাহলে কমিউনিকেশনের ব্যাপারে তারা আমাদের চেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট এই কথা জানেন যে ত্রিপুরার তিন দিকে পাকিস্তান। আমাদের বর্ত্তমান যে রাস্তা আছে তাতে আমাদের ডিফেন্স বা ত্রিপুরাকে রক্ষা করতে হলে এই রাস্তা যথেষ্ট নয়। সেই দিক দিয়েই ত্রিপুরাকে গুরুত্ব দেওয়া দরকার। কিন্তু যারা মন্ত্রী তারা এইসব কিছুই করছেন না। কাজেই আমি বলতে বাধ্য যে আমাদের মন্ত্রীরা যদি চেষ্টা করতেন তাহলে ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই সাব্রুম পর্যন্ত না হলেও অন্তত: আগরতলা পর্যন্ত রেল লাইন এক্সটেনশন হত। কিন্তু তাঁরা কিছুই করেন নাই। তাদের অপদার্থতার জন্যই এই কাজটা

এখন পর্যন্ত হচ্ছে না। কাজেই আমি মনে করব কংগ্রেসের অপদার্থতাই আজকে সাব্রুম পর্যন্ত রেল লাইন না হওয়ার কারণ। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আবার অনুরোধ করব যে আজকে শুধু হাউসে প্রস্তাব পাশ করলেই আমাদের যথেষ্ট হবে না, আজকে মন্ত্রীদের দায়িত্ব নিতে হবে যাতে এই অবস্থাটা পরবর্তী সময়ে পারসু্য়া করে কেন্দ্রীয় সরকারকে কনভিন্স করে আগামী প্ল্যানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে সাব্রুম পর্যন্ত যাতে রেল লাইন একসটেনশন করা যায় সেই ব্যবস্থা করা দরকার বলে আমি মনে করি। এই দায় দায়িত্ব যদি মন্ত্রীরা গ্রহণ না করেন তাহলে এই প্রস্তাব পাশ হলেও এই প্রস্তাবের কোন যৌক্তিকতা থাকে না। শুধু কাগজে পত্রে লিপিবদ্ধই থাকবে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রস্তাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আমাদের ত্রিপুরার সামগ্রিক উন্নতি, অগ্রগতি সাব্রুম পর্যন্ত রেল লাইন একটেনশনের উপর অনেকাংশে নির্ভর করছে। এই খাদ্য সংকট থেকে আরম্ভ করে বেকার সমস্যা এবং বিভিন্ন সমস্যার সমাধান, সমস্ত কিছু আজকে নির্ভর করছে ত্রিপুরার রেল লাইনের উপর। কাজেই এই প্রস্তাব যাতে গুরুত্ব পায়, যাতে এটা গৃহীত হয় এবং সেটা যাতে পারস্যু করা হয় সেই দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। এই বক্তব্য রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী : – মাননীয় স্পীকার মহোদয়, মাননীয় সদস্য উমেশ লাল সিংহ মহাশয় যে প্রস্তাবটি এখানে রেখেছেন এটা আমি সর্বান্তকরণে সমর্থন করি। কারণ আজকে ত্রিপুরা যে অবস্থা, একদিকে হল রাজনৈতিক, তারপর অর্থনৈতিক, সমস্ত দিক দিয়ে আজকে ত্রিপুরা সমস্যাসংকুল এবং এই সময়ে এইরকম একটা প্রস্তাব বাস্তবিকই সময়োপযোগী হয়েছে। সেজন্য আমি এই প্রস্তাবটি সমর্থন করি। এই যে ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্যন্ত রাস্তা এটা আজকের দিনের নয়। এটা প্রায় ১০/১২ বছর আগের। আমার মনে হয় যখন আমি উদয়পুর কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী ছিলাম তখন আমাদের আগরতলার শ্রদ্ধেয় অমিয় দেববায় একটা ষ্টেট কমিউনিকেশন কমিটি করেন এবং সেই কমিউনিকেশন কমিটির আমিও একজন মেম্বার ছিলাম। শ্রীযুক্ত অমিয় দেববায় ছিলেন জেনারেল সেক্রেটারী। তিনি তখন থেকে ধর্মনগর হইতে সাব্রুম পর্যন্ত একটা রেল লাইনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং সেই কমিটির মাধ্যমে এবং কংগ্রেসের মাধ্যমে সেই সময় হইতে আজকে ১০/১২ [illegible]পর্যন্ত সেটার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন এবং সেটারই ফলপ্রসূ হিসাবে আজকে আমরা ধর্মনগর পর্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারিত করতে পেরেছি। সেজন্য এই ষ্টেট কমিউনিকেশন কমিটির সদস্যগণকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমাদের মাননীয় উমেশবাবু যে এই প্রস্তাব এনেছেন তাঁকেও আমার সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি এবং আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে আমাদের এই রেল লাইনটা যদি হয় তাহলে আমাদের বেকার সমস্যার সমাধান হবে, নানারকম ইণ্ডাষ্ট্রি গড়ে উঠবে। আমাদের ভুমুর

হাইড্রোইলেক্‌ট্রিক প্রজেক্ট যদি হয়ে যায় তখন ইণ্ডাষ্ট্রি গ্রো করবে এবং যদি রেল লাইন সাব্রুম থেকে ধর্ম্মনগর পর্যন্ত হয়ে যায় তাহলে ত্রিপুরার যে বেকার সমস্যা সেটা অন্ততঃ বহুলাংশে লাঘব হবে। তদুপরি আজকে যে সাব্রুম, বিলোনীয়া অমরপুর বা কৈলাসহর, খোয়াই, ধর্ম্মনগরে যে বর্ডার আছে সেখানে পাকিস্তানের দিক থেকে সবসময় একটা হামলার মত হয়ে আসছে। আজ যদি সেখানে রেল লাইন হয়ে যায় তাহলে সমস্ত বর্ডারগুলিতে আমরা যথাসম্ভব সামরিক শক্তি নিয়োগ করতে পারব এবং অমরপুর, উদয়পুর, সাব্রুম বিলোনীয়া, সোনামুড়া, আবার এই দিক দিয়ে ধর্ম্মনগর, কৈলাসহর খোয়াই এই সমস্ত জায়গা ইমপোর্টেন্ট বর্ডার লাইন। তখন আমরা ত্বরান্বিতভাবে আমাদের সময়োপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারব এবং অতি শীঘ্রই আমাদের ফোর্স পাঠাতে পারব এবং সেই দিক দিয়ে ত্রিপুরা নিরাপদ হবে। সুতরাং সমস্ত দিক লক্ষ্য করলে আজকে যে রিজলিউশন আমাদের সামনে উমেশ বাবু এনেছেন এবং যেটা নাকি শ্রীযুক্ত অমিয় দেব রায়ের প্রচেষ্টায় কমিউনিকেশন কমিটি হয়েছিল, তার যে সমস্ত প্রচেষ্টা আজকে বাস্তবে রূপায়িত হতে চলেছে আমি আশা করব আমাদের অ্যাসেমব্লীতে যদি আমাদের এই রিজলিউশনটা পাশ করতে পারি তাহলে আমি অনুরোধ করব যাতে ত্রিপুরার বর্ত্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অবিলম্বে রেল লাইন সাব্রুম হতে ধর্মনগর পর্যন্ত হয়। এইজন্য আমি সমস্ত মাননীয় সদস্যদের কাছে অনুরোধ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যিনি এই প্রস্তাবটা এনেছেন, তিনি ত্রিপুরার বাস্তব অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখেই এই প্রস্তাব এনেছেন, কাজেই উনাকে আমি ধন্যবাদ না দিয়ে পারছি না। কিন্তু এই প্রস্তাব যাতে কাগজে পত্রে থেকে না যায়, যাতে আমাদের এখানে সমস্ত শিল্প ঠিক ঠিক ভাবে গড়ে উঠতে পারে, তার যে পরিকল্পনাগুলি, সেগুলি কার্যকরী হতে পারে তার জন্য এই প্রস্তাবকে কার্যকরী করার জন্য আমি অনুরোধ করছি। ত্রিপুরার চারদিক পাকিস্থান বেষ্টিত, কাজেই বর্ডার রক্ষা করার জন্যও এবং যোগাযোগ ব্যবস্থাকে শক্ত করার জন্যও ধর্ম্মনগর থেকে সাব্রুম পর্যন্ত রেল লাইন এক্সটেনশন করা দরকার। এছাড়া আজ পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যে পার্ম্মানেন্ট রাস্তা গড়ে উঠে নাই, যার ফলে বছর বছর মোটর এ্যাকসিডেন্ট হচ্ছে। এমন কি গোমতী নদীর উপর যে পুলগুলি হওয়ার কথা সেগুলিও ঠিক ঠিক ভাবে করা হচ্ছে না, যার ফলে মোটর এ্যাকসিডেন্ট ঘটছে। কিন্তু এই এ্যাকসিডেন্ট'এর জন্য কারা দায়ী, সরকার নিশ্চয়ই সেই দিকে চিন্তা করে দেখবেন। শুধু মোটর এর রাস্তা নয়, আমাদের ত্রিপুরায় যদি ইনডাষ্ট্রি গড়ে তুলতে হয়, তার যে ভারি সাজ সরঞ্জাম সেগুলি আনার জন্য আমাদের রেল লাইন এক্সটেনশন হওয়া দরকার তাহলেই আমরা বিভিন্ন ধরণের ইণ্ডাষ্ট্রি গড়ে তুলতে পারব। শুধু ইনডাষ্ট্রি গড়ে তোলাই নয়, এর দ্বারা আমাদের বেকার সমস্যারও কিছুটা সমাধান হতে পারে। এছাড়া আমাদের ডুম্বুর

পরিকল্পনা যদি কার্যকরী করতে হয়, তার জন্য বিভিন্ন ভারি ভারি যন্ত্রপাতি যদি আমাদের আনতে হয়, তা হলে মোটর রোড দিয়ে তা আনা যাবে না, রেল লাইন সেই ক্ষেত্রেও দরকার। কিন্তু আজকে আমি একথা বলব যে এতগুলি পরিকল্পনা শেষ হয়ে গেল, কিন্তু এই প্রস্তাবটা কার্যকরী করা হচ্ছে না। কেন্দ্রের যিনি রেল মন্ত্রী তিনিও স্বীকার করেছেন যে ত্রিপুরাতে যোগাযোগের জন্য রেল লাইন হওয়া দরকার। ত্রিপুরার বিধানসভা মারফতও প্রস্তাব পাশ হয়েছে, কিন্তু লোক সভার যিনি এখানকার সদস্য তিনি এই সম্পার্কে কোন কিছু করছেন কিনা আমাদের অবশ্য জানা নাই, তবে যদি এই সম্পর্কে কিছু করে থাকেন, তাহলে পরে নিশ্চয়ই কেন্দ্রীয় সরকার তার দাম দেবেন। আজকে রেল লাইনের জন্য বা অন্যান্য ইণ্ডাষ্টির জন্য যদি আমাদের আন্দোলন করতে হয়, তাহলে পরে এই বিধান সভার মারফতেই আমাদের আন্দোলন করতে হবে যতদিন পর্যন্ত না আমাদের এই দাবী কেন্দ্রীয় সরকার মেনে নেন। আমি প্রত্যেক সদস্যের কাছে অনুরোধ করব, এই প্রস্তাবটা যাতে কার্যকরী হয় সেই ব্যবস্থা যাতে উনারা গ্রহণ করেন এবং এই জিনিষটার উপর যেন গুরুত্ব দেন এই বলেই আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীউমেশ লাল সিংহ মহাশয়, ধর্ম্মনগর থেকে সাব্রুম পর্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারনের জন্য যে প্রস্তাব এনেছেন, সেই প্রস্তাবের সমর্থন করতে গিয়ে আমার আজকে একথাই মনে হচ্ছে আজ ২০ বছর পর্যন্ত কংগ্রেস ত্রিপুরাকে শাসন করার পরেও আজকে ত্রিপুরার যে যোগাযোগ ব্যবস্থা ত্রিপুরার যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্য সমস্ত দুর্গম এলাকার সংযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা হয়নি। ত্রিপুরার সামগ্রিক উন্নতির জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব শক্ত হওয়া দরকার। একথাও আজকে ২০ বছর পর বিধান সভায় আলোচনা করতে হচ্ছে এর চাইতে দুঃখের এবং পরিতাপের বিষয় কিছুই হতে পারে না। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে যে ভাবে বেকারের সংখ্যা বাড়ছে এবং লোক সংখ্যা দিনের পর দিন বাড়ছে, অথচ খাদ্যের দিক থেকে চিন্তা করলে পরে ত্রিপুরার যে খাদ্য সংকট দিনের পর দিন তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে অথচ ত্রিপুরার যারা কর্মক্ষম বেকার আছেন তাদের ত্রিপুরা সরকার কাজ দিতে পারছেন না, কিম্বা ত্রিপুরাতে যারা বেকার আছেন, তারা যাতে নিজেদের রোজিরোজগার করে জীবিকার পথ তৈরী করতে পারে এবং ভবিষ্যতে উন্নতির আশা রাখতে পারে, সেইরূপ অবস্থাও ত্রিপুরাতে নাই। তার কারণ ত্রিপুরাতে কোন শিল্প পতিষ্ঠান নাই বা ত্রিপুরাতে শিল্প গড়ে উঠার কোন সম্ভাবনাও নাই। কাজেই সেই শিল্প সম্ভার যদি গড়ে তুলতে হয়, তাহলে পরে প্রথমতঃ কঠোর হস্তে আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে শক্ত করতে হবে। কিন্তু আজকে ২০ বছর পরও ত্রিপুরা রাজ্যে রেল লাইন সম্প্রসারিত হয় নাই। চার চারটি পরিকল্পনা শেষ হওয়ার পরও আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে রেল লাইন সম্প্রসারনের জন্য এই বিধান সভায় প্রস্তাব নেওয়ার জন্য আলোচনা করছি। আরও আমরা দেখছি যে ত্রিপুরার যে একটা লাইফ লাইন আসাম-আগরতলা রোড, সেই রোডও আজকে ২০ বছর পরও সম্পূর্ণ ভাবে শেষ হয়

নাই, আজও অস্থায়ী পুল আছে, যে পুলগুলি বর্ষা আসার সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। ত্রিপুরা তিনদিকে পাকিস্তান বেষ্টিত, যে কোন মুহূর্তে শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে, তথাপি ত্রিপুরার যে লাইফ লাইন সেটাকে স্বয়ং সম্পন্ন করার দিকে কাজ এগিয়ে যাচ্ছে না। এ অবস্থায় আজকে যদি আমরা রেল লাইন সম্প্রসারণের কথা চিন্তা করি তাহলে সেটা অলিক কল্পনা বলেই আমার মনে হয়। যদি আজকে ত্রিপুরার রেল লাইন দ্বারা যোগাযোগ ব্যবস্থাকে শক্ত করার জন্য, ত্রিপুরার সামগ্রিক উন্নতির কাজে নিয়োগ করার জন্য ত্রিপুরা সরকার এগিয়ে আসতেন, তাহলে পরে ত্রিপুরার যোগাযোগ ব্যবস্থা এই হতে পারে না। যখনই ত্রিপুরার মধ্যে কোন জরুরী অবস্থা আসে, তখনই আমরা অনেক কথা চিন্তা করি, রেল লাইনের কথা চিন্তা করি, ত্রিপুরার আসাম—আগরতলা রোডের কথা চিন্তা করি। কিন্তু এই সমস্ত কাজ এক দিনে হয়ে উঠে না যদি না প্রথম থেকে সে দিকে গুরুত্ব না দেওয়া হয়, চোখ না থাকে, চিন্তা না থাকে, ত্রিপুরার সামগ্রিক উন্নতির দিকে চিন্তা না থাকে, তাহলে হঠাৎ আমরা কিছু করতে পারি না। ধর্ম্মনগর থেকে সাব্রুম পর্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারণের কথা হচ্ছে। আজকে রুলিং পার্টি পর্য্যন্ত এটা স্বীকার করছেন এবং অনুভব করছেন যে এটা হওয়া দরকার কিন্তু সেটা হচ্ছে না কেন, না হওয়ার কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের যে বিভিন্ন সমস্যা, সে সমস্যাগুলি সমাধান না হলে পরে ত্রিপুরার কোন উন্নতির কথা আশা করা যায় না এবং ত্রিপুরার মানুষের কর্ম্মসংস্থান করা যায় না, ত্রিপুরার মানুষের জীবিকা নির্ব্বাহ করার কোন পথ করা যায় না এই সমস্ত কাজের কথা ত্রিপুরার সরকার ত্রিপুরার যে ভাগ্য বিধাতা রুলিং পার্টি চিন্তা খুব কম করেন। যা না করলে চলে না সেইসব কাজকর্মগুলি করছেন অথচ এই সমস্ত কাজগুলি করার জন্য এগিয়ে আসেন না। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যে রেল লাইন কতখানি দরকার ত্রিপুরার বেকার সমস্যার সমাধানের পক্ষে, ত্রিপুরার খাদ্য সংকট সমাধানের পক্ষে। তদুপরি ত্রিপুরা তিন দিকে পাকিস্তান বেষ্টিত কাজেই সেই পাকিস্তান আক্রমণের মোকাবিলা কর'র জন্য অনেক সময় আমরা শুনি যখন শত্রুর আক্রমণ তীব্র হয় তখন দেশের মধ্যে ভারি অস্ত্র শস্ত্র ব্যবস্থা নাই, তখন প্রশ্ন উঠান ত্রিপুরা রাজ্যে যে সমস্ত রাস্তা আছে, ভারী অস্ত্র শস্ত্র আসার উপযুক্ত নয়, কাজেই ত্রিপুরাতে এই রকম কোন ব্যবস্থা নাই। কাজেই সেই দিক থেকে আমাদের চিন্তা করা দরকার যাতে বহিঃশত্রুর হাত থেকে দেশকে রক্ষা করা যায়; দেশকে যদি উন্নতি অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে হয়, তা হলে রেল লাইন সর্ব্বপ্রথম আমাদের দরকার। কাজেই যোগাযোগ ব্যবস্থা যতক্ষন পর্যন্ত না সুষ্ঠুভাবে করতে পারা যায় এবং পরিকল্পনার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান করতে না পারা যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত ত্রিপুরার উন্নতি আশা করা যায় কি? কাজেই আজকে এই রেল লাইন সম্প্রসারণ হওয়া দরকার এবং সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ, ত্রিপুরার পক্ষে। আশা করি এই হাউস কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করবেন যাতে ধর্মনগর থেকে

সাব্রুম পর্যন্ত রেললাইন সম্প্রসারণের কাজ অতি সত্বর হয় এবং এই কিভাব্রশিরাল ইয়ারেই যাতে কাজ আরম্ভ করা যায় সেই দিকে লক্ষ রেখে পরিস্কার ভাবে প্রস্তাবটা পাশ করবেন। কারণ আজকে ত্রিপুরার সমস্যা, ত্রিপুরার যে অবস্থা সে অবস্থা, সব দিক থেকে চিন্তা করলে পরে ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্যন্ত রেল লাইন হওয়া একান্ত দরকার, এই সম্পর্কে রুলিং পার্টির মাননীয় সদস্য মহোদয়ের দায়িত্বও কোন অংশে কম নয়। কাজেই এ'দিকে লক্ষ্য রেখে আজকে মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাবটা উপস্থিত করেছেন, উনার প্রস্তাবটা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হবে এই আশা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Any one from this side ?

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—স্পীকার, স্যার, আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করছি এবং তার সাথে সাথে এটাও উপলব্ধি করছি যে আমাদের এই যে ত্রিপুরার ইউনিয়ন টেরীটরী অ্যাক্ট তার কত সীমিত ক্ষমতা এবং সেই ক্ষমতার মধ্যে থেকেই আমাদের কাজ করতে হয় এবং আমাদের মন্ত্রীদেরও কাজ করতে হয়। তবে ত্রিপুরার সামগ্রিক উন্নতি, ত্রিপুরার শিল্প যদি আমাদের গড়ে তুলতে হয় এবং যেভাবে আমরা স্কুল করছি, কলেজ করছি এবং যেভাবে ছাত্র-সংখ্যা বাড়ছে এবং স্কুল কলেজ থেকে যেভাবে ছাত্ররা বেরিয়ে আসছে তাতে যদি আমরা শিল্পের প্রসার না করি তাহলে একটা পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে এবং তার মোকাবেলা করা খুবই শক্ত। সে দিক দিয়ে চিন্তা করলে আমাদের শিল্পের উন্নতি যদি করতে চাই তাহলে আমাদের রেললাইন খুবই প্রয়োজন এবং যদি আমাদের রেলওয়ে লাইন এখানে হয় তাহলে আমাদের সামগ্রিক উন্নতি হবে এবং এ সম্বন্ধে নানা আলোচনা হয়েছে। তবে আমার সবচেয়ে বড় বিস্ময় হচ্ছে এই যে, যেখানে দণ্ডকারণ্য পর্যন্ত লাইন যেতে পারে, যেখানে ইলেকট্রিক লাইন হতে পারে, সেখানে কেন কাবো উপেক্ষিতার মত এই ত্রিপুরা পড়ে থাকবে? সেটা হচ্ছে আমার সব চেয়ে বড় প্রশ্ন। কারণ এখানে একটা অজুহাত অনেক সময় উঠে যে করেন এক্সচেঞ্জ পাওয়া যায় না। যেখানে দণ্ডকারণ্যের মত জায়গায় ফরেন এক্সচেঞ্জের অভাব হয় না, যদি ইলেকট্রিক লাইনের জন্য করেন এক্সচেঞ্জের অভাব না হয় তাহলে ত্রিপুরার ব্যাপারে ফরেন এক্সচেঞ্জের অভাব হতে পারেনা। তাই এই প্রস্তাব আমরা নিচ্ছি এই জন্য যে ইউনিয়ন টেরি-টরী হিসাবে আমাদের ক্ষমতা এত সীমিত যে আমাদের বলা যেন নাবালকের বলার মত হয়ে যায়। সেজন্যই আমি বিশ্বাস করি এবং আমাদের বিশ্বাস আছে যে আমাদের মন্ত্রী মণ্ডলী এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বার বার এই রেল লাইনের জন্য কেন্দ্রে দরবার করেছেন এবং ধর্মনগর পর্যন্ত যে সাড়ে সাত মাইল রেলওয়ে লাইন এসেছে তা আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর চেষ্টায় এসেছে। কিন্তু সেই চেষ্টা আমাদের ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে যদি না আমরা এই ত্রিপুরাকে সবাই ষ্টেটহুডে না নিতে পারি এবং ষ্টেট যদি ত্রিপুরার না হয়। আমরা যে রিজলিউশন নিচ্ছি সেই রিজউলিশন নেওয়ার অর্থ হচ্ছে আমাদের মন্ত্রীদের হাতকে শক্ত করা এবং সেই হাত শক্ত হলে পরেই তাঁরা তাঁদের বক্তব্য কেন্দ্রের কাছে রাখতে পারবেন; দেওয়া না দেওয়া সবটা কেন্দ্রের উপর নির্ভর

করে। রাস্তাঘাটের উন্নতি সাড়ে উনিশ কোটি টাকার মধ্যে দিয়ে অনেক হয়েছে এবং সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু রেলওয়ে লাইন হচ্ছে সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের পলিসি এবং এটা কেন্দ্রের এক্তিয়ারভুক্ত এবং কেন্দ্রের কাছে এই আবেদন করা হয়েছে। তবে অনেকেই এই বক্তৃতার মাধ্যমে অনেক গালিগালাজ করছেন মন্ত্রী সভাকে এবং এই সরকারকে। তবে সাধারণতঃ দেখা যায় যে অনেক মেয়েরা গালিগালাজ দেয়। অনেক মেয়েলোক আছে ভাল কথা বলার সময় গালিগালাজ না করে বলতে পারেন না। এই একটা স্বভাব অনেকের আছে। তাঁরা অবশ্য সমর্থন করেছেন। কিন্তু স্বভাব দোষটা যায়নি। তাই এই স্বভাবটার জন্য আমরা কিছু মনে করি না। কারণ হ্যাবিট ইজ দি সেকেণ্ড নেচার। নেচারকে ছাড়া যাবে না। তবে আমরা এই প্রস্তাবকে সমর্থন করি এবং আমরা আবেদন করব যে যদিও আমাদের ত্রিপুরা ইউনিয়ন টেরিটরী হলেও তাকে অবহেলা করা এবং তার বক্তব্য ন্যাস্ত করে দেওয়া চলবেনা। এবং তাকে উপযুক্ত মর্য্যাদা কেন্দ্রের দিতে হবে। এই কথাটা কেন্দ্রকে আমাদের বুঝিয়ে দিতে হবে। তার জন্য আমি আর বেশী বলবনা। আমি আমার বক্তব্য এইখানেই রাখছি।

Mr. Speaker :—The House stands adjourned till 2 P. M.

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত— (মিনিষ্টার) মাননীয় স্পীকার মহোদয়, ত্রিপুরার অর্থনৈতিক উন্নতি এবং ত্রিপুরার আনুষঙ্গিক সমস্ত কিছুর উন্নতির সঙ্গে এই রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থা অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত। আগে এই রাজ্যের যোগাযোগ পাকিস্তানের ভিতর দিয়ে ছিল এবং পাকিস্তানের প্রায় প্রত্যেকটি রেলওয়ে ষ্টেশনের সঙ্গে ত্রিপুরার বিভিন্ন Sud Divisional Head quarter এর যোগাযোগ ছিল। দেশ বিভাগের ফলে এই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। যদিও এতদিনের প্রচেষ্টায় আজকে ধর্ম্মনগর পর্য্যন্ত রেলওয়ে স্থাপিত হয়েছে এবং ত্রিপুরার অভ্যন্তরে নূতন রাস্তাঘাট অনেক হয়েছে, তাহলেও ত্রিপুরায় শিল্পের প্রসার সেই ভাবে হয়নি। এবং ত্রিপুরায় শিল্পের প্রসার না হওয়ার একটি প্রধান কারণ হচ্ছে এই ত্রিপুরার যোগাযোগ ব্যবস্থা। এখানকার কোন শিল্পজাত দ্রব্য বাহিরে পাঠাতে গেলে এই যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য খুবই ব্যয় সাধ্য হয়ে পড়ে। আজকে আসামের মধ্য দিয়ে যে যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে সেটাও বর্ষার সময় ব্যাহত হয়। তার ফলে ত্রিপুরাকে দুর্ভোগ ভুগতে হয়। এই দিক দিয়ে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে যোগাযোগের যে উন্নতি একান্ত প্রয়োজন। রাস্তাঘাটের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রেল পথের উন্নতির একান্ত প্রয়োজন। এই প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেই আজ থেকে এক বৎসর পুর্ব্বে এই Assembly resolution পাস করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন রেখেছেন যে যাতে ৪র্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে ধর্ম্মনগর থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত রেল লাইন স্থাপিত হয়। এটা খুবই যুক্তি সঙ্গত প্রস্তাব এবং আজকের এই প্রস্তাবও কেন্দ্রীয় সরকারকে সেই কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য। এই প্রস্তাবের মাধ্যমে আমরা

আবার কেন্দ্রীয় সরকারকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে আমাদের দাবী হচ্ছে ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত রেল লাইন। ত্রিপুরার শিল্প উন্নয়নের জন্য যা একান্ত প্রয়োজনীয় এই প্রস্তাব আমি সমর্থন করছি। এ সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে গিয়ে অনেকে বলেছেন যে পূর্ব্বের প্রস্তাবের পর মন্ত্রীদের তরফ থেকে কিছু করা হয়নি, এই কথা সত্য নয়। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যতবার দিল্লী গিয়েছেন এই নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং তা ছাড়াও Railway Ministry এবং Planning Commission এর সঙ্গে বহু correspondence তিনি করেছেন যাতে ত্রিপুরার রেল পথ স্থাপনের কাজ দ্রুত করা হয়। তাহলেও নানা কারণে এই বিলম্ব হচ্ছে। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এখনও স্থায়ীভাবে স্বীকৃত হয় নাই। নীতিগত ভাবে ত্রিপুরার এই দাবী মেনে নিলেও অর্থের অভাবে ৪র্থ পরিকল্পনাতে ঠিক ঠিক ইহার বিবেচনা করতে পারেননি কেন্দ্রীয় সরকার। তা সত্বেও এই প্রস্তাবের মাধ্যমে আমাদের এই দাবী আবারও কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট রাখছি, যাতে যথেষ্ট সহানুভূতির সঙ্গে দেখে ত্রিপুরার ভৌগলিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে এবং যে ভাবে ত্রিপুরা সমস্যাসঙ্কুল হয়ে উঠছে তার কথা চিন্তা করে এই রেলপথ স্থাপনের কথা বিবেচনা করেন। আজকে অবশ্য সবটার মধ্যেই সমস্যা আছে। কারণ দেখলে দেখা যাবে আসামের মধ্য দিয়ে যে মিটারগেজ রেলপথ ছিল সেটাকে Railway Ministry ধীরে ধীরে তুলে দিয়ে ব্রডগেজ লাইন করার কাজ চলছে। সেই কাজ কিছু কিছু আরম্ভ হয়েছে। আপনারা জানেন যে ব্রডগেজ লাইন গৌহাটি থেকে ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে যাতে অন্ততঃ লামডিং, অঞ্চলটা পর্য্যন্ত ব্রডগেজ লাইন করা যায়। কাজেই এটাও এক সময় Railway Ministryতে যিনি M. P. ছিলেন, আমি যতটুকু জানি অনেক পত্র পত্রিকা থেকে সেই সময় এটাও বিবেচিত হয়েছিল যে আজকে নূতন করে যেভাবে phase করা হচ্ছে এক সময় এই প্রশ্নও ছিল যে তাতে নূতন করে মিটার গেজ করা না ব্রডগেজ করা। এই রকম একটা অবস্থায় গিয়ে পৌছেছিল। কারণ আস্তে আস্তে যদি ঐদিক ব্রডগেজ হ'তে আরম্ভ করে তারপরে যখন এদিকে মিটারগেজের কাজ আরম্ভ হবে তখন ঐদিকের ব্রডগেজ হয়ে গেলে যোগাযোগের মধ্যে আবার একটা বিচ্ছিন্নতা আসার সম্ভাবনা আছে। এমন একটা সময় এই আলোচনার মধ্যে গিয়েছে। কিন্তু যা হউক যে ৪র্থ বার্ষিকী পরিকল্পনায় আমাদের দিক থেকে ত্রিপুরার বিভিন্ন দাবী থাকা সত্বেও ৪র্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এখন পর্য্যন্ত আমরা জানতে পারিনি যে তা গৃহীত হয়েছে। সে জন্যই আজকে Council এর পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত ছিল সেই সিদ্ধান্তকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী জানাচ্ছে যাতে ত্রিপুরায় এই যে দাবী railway এর দ্বারা তার যোগাযোগকে উন্নত করা। এই দাবীকে আমি সমর্থন জানাচ্ছি।

Mr. Speaker—The discussion is over. I am now putting the Resolution to vote. The question before the House is the resolution moved by Shri Umesh Lal Singh that this Assembly requests the Central Govt

to draw their attention to the resolution passed by this Assmbly regarding inclusion of the scheme of construction of railways from Dharmanagar to Subroom in the 4th Five Year Plan and requests the Central Govt. to expedite implementation of the resolution.

As many as are of that opinon will please say— "Ayes"

Voice— Ayes.

As many as are of contrary opinion will please say—"Noes"

No Voice,

I think, Ayes have it.

Ayes have it. Ayes have it.

The resolution is passed.

Next item in the list of Business is the private members' motion. I call on Shri Promode Ranjan Das Gupta to raise discussion on the construction of bund at border of Tripura and its effect on Agartala town & Suburb,

Private Members' Motion

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পাকিস্তান সরকার আগরতলা বর্ডারে যে বাঁধ তৈরী করছে, সেই বাধ এমন শক্ত করে তারা তৈরী করছে যে আগরতলা শহর ও শহরতলীর পক্ষে অন্ততঃ বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এখন আমরা দেখি যে যদি অল্প বৃষ্টিও হয় তাহলে আগরতলা ও শহরতলী জলের তলায় চলে যায়। এর উপর যদি পাকিস্তান সরকার তাদের বর্ডার অঞ্চলে এভাবে বাঁধ তৈরী করে তাহলে এই আগরতলা শহর ও তার শহরতলীর বিভিন্ন অঞ্চলের জনজীবনে একটা মস্ত বড় দুঃখ দুর্দশা ডেকে আনবে। ডেকে আনবে এজন্য যে এই বাঁধ যদি থাকে তাহলে এমন কি এই আগরতলাও আধ জলের তলায় চলে যেতে পারে। এখন সেই অবস্থার সৃষ্টি করার জন্যই তারা এই বাধ সীমান্তে তৈরী করছে। তাই আমাদের ও চিন্তা করতে হবে যে এটা বাধ না বাঙ্কার। তবে এই চিন্তাই আজকে আমাদের সামনে রাখতে হবে যে এটা একটি বাঙ্কার। কারণ এই বাঁধের নামে ত্রিপুরার উপর হামলা করার একটা সুবিধা বা মিলিটারী Strategy র সুবিধা নেওয়ার একটা কৌশল। এই চিন্তাই আজকে আমাদের করতে হবে। তাই আমি এই motion টি হাউসের সামনে রাখতে চাই। বেশী কথা এর মধ্যে বলে লাভ নেই। কারণ এটাকে আমাদের দুই দিকে চিন্তা করতে হবে। একদিকে চিন্তা করতে হবে যে যদি এই বাঁধ দেওয়া অব্যাহত থাকে, তাহলে পরে ত্রিপুরার এই অংশে আগরতলা এবং Suburb তার সমস্তই জলের তলায় চলে যাবে, যদি একটু মাত্র জল হয়। আর একটা দিক আছে যে ত্রিপুরার সীমান্তে অর্থাৎ পাকিস্তান থেকে এই রকম একটা বাঁধ কেন করা হচ্ছে এবং কি জন্য করা হচ্ছে। সেজন্যই আমি বলেছিলাম যে তাহ'লে সেটা কি বাঙ্কার? বাঙ্কার যদি না হয় তবে কেন কি জন্য এই বাঁধের প্রয়োজন। তাই আমি হাউসের

সাধনে এই motion রাখছি এর গুরুত্ব অনুভব করে। গুরুত্বটা হল আমাদের নিরাপত্তার, গুরুত্ব আমাদের বেচে থাকবার। এই দুইটির উপর নির্ভর করে আমি motion টি হাউসের সামনে এনেছি, এবং এই motion এনেছি হাউসের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য যে এই অবস্থা যদি চলতে দেওয়া হয় তাহলে ত্রিপুরার ভবিষ্যত অন্ধকার এবং ত্রিপুরার জনগণের দুঃখ দুর্দ্দশা টেনে আনবে এবং আর একদিকে ত্রিপুরার সীমান্তে যে নিরাপত্তা তা নষ্ট হয়ে যাবে। এই বলে আমি আমার মোশনটি হাউসের সামনে রাখছি।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কিছু দিন আগেও সামান্য বৃষ্টি যখন হয়েছিল তখন পাকিস্তানের এই বাঁধের ফলে আগরতলার পশ্চিমাংশে বিশেষ করে অভয়নগর, রামনগর প্রভৃতি অঞ্চলের রাস্তাঘাট প্রায় জলমগ্ন হয়ে গিয়েছিল। আগরতলা শহরের জল-নিষ্কাশনের যে একটি মাত্র খাল আছে বেশী রকম যখন flood হয় বা অত্যধিক বৃষ্টি হয় এই খাল দিয়ে শহরের সমস্ত জল সরা সম্ভব নয়। যদি এরকম একটা অবস্থার মধ্যে, এক্ষেত্রে আগরতলার যেরকম অবস্থা বরাবরই আগরতলাতে একটা flood যেন ভয় হয় ভাব বা একটা স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যেও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। আর এখন পাকিস্তানের বাঁধ দেওয়ার ফলে শহরের জনসাধারণের মধ্যে সাভাবিক রকমে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। কারণ এই বাধ দেওয়ার ফলে আজকে বিস্তীর্ণ ক্ষেতের উপর দিয়ে জল যেভাবে পূর্ব্বে সরতো তার slepe বর্তমানে আর নেই। শুধু একটা মাত্র খাল তাতেও নাকি sluice gate করে দেওয়া হবে অর্থাৎ জলকে নাকি পাকিস্তান Control করতে চাইছে। কাজেই বর্ষাকালে যখন বৃষ্টি হবে তখন স্বভাবতই অন্যান্য বার যে flood হয়েছে, যে অবস্থা শহরে থাকতো তার তুলনামূলকভাবে আজকে বা আমাদের ভবিষ্যতে আগরতলা শহরের ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে বিশেষ করে শহরের পশ্চিমাঞ্চলে বা সমগ্র শহরাঞ্চল জলমগ্ন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী। এই সম্পর্কে আমাদের সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তা মোটামোটিভাবে প্রশ্ন ও সাপলিমেন্টারী প্রশ্নের মাধ্যমে আমরা তা জানতে পেরেছি। তবে একটা কথা ঠিক যে আমাদের সরকার বিভিন্ন ভাবে তার প্রকল্প বা পরিকল্পনার অভাব নেই। আমরা জানি যে দীর্ঘ ২০ বছরে এই Congress রাজত্বের মধ্যে কত পরিকল্পনা আমরা দেখেছি। তাদের প্রকল্প বা পরিকল্পনার কোন অভাব নেই। কিন্তু ঐগুলি কার্য্যকারীতার দিক দিয়ে আমরা দেখতে পাই—প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে যা ছিল এখন পর্য্যন্ত কোন কোন ক্ষেত্রে আধাআধি হয়েছে বা কোনটি আজও আরম্ভ হয় নি। তার যে দীর্ঘসূত্রতা—কাজেই এই অবস্থা আমরা যদি দেখি তাহলে আমরা আজকে চিন্তা করতে বাধ্য হয় যে আগরতলা শহরকে সরকার পক্ষ কিভাবে রক্ষণ করবেন তার কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে কিনা তাও আমরা জানি না। শুধু অনেকটা অসহায়ের মত অর্থাৎ ঘটনার স্রোতে আমরা ভেবে চলেছি। পাকিস্তান বাধটা দিয়েছে, তার পাল্টাভাবে আগরতলার সহরের জল অন্যদিকে সরানোর কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা করা হবে। এই সম্পর্কে নাকি এখন চিন্তা জগতের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে, তার সুনির্দিষ্ট কোন রকম plan করা হচ্ছে কিনা জানি না, যদি

থেকেও থাকে সেই plan গুলির যে সহসা কার্য্যকরী করা হবে সেই সম্ভাবনাও নেই। কাজেই সেই দিক দিয়ে আজকে আমরা বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে দেখি, যদি বাস্তবিকই এই বাঁধগুলি তারা-দুটি ট্রাক নাকি পাশাপাশি এই বাঁধের উপর দিয়ে চলতে পারে সেই রকম নাকি বাঁধ দেওয়া হচ্ছে। Sluice gateও করে দেওয়া হচ্ছে। শুধু আগরতলায় নয়—বিশেষ করে কমলপুর ও অন্যান্য জায়গাতেও তারা বাঁধ দিতে আরম্ভ করেছে। অর্থাৎ water তারা Control করবেই। এই যে অবস্থাটি আজকে ত্রিপুরার একটা বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে আমরা চলছি। বিশেষ করে আগরতলা বা অন্যান্য যে সমস্ত মফঃস্বল সহর যেমন কমলপুরেও নাকি এরকম একটা আতঙ্ক দেখা গেছে। ঠিক তার পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে আমাদের যে কি করা হবে এসম্পর্কে সরকার কোন চিন্তা করেন কিনা জানিনা। এখনও যদি বর্ষাকাল আসার আগেই একটা determind wayতে কোন রকম একটা ব্যবস্থা না করা যায়, তবে আমাদের আগরতলা শহরবাসীকে একটা ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে ফেলে দেওয়া হবে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এ সম্পর্কে ইতিমধ্যেই জনতার মধ্যে দারুণ একটা আতংকের সৃষ্টি হয়েছে। এই আতঙ্ক কমাবার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা এ সম্পর্কে করেছেন এটা জনসাধারণের মধ্যেও প্রচার করা দরকার এবং কি কি পদ্ধতি— কারণ তাদের উপর আমাদের কোন হাত নেই অর্থাৎ পাকিস্তান তাদের জমির মধ্যে বাধ দেবে, জল তারা control করবে. এগুলির উপর আমাদের কোন হাত নেই। কিন্তু আজকে পাশাপাশি দেশ কৃত্রিমভাবে ভারতবর্ষকে দুটি ভাগ করতে বাধ্য হয়েছি। যে ভাবেই হউক আজকে আমাদের পাশাপাশি বাস করতে হবে। তাতে diplomatic channel এ হলেও বা আমাদের যাতে কোন অসুবিধা না হয় বা তাদের কোন অসুবিধা না হয় তার জন্য আমাদের পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা দরকার। আর যদি ঘটনার স্রোতের দিকে আমরা তাকাইয়া থাকি এখন flood হবে, হবে কিনা, যদি হয় ত বন্দোবস্ত হবে—এ রকম অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে আমাদের ফেলে রাখা হয়, তাহলে যে সাংঘাতিক অবস্থা আমাদের সামনে আসবে—হঠাৎ করে তাকে প্রতিরোধ করার মত ক্ষমতা কারুরই থাকবে না। অর্থাৎ আজকে বহু লক্ষ লক্ষ ধন সম্পদ, লোকজন ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই motion এর উপর আমার মোটামুটি বক্তব্য হচ্ছে—যেমন অনেকদিনের কথা মনে হয়, আমরা যে অভিজ্ঞতা নিয়েছি তাতে বরাবরই আমরা দেখতে পাই বা আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে আমরা জানি যে আগে রাজার আমলে আমাদের ত্রিপুরার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন রাজা সাহেব। তিনি কাউকে কোন দিন বিমুখ করেন নি। যে যা বলত সকলকেই 'হো আয়গা' বলে সকলকে বিদায় দিতেন। বর্ত্তমানেও সেই অবস্থা। কাজেই আমাদের এখানকার Minsterরা বা Ruling Party গত বৎসরের মধ্যে অনেক কিছু, করারদরকার, অনেক plan

ছিল বা প্রকল্প ছিল শুধু মুখে মুখেই আছে, কাগজে কলমেই আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় নির্ব্বাচনের পরমুহূর্ত্তে কংগ্রেসের বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট এ উক্তি করেছিলেন যে আমরা অনেক বড় বড় কথা বলেছি, কিন্তু কাজে তা করিনি। সেই জন্যই এই বিপর্য্যয়ের কারণ। যথার্থ সত্য কথাই তিনি বলেছেন। আজকে যদি ঘটনাটা এই ভাবে ঘটে অর্থাৎ শুধু এখন পর্য্যন্ত বিবেচনা করা হচ্ছে, এই বিবেচনার উপরই যদি রাখা হয় তা'হলে আমাদের শহরবাসী মানুষের জীবনে বিপর্য্যয় ঘটবে। কাজেই সে দিক দিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই এই সম্পর্কে একটা সুরাহা অবশ্যই করতে হবে। সরকার পক্ষ থেকে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে তা জনসাধারণকে ওয়াকিবহাল করা দরকার। আমরা অনেক সময় দেখি যে অবস্থার চাপে অনেক কিছু করতে হয়। আজকে যেটা অবধারিত পাকিস্তানে যে ভাবে বাঁধটা হচ্ছে এই এই বাঁধের ফলে আগরতলা শহর জলমগ্ন হবেই এসম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। কাজেই যখন হবে তখন একটা ব্যবস্থা করা যাবে তার অপেক্ষায় যদি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ থাকেন। এইভাবে করলে পরে একটা বিপর্য্যয়ে মুখে ফেলে দেওয়া হবে। কাজেই পূর্ব্বে থেকে একটা necessary step বা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া দরকার, অর্থাৎ মানুষের ধন সম্পত্তি জীবন রক্ষার জন্য কি কি ব্যবস্থা সরকার থেকে নেওয়া দরকার এইগুলি মোটামুটি ভাবে পূর্ব্ব থেকে একটা প্রস্তুতি রাখা দরকার তা যদি না করা হয় তাহলে আগরতলার সহরকে একটা মহা সর্ব্বনাশের মুখে ছেড়ে দেওয়া হবে। এই কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যে আলোচনা এখানে এনেছেন আমি তার সমর্থনের পক্ষে বলছি। পাকিস্তান বিরাট ভাবে একটি বাঁধ দিয়েছে তা'থেকে যদি আগরতলা শহরকে বাঁচাতে হয় তাহলে এখনই একটা কিছু ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। আমরা অনেক সময় দেখেছি যে সামান্য বৃষ্টি হলে আগরতলার অনেকস্থান জলমগ্ন হয়ে যায় তারফলে মানুষ ও অনেক গবাদিপশু মারা যায়। কাজেই ঐ দিক লক্ষ্য রেখে আমাদের সরকার যদি এখন থেকে কোন ব্যবস্থা না নেন তাহলে আগরতলা বাসী কত যে বিপন্ন হবেন তার সীমা সংখ্যা থাকবে না। শুধু আগরতলা শহরও নয়, খোয়াই শহরেরও একই অবস্থা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনিও আশা দেখেছেন যে খোয়াই এর কি অবস্থা। একটু বৃষ্টি হলেই শহরে জল উঠে ও জনসাধারণকে তখন ঘরবাড়ী ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে হয়। ঠিক একই রকম অবস্থা কমলপুর ও কৈলাশহরের অধিবাসীর। কাজেই এই সমস্ত......

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, আপনার বক্তব্য ঠিক এই বিষয়টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা—আমি এটা উদাহরণ স্বরূপ বলেছি। কাজেই আমাদের সরকারের উচিৎ পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে একটা ব্যবস্থা নেওয়া

যাতে আগরতলা শহরবাসী বিপন্ন না হতে পারে। এই অনুরোধ রাখছি মন্ত্রী মহোদয়গণের নিকট। এই বলে প্রস্তাবের সমর্থনকরে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

(Mr. Speaker—Yes, till this side.)

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য, প্রমোদবাবু যে প্রস্তাব এখানে উপস্থিত করেছেন হাউসের সামনে—তা অতি গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রস্তাব সম্পর্কে অধিক বলার প্রয়োজন মনে করিনা। কারণ আজকে আগরতলা শহরের অবস্থা এই বাঁধ দেওয়ার আগেও একটু বৃষ্টি হলেই, অর্থাৎ বর্ষা এলেই আগরতলার অবস্থা অনেক কাহিল হয়ে যায় বিশেষ করে জয়নগর, রামনগর, এই সমস্ত এলাকাগুলি বর্ষা আসার সঙ্গে সঙ্গেই প্লাবিত হয়ে যায়। মানুষ চলাচলের অনুপযোগী হয়ে যায়। কাজেই বর্ত্তমানে পাকিস্তান সরকার বর্ডার এলাকায় যে বাঁধ তৈরী করছেন, তারফলে সারা আগরতলা শহর এবং তার আশে পাশের গ্রামগুলি জলে ডুবে যাবে। এরফলে জনসাধারণের জীবনের উপর একটা বিপর্যয় আসবে। ফসলের উপর বিপর্যয় আসবে চলাচল ব্যবস্থার বিপর্যয় ঘটবে। কাজেই এই বাঁধ দেওয়ার সম্পর্কে অদ্য পর্য্যন্ত ত্রিপুরা সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন তা আমরা জানিনা। কাজেই আজকে ত্রিপুরার নিরাপত্তার এখানে পাকিস্তান যে একটা হামলা মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। তারজন্য আমাদের দৃঢ় প্রতিবাদ করা দরকার কারণ আজ এই বাঁধ যদি স্থায়ী হয়ে দাঁড়ায় তাহলে আগরতলাবাসী ও আশে পাশের গ্রামগুলির অধিবাসীদের যে চরম অবস্থা ধারণ করবে। কাজেই এইদিক দিয়ে ত্রিপুরা সরকারের কর্ত্তব্য হবে এর বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিবাদ করা ও কেন্দ্রীয় সরকারকে জানানো যাতে এই বাঁধ আগরতলার পক্ষে ক্ষতি না হয়, সেই দিকে খুব প্রখর দৃষ্টি দেওয়া দরকার। তা না হলে আগরতলা সহরের ও আশেপাশের গ্রামগুলির মানুষের নিরাপত্তা রক্ষা করা যাবে না। নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। আজকে পাকিস্তান শুধু একটি ব্যাপারেই নয়, সে প্রতিটি মূহূর্তে নানান কৌশল করে আগরতলা শহরের উপর নানান অসুবিধার সৃষ্টি করে চলেছে। সেই দিক থেকে সচেতন থাকা দরকার। এবং এই ব্যাপারে হাউসের এই প্রস্তাব সমর্থন করা দরকার, যাতে আগরতলা শহর এবং তার আশে পাশের গ্রামগুলির মানুষের নিরাপত্তার ব্যবস্থা ত্রিপুরা সরকার খুব কঠোর হস্তে রক্ষা করতে পারেন। সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়া অবশ্যই কর্ত্তব্য। কারণ অবস্থার গুরুত্ব দেখে এবং অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে, এই খানে খুব বেশী বক্তব্য রাখার বিষয় নয়। আমাদের এই অবস্থার মুকাবিলা হওয়ার জন্য, আজকে হাউস সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত পাশ করা উচিত বলে আমি মনে করি।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং:— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে হাউসে আমাদের মাননীয় সদস্য প্রমোদবাবু যে motion এনেছেন তা সময় উপযোগী। তার কারণ

শুধু বাঁধের নামে বাংকারের যে ইঙ্গিত দিয়েছেন, সেই ইঙ্গিতটা আমাদের মাননীয় বিরোধী-পক্ষের সদস্য বৃন্দরা কৌশলে এড়িয়ে গিয়েছেন। আমাদের সন্দেহ হচ্ছে এই সারা ত্রিপুরা রাজ্যের উপর যে নদীগুলি প্রবাহিত হয়েছে এবং যে নদী-গুলি পাকিস্তানে গিয়ে পড়েছে, সেই নদীগুলি পাকিস্তান এবং ত্রিপুরা রাজ্যের যে সংলগ্ন স্থান সেখানে আমরা দেখতে পাই প্রত্যেক বৎসরই বিরাট বাঁধ দিয়ে ত্রিপুরাকে economicaly এবং অন্যান্য অবস্থার দিকে আমাদিগকে গ্রাস করার জন্য একটা সুপরিকল্পিতভাবে এগিয়ে আসছে। আমরা এবিষয়ে যখন চিন্তা করিব, শুধু জলের বাঁধ দেওয়াটাই তাদের মূল উদ্দেশ্য নয়, তার পিছনে যেন একটা পরিকল্পিতভাবে কাজ চলছে বলে সন্দেহ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলে আমি মনে করি। আমাদের বিরোধীদলের মাননীয় সদস্যরা বলেছেন যে সামান্য বৃষ্টি হলেই আগরতলা টাউন জলে ডুবে যাব। আমি আর একটি দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই যে, আজকে আগরতলা টাউন সম্পর্কে যখনই আমরা আলাপ করি তখন দেখি যে আগরতলা টাউনের চারিদিকে বাঁধ দেওয়া হয়েছে। আমাদের কাছে প্রশ্ন হলো যে এই বাঁধ শেষ করে আগরতলা টাউনের জল কিভাবে নিষ্কাষণ করা যায়। অতএব আগরতলার বাঁধের ওপারে পাকিস্তান যে বড় বাঁধ দিয়েছে তার দ্বারা আমাদের আগরতলা টাউনের উপর যে জল জমবে তার সঙ্গে পাকিস্তানের বাঁধের কি সম্পর্ক আছে আমি বুঝতে পারছিনা। তাই আজকে সারা পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক যে অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে এবং চীনের যে বর্ত্তমান পরিস্থিতি তার সাথে আমাদের ত্রিপুরাকে গ্রাস করার যে পরিকল্পনা সেখানে শুধু বাধ দিয়ে জল আটকা-নোর পরিকল্পনা নয়। তার সাথে যে আমাদের ত্রিপুরাকে গ্রাস করার পরিকল্পনা নেই এমন কথা জোর করে বলা যায় না। তাই আমি হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাই আমি হাউসের প্রত্যেক সদস্যের কাছে অনুরোধ রাখছি এবং তাদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ চাই। শুধু বাধ নয় বাধের উপরও যদি আরো কিছু থাকে রাজনৈতিক দিক দিয়ে যে চিন্তাধারা থাকে সে দিকে দৃষ্টি দিয়ে আমাদের ত্রিপুরা, বাধের যে অবস্থা জলের যে অবস্থা সেটা usual course এ সারা ভারতবর্ষে Flood বন্যা usual course এ হচ্ছে। এবং তাকে protection দেওয়ার জন্য, বাধকে control করার জন্য এটা ঠিক রাজনৈতিক কিম্বা Political section এর lecture নয়, এটা Technical affairs. এখনে যারা বিদ্বান, যারা শিক্ষিত যারা এ সম্বন্ধে Technically expert তাদেরকে নিয়ে আলাপ আলোচনা করে পরিকল্পিতভাবে ত্রিপুরাতে ধীরে ধীরে কাজ এগোচ্ছে। আমার এটা ধারণা বিশেষ অভিজ্ঞতা হচ্ছে এই যে আমরা কয়েক বৎসর আগে যখন কৈলাসহরে গিয়েছিলাম তখন কৈলাসহরের নিকটবর্ত্তী একটি জায়গায় একটি ছড়ার পারে বড় একটি বাধ দেওয়া হচ্ছে। ঐ পারে বড় একটি বাধ দেওয়ার জন্য সরকার যে জায়গা requisition করেছে— বিরাট জায়গা, ৪০ ৫০ ফুটের মত জায়গা requisition করেছে।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য এই Motion এর উপর পরে না।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং (এল. এম এ) — বাঁধের কথা বলতে গিয়ে আমি একথা বলছি। তখন দেখা গেল অনেক জায়গা requisition করা হয়েছে। তখন জনসাধারণ জিজ্ঞাসা করল এত বড় বাধ দিয়ে কি হবে ? তখন আমি Engineer-expert কে বললাম এতবড় বাঁধ কি ভাবে হয়। তখন ওনারা বললেন আমরা যখন কোন বাঁধের কাজ আরম্ভ করি তখন ৪০।৫০ বা ১০০ বৎসর আগের Statistics নিয়ে ঐখানকার যে flood level সেই অনুযায়ী আমরা কাজ করে যাই। যদিও আমাদের চোখে এটা বিরাট লাগছে. কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এতবড় বাঁধের প্রয়োজন আছে। তারজন্যই আমাদের ত্রিপুরাতে বিরাট বাঁধ দেওয়ার যে প্রয়োজন তার কাজ ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। কিন্তু পাকিস্তান তার বাঁধের কাজ এগিয়ে আনার মধ্যেও যারা ত্রিপুরা রাজ্যের border এলাকাতে যে ভাবে তারা কাজ এগোচ্ছে বাধের নামে Banker তৈয়ার যে কথা বলেছেন সে দিকে মাননীয় সদস্যবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

Mr. Speaker—Is there any either to participate in the discussion ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, এখানে আলোচনার জন্য মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত মহাশয় যে মোশনটা হাউসের সামনে রেখেছেন সেটা যথার্থ এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দিকের প্রতি এই আাসেম্বলী সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই যে বাঁধটা যেটা পাকিস্তান দিয়েছে তার উচ্চতা হবে ৩০ ফুটের মত এবং তার প্রস্থ হবে ১৫ ফুটের মত। এটা আগরতলার পশ্চিম প্রান্তে এবং আন্তর্জাতিক সীমানা থেকে ১৫০ ফুটের পরেই তারা বাঁধ দিয়েছে তারফলে ত্রিপুরার যে অসুবিধা হবে সে সম্বন্ধে এখানকার Engineer গণ এবং কর্তৃপক্ষ গত এপ্রিল মাসে বাঁধটি তৈরী করার জন্য যখন দ্রুততর গতিতে কাজ আরম্ভ হয় তখনই সরকারী পর্যায়ে পাকিস্থান সরকারের নিকট প্রতিবাদ পাঠানো হয় এবং তার পরে কেন্দ্রীয় সরকারকে এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য লেখা হয়েছে। পাকিস্তানে কার্যারত ভারতের হাই কমিশনারের নিকটও এবিষয়ে লেখা হয়েছে। ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য। আমরা যে প্রতিবাদ পাঠিয়েছিলাম তার উত্তরও পাকিস্তান সরকার দিয়েছে। পাকিস্তানের তরফ থেকে তাদের বক্তব্য হচ্ছে এই যে, যেহেতু হাওড়া নদীর জল তাদের ফসলের বহুল ক্ষতি করে সেইহেতু ফসল রক্ষার জন্য তারা বাধ দিয়েছেন। অধিকন্তু তারা চার্জ করেছেন যে হাওড়া নদীর জল মোগড়া রোডের যে অঞ্চল ভেঙ্গে পাকিস্তানে প্রবেশ করে তারই জন্য এ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে অবশ্য সরকারের তরফ থেকে যে উত্তর দেওয়া দরকার তা পাকিস্তান সরকারকে দেওয়া হয়েছে। কাজেই এ জিনিসটির যে গুরুত্ব আছে সেটা সরকার অস্বীকার করেছেন না। এবং সেটাকে কয়েকবারই Principal officer এবং যারা Irrigation deptt এরEngineer আছেন তারা অকুস্থানে গিয়ে দেখে এসেছেন এবং বর্তমান বৎসরে যতটুকু তাদের

করণীয় ততটুকু তারা করছেন। কাজেই আজকে দেখতে হবে যে এই বিরাট বাধটির actual reaction কি হয়। আশু যেগুলি করার আছে সে বিষয়ে তারা দেখেছেন। কাজেই এখানে সমস্যা হচ্ছে দুটি। একটা যেমন আগরতলার জল নিকাশনের সমস্যা এই সমস্যা আগেও ছিল এবং তার উপর বোঝার উপর শাকের আটির মত বা শাকের আটির উপর বোঝা এসে যুক্ত হয়েছে। কারণ এই বাধটি না থাকা সত্ত্বেও ত্রিপুরার বিশেষ সমস্যা বিশেষ করে আগরতলার জল নিকাশনের সমস্যা। সমস্যা হচ্ছে দুটি একটা হচ্ছে বাধের অভ্যন্তরে যারা আছে অর্থাৎ আগরতলা Municipalty উত্তরে কাটাখাল এবং দক্ষিণে ঘুরে যে বাধটি গিয়েছে তার অভ্যন্তরে যে একটা বিরাট অঞ্চল রয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে অভিজ্ঞতায় তার জল বছর বছর কিছু কিছু করে বাড়ছে যার ফলে কয়েক বৎসর পূর্বে যে সমস্ত অঞ্চলে জল দাঁড়াত না সে সমস্ত অঞ্চলে জল দাঁড়াচ্ছে। কাজেই বাধের অভ্যন্তর দিয়ে জল যাওয়ার যে ব্যবস্থাটা সেটা একমাত্র সমগ্র আগরতলার অভ্যন্তরের জল আখাউড়ার খাল দিয়ে যায়, এবং বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ এই আখাউড়ার খাল ত্রিপুরার বাইরে অর্থাৎ পাকিস্তানে যে অঞ্চলটা পড়েছে সেখানে কোন রকম Excavation এর সুযোগ সরকারের তরফ থেকে নেই। কোন রকম খনন করার সুযোগ সেখানে নেই। কাজেই এর অভ্যন্তরে যেটা আছে তা দিয়েই চলতে হচ্ছে। এবং শহরের ভিতর থেকে জল যাতে দ্রুত গতিতে নেমে যায় তার জন্য শহরের কিছু কিছু ড্রেইনকে পাকা করা হয়েছে। সেটা মাননীয় স্পীকার মহোদয় নিজেও জানেন। কিছু কিছু ড্রেইনকে পাকা করা হয়েছে এবং তার next stage এ আরো কয়েকটি ড্রেইন আছে সেগুলিও পাকা করে অর্থাৎ শহরের অভ্যন্তরে সহজে যাতে আর জল দাঁড়িয়ে না থাকতে পারে। তাছাড়া এই জল নিকাশণের জন্য কাটা খালটিকেও কাজে লাগানো হয়েছে। বর্তমানে বর্ষার জন্য এটার কাজ বন্ধ আছে। আবার শীতের সময় এর কাজ আরম্ভ হবে। তখন জল নিকাশনের জন্য এই খালটিকে কেটে আখাউড়া খালের সঙ্গে আর একটি খাল কেটে যুক্ত করার পরিকল্পনাও আছে, যার ফলে কাটা খাল দিয়ে যে জল যাবে এবং যে যে ড্রেনের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে তখন তার জলটাও আখাউড়া খালে পড়বে। এতে জল নিকাশণ হবে। আমি নিজেও মনে করি এ দ্বারাও সমস্যার সমাধান হবে না। তার কারণ হচ্ছে এই যে দুটি সমস্যার মধ্যে দুটি জিনিষ এসে যুক্ত হয়েছে। যেহেতু আমরা আলোচনা করছি, একটা হচ্ছে এই যে আগরতলার এই অঞ্চল থাকলেও আগরতলা শহরের মধ্যে স্বাধীনতার পর যে সমস্ত অঞ্চল ধীরে ধীরে এসে যুক্ত হয়েছে যেগুলি আগে বাঁধের বাইরে জমি হিসাবে ছিল। বাঁধ দিয়ে সেটাকে রক্ষা করতে গিয়ে যে অঞ্চলগুলো শহরের বাধের ভিতরে পড়েছে এবং স্বভাবতই সেই সমস্ত অঞ্চলে বাড়ী ঘর হচ্ছে এবং বাড়ী ঘর যারা করছেন এবং করতে গিয়ে পুকুর কাটতে হচ্ছে এবং পুকুর কেটে যে মাটি হচ্ছে তা দিয়ে জায়গাটা উঁচু করা হয়েছে। এর মধ্যে যারা সামর্থ লোক তারা বাইরে থেকে মাটি এনে তাদের অঞ্চলকে তারা উঁচু করছেন। তার ফলে এই শহরের মধ্যে যেসব অঞ্চল আছে—স্বভাবতই আপনারা যদি লক্ষ্য করে থাকেন তাহলে

দেখবেন যে আগরতলা শহরটা উত্তরে এবং দক্ষিণে উঁচু এবং মধ্যবর্তী স্থানটা roughly বলা যায়—সেটা হচ্ছে নিচু। অনেকটা একটা circle এর আঁকের মত। অর্থাৎ মধ্যবর্তী জায়গাটা অনেক নিচু হয়ে গেছে। সেজন্য দেখা যায় আখাউড়া রাস্তার কোন কোন অঞ্চলে বা তার পাশ দিয়ে জায়গাগুলি জলে ডুবে যায়। সেরকম শিবনগর অঞ্চলও। কাজেই এই সমস্যাটা প্রবল এবং তার জন্যই Investigation Department থেকে আশু যেটা করা দরকার সেটা হচ্ছে যে সমস্ত আগরতলার অন্ততঃ low line area গুলো যদি তার draneige system টাকে পরিপূর্ণ ভাবে করতে হয় তাহলে যত low line area আছে সেই low line area র একটা বিস্তান সম্মত নীচটার একটা হিসাব নেওয়া উচিৎ এবং তার প্রাথমিক যে survey তা একটি পর্যায়ে হয়ে গেছে এবং যতটুকু আমি জানি সেটাকে আবার অনুসন্ধান করে দেখা হচ্ছে এই সমস্ত low line area গুলো থেকেও কিভাবে জল নিষ্কাশণ করা যায়। তাহলেও আমার নিজের কাটা মনে হয়, তবুও এই জলের সমস্যা থাকবে। তার কারণ হচ্ছে এই যে শেষ পর্যান্ত জল যেখানে পরবে সেটা হচ্ছে আখাউড়ার খাল। অর্থাৎ শেষ পর্য্যন্ত এই জল পাকিস্তানে গিয়ে পরবে। সেই পর্যান্ত হয়তো আখাউড়া খালের যে অংশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত সেখানে খাল যেটা হয়তো আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। কাজেই এক সময় এটাও দেখা উচিৎ ছিল, যে কোন ভাবে পাম্প করে হাওড়া নদীতে জল সরানো যায় কি না। কিন্তু সেটা অনেক ক্ষেত্রে possible হয় না এই জন্য যে এখন পর্যন্ত electricity অর্থাৎ বিদ্যুৎ খুব সস্তা হয় নি। আমাদের omium থেকে যে বিদ্যুৎ আসার কথা ছিল 3rd five years plan এ, নানা কারণে সেটা দেরী হয়ে গেছে এবং তারজন্য এই ধরনের একটা পাম্প system সেটা পূর্ণ ভাবে কার্য্যকরী করা যায় কি না। বিদ্যুতের অভাবে সেটা করা যায় না বলেই যতখানি এগিয়ে ছিল ততখানি নেই। তার কারণ আর একটাও দেখা যায় যে পাইপ দিয়ে বৎসরে বার মাস একটা পাম্পিং সিস্টেম যদি হয় সেখানে বারমাস কাজ হবে না। শুধু বর্ষার সময়েই কাজ হবে। তাকে বারমাস ঠিক করে রাখা যাবে কিনা সেটাও আজকে খুঁজে দেখা হচ্ছে। আরেকটা হচ্ছে আজ যদি বিদ্যুৎ সস্তায় না পাওয়া যায় তাহলে শুধু স্থানীয় যন্ত্রের উপর নির্ভর করলে, সে যন্ত্র বছরে বারমাস এর মধ্যে ৯ মাস বসে থাকবে। ৯ মাস পরে তার শক্তি ক্ষমতা ঠিক ভাবে থাকবে কিনা—এত টাকা ব্যয় করে যা করা হবে সে যদি প্রয়োজনের সময় ঠিকমত service না দিতে পারে তাহলে সেটা আরেকটা সমস্যা ডেকে আনবে। কাজেই আশংকা করা হচ্ছে যে বিদ্যুৎ সরবরাহ যখন যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাবে তখন অন্ততঃ low line are গুলো আছে, যেগুলো অতি সহজে যায় সেগুলো। পাম্প করে সরিয়ে যাতে সেই সমস্যার সমাধান করা যায় কিনা। আর এছাড়াও, বাধের ভিতরে যেটা পড়েছে, আপনারা জানেন যে কাট খালে সহরের কিছু জল যাওয়ার জন্য একটা sluice gate করা হয়েছে। এখন আবার নতুন করে দেখা হচ্ছে যে sluice gate দিয়েও জল কিছু সরানো যায় কিনা কিন্তু তাহলেও তার মধ্যে সমস্যা হচ্ছে এই বর্ষার সময়ে যেমন নাকি

শহরের ভিতরে জল হয়, যদিও নদীর জল শহরের ভিতর আসেনা তাহলেও নদীর দুপাশের কাটা খাল এবং হাওড়া নদী যে দুটো আছে বর্ষার সময় তা জলে পরিপূর্ণ থাকে। এবং তা যদি জলে পরিপূর্ণ থাকে তাহলে sluice gate দিয়েও যথেষ্ট পরিমাণ জল বেরিয়ে যেতে পারবেনা। তবে হয়ত তার এটুকু সুবিধা হতে পারে যখন নদীতে জল থাকবেনা এমন একটা সময়ে যদি আগরতলাতে বৃষ্টি হয় এবং আগরতলার low line area গুলো যদি জলে পূর্ণ থাকে অন্ততঃ, সেই সময়ে low line areaর অধিবাসীরা তার দ্বারা হয়তবা বেশী benifitted হতে পারবে তার জন্যে আগরতলার জল নিষ্কাশনের সেই দিকটাও ভেবে দেখা হচ্ছে যে আরও নূতন করেকটা sluice gate করা সম্ভব পর কিনা এবং করলে পর প্রকৃতই জল নিষ্কাশন করে যতটুকু সুবিধা জনসাধারণকে দেওয়া যায় সেটা দেওয়া যাবে কিনা। কাজেই মোটামুটি ভাবে আগরতলার অভ্যন্তরে যেটা আছে সে সম্বন্ধে আমি বলেছি। তাহলেও আর একটা বিরাট সমস্যা থেকে যায়, সেটা হচ্ছে যে, যখন নাকি বন্যা বা অতি বৃষ্টি হয়, এটি গেল বাঁধের ভেতরের সমস্যা। তাছাড়াও বাঁধের বাইরের সমস্যাও আছে। অর্থাৎ বাঁধের বাইরে যে সমস্ত গ্রাম পড়েছে—সেই রাণীরবাজার থেকে আরম্ভ করে এদিকের বিভিন্ন গ্রাম এবং কাটা খালের এদিকে যে সমস্ত মাঠগুলো আছে সেগুলোও জল মগ্ন হয়ে যায়, এবং আজকে পাকিস্তানের এই বাঁধটির ফলে এতে শুধু বাঁধের অভ্যন্তরের লোকেরই যে অসুবিধার সৃষ্টি হবে। তা নয় হয়ত বাঁধের অভ্যন্তরে যদি সেদিক দিয়ে বলা যায়, কিছু কম হওয়ার সান্ত্বনা আছে। কিন্তু বড় যে অসুবিধার সৃষ্টি হবে সেটি হচ্ছে যে, যখন বন্যা হয় তখন হাওড়া নদীর উদ্বৃত্ত জল, অনেক সময় মাঠের উপর দিয়ে গড়িয়ে যায়, এবং তা যা যায় ফলে বিভিন্ন মাঠে জল উঠলেও জলের যে লেভেলটি থাকে সেই লেভেলের উচ্চতাটি বাড়তে পারেনা। কিন্তু এই ক্ষেত্রে যেভাবে আজকে পাকিস্তান বাঁধ দিয়েছে তাতে যদি আমাদের এই অঞ্চলটিকে রক্ষা করতে হয় আমাদের চোখের সামনে যে সমস্যা হচ্ছে আজকে যদি সেটি রক্ষা করতে হয় এবং আজকে যদি নদীর পাড়ে পাড়ে আমাদের বাঁধটিকে জোর করে দেওয়া হয় তাহলে এইদিক দিয়ে এর যে ভিতরের লোকগুলো আছে তারা হয়ত লাভবান হবেন। কিন্তু বন্যার দিক থেকে তারা লাভবান হবে, কিন্তু এই বাঁধটি জোরদার হওয়ার জন্যে নদীর মধ্যে ~~জল~~ স্ফীতি হবে. আজকে যারা চাক্ষুষ ভাবে শ্মশানের পরবর্ত্তী জায়গার অসুবিধেটা দেখেছেন, সেই জায়গার মধ্যে রাস্তার দিক দিয়ে চলাচল করে বা যায় সেখানে একটি bottle neck এর সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ এর পেছনে যদি আমরা যাই তাহলে দেখব যে জল যাওয়ার জন্য একটা বিরাট বিস্তীর্ণ মাঠ আছে, কিন্তু এর পিছন দিকে জল যাওয়ার যে রাস্তাটি সেটি অত্যন্ত সরু। কাজেই হাওড়া নদীর সমস্ত জল যদি নদীর ভিতর দিয়েই যেতে হয় তাহলে সেখানেও আর একটি সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কাজেই আজকে সে জল পাকিস্তান বাঁধ দিয়ে রোধ করেছে সেটা যদি এখানে রুদ্ধ হয় সেদিক দিয়ে ঐ অঞ্চলের যে জল আটকানোটা

সেটা ক্ষুদ্র হলেও বাঁধের বাইরে যারা পড়েছে তাদের দিকটাও বিবেচনা করতে হবে। কাজেই ক্ষুদ্র নিকাশনের ক্ষেত্রে যেখানে তার প্রতিরক্ষা বা অন্য ক্ষেত্রে আছে আমরা অত্যন্ত দ্রুত প্রক্রিয়াতে এবং সাফল্যের সঙ্গে তার মোকাবিলা করব এবং পাকিস্তানের কাছে ইতিমধ্যেই প্রতিবাদ করা হয়েছে এবং delopmatic channel এ যা কিছু করা যায় তারজন্য চেষ্টা করা হবে। কিন্তু আভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে আমি এটা মনে করি যে এক বৎসরের মধ্যে নদীর সমস্ত জলকে বাঁধ দিয়ে আটকানো যায় না। কারণ আর একটা সমস্যা হচ্ছে এই যে, কোনদিন কি পরিমাণ বৃষ্টি হবে তারকোন স্থিরতা নেই। আগরতলায় অনেক সময় দেখা গেছে হঠাৎ যখন বৃষ্টি হয় কোন কোন ক্ষেত্রে একদিনে ১২'' বা ১৮'' পর্যন্ত বৃষ্টি হয়ে যায়। সেই ক্ষেত্রে সমস্যাটা অত্যন্ত গুরুতর আকার ধারণ করে। কাজেই সেইদিক দিয়ে আশু প্রতিকারের জন্য কতগুলো স্থানীয় বাঁধকে মেরামত করা। বড় আরো কয়েকটা বাঁধ হয়েছে কিন্তু বর্ষার জন্যে হয়তো সে কাজের আশু প্রতিকার করা সম্ভব পর হবে না। যা করলেও আমার মনে হয় হঠাৎ বর্ষা আসলে পর তা ধুয়ে নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কাজেই বাঁধের একটা পরিপূর্ণ কাজ আরম্ভ করতে গেলে পর শীতের থেকে আরম্ভ করে বর্ষার আগে শেষ করা উচিৎ। বর্ষার থেকে আরম্ভ করে শীতের মধ্যে শেষ করে লাভ নেই। এবং পাকিস্তানের দিক দিয়ে দেখা যাবে তারা অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে এই কাজটিকে গ্রহণ করেছে। কাজেই আমাদের পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তার সঙ্গে সমতা রক্ষা করা এ বছর সম্ভব পর হয়নি। কিন্তু সরকার এ বিষয়ে অত্যন্ত সজাগ আছেন যে, কি করা যায় এবং যে সম্ভাবনার কথা বলেছেন এটা অত্যন্ত বড় কথা হয়েছে। আজকে এই বাঁধ যেটা শুধু বাঁধের ব্যাপার নিয়ে হয়েছে তা নয়। সেটাকে প্রতিরক্ষার কাজে লাগানো হয় কিনা সেটাও অত্যন্ত শ্যেন দৃষ্টি দিয়ে সেটাকে রক্ষা করতে হবে এবং তাকে প্রতিরোধ করতে গেলে পর যা করা দরকার নিশ্চয়ই সরকারের দিক থেকে সেই বিষয়টা অন্ততঃ প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে যেটা করণীয় সেটা বিশেষ করে দৃষ্টি দেওয়া হবে। এই বলেই এ আলোচনাটির যিনি সূত্রপাত করে-ছেন তার জন্য আলোচককে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি এবং সরকার অত্যন্ত সতর্ক এবং সজাগ দৃষ্টি রেখে এ সমস্যার যাতে একটা স্থায়ী সমাধান করা যায়, তার সঙ্গে বন্যা নিরোধ চিন্তা করা যায়, এটা সরকার করবেন। তাহলে বন্যা নিরোধ যে প্রকল্প সেটা খুব তাড়াতাড়ি হওয়া সম্ভবপর নয়, তার কারণ হচ্ছে সেই অনেকগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হয়। তাহলেও তার মধ্যে যতখানি দ্রুততার সঙ্গে এই কাজটি করা যায় আমি আগেও বলেছি যে Engineer যারা আছেন। Principal Engineer ও অন্যান্য Engineer যাও দেখে এসেছেন এবং তা নিয়ে তারা এখন মোটামুটি আশু মেরামত করার তা করেছেন যে আর বাকীগুলো তারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেছেন যে স্থায়ীভাবে এরজন্য কি বিহীত করা যায়। এবং আমি একথাও বলবো যে শুধু একটা করার জন্যই কিছু করা উচিত নয় যে কাজটা স্থায়ীফল দেবে এবং যার দ্বারা ত্রিপুরার অর্থেরও

অপচয় হবে না এবং ত্রিপুরার জনসাধারণ তথা আগরতলার জনসাধারণ এবং যাঁদের বাইরের যে সমস্ত জনসাধারণ আছেন তারা আস্থাবান হবেন। সেই রকমই একটি পরিকল্পনা নিয়ে করা উচিত শুধু দেখাবার জন্য কাজ করা উচিত নয়। সেই দিক দিয়ে সরকার যথেষ্ট সতর্ক দৃষ্টি রেখে কাজ করছেন এবং করবেনও। কাজেই আজকে এই গুরুত্বপূর্ণ বাধটির কথা বলেছেন তার বিষয়ে সরকার সজাগ আছে। এবং আরও বহুখানি করা যায় এ বিষয়ে সরকার করবেন। এই বলেই আমি আমার বক্তৃতা শেষ করছি।

Mr. Speaker :— Discussion on this Motion is over Next I shall call on Shri Aghore Deb Barma to raise discussion on— Activities of District Administration on administration of recent occurance.

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার Motion হচ্ছে Activities of District Administration on adminastrition of recent occurance মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় District administration এর মধ্যে যেভাবে বিভিন্ন রকমে জনসাধারণকে হয়রানি করা হচ্ছে এবং বিভিন্ন Department গুলির মধ্যে যে Corruption বা অন্যায় দুর্নীতি চলছে সে সম্পর্কে এখানে আলোচনা করার জন্য আমি এই Motionটি রেখেছি। প্রথম কথা হচ্ছে এখানে District Administration যে সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে অর্থাৎ ত্রিপুরা সরকারের plan ইত্যাদি যে সমস্ত করা হয় ...

Mr. Speaker :—Hon'ble Member. I shall request you to confine your speech on a particular issue of the District Administration.

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা—Yes particular issue র মধ্যে আমি রাখবো। District Administration যে সমস্ত কাজকর্ম্ম করার জন্য plan ইত্যাদি নেওয়া হয়। খাস জমি যদি পেতে হয় তাহলে সেখানে District Administration এর sanction লাগে। Compensation authority D M. এর হয় না, এই সমস্ত অনেকগুলি ঘটনা আমরা দেখি যেমন এখানে Public Accounts Committee র Recommendation এর মধ্যে আছে—During the year in question none of the Piggery Development Blocks could be stored Main reason for non starting of the unit were non-availability of sites etc Site for Kalachera unit was only made available in the month of March 1963.

Piggery Development Block start করার জন্য Lalchera, Nabincheraতে খাসের জমি ঠিক করা হয়েছিল কিন্তু দু বৎসরের মধ্যে District Administration এর Land acquisition তা ঠিক করে দিতে পারেনি।

কতকগুলি ঘটনা উল্লেখ করছি যে কোন্ সময়ের ঘটনা এবং কবে পর্য্যন্ত পাওয়া গেলনা। অর্থাৎ যেভাবে দেরী করে রাখা হয়, plan এর যে সমস্ত কাজ কর্ম্ম গুলি যথা সময়ে করা

হচ্ছে না, করতে পারা যায় না। Due to neglegence of District Administration.

Due to dispute between contractor and the department work has been suspended. They site of Nabinchera Piggery Unit has been handed over to the Animal Husbandry Department in May, 1965. Though it was requisitioned in December, 1963. Regarding R. C. Coloney at Amarpur, site has not yet been made available. The Committee observes that the 3rd 5 years plan period is now into ast year. It regrets to noted that dispute which occured between the Contractor and the Department in the year 1963 could not be settled yet.

এই ভাবে বহু ঘটনা আছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অর্থাৎ plan এর যে সমস্ত কাজ কর্ম্ম হওয়ার কথা সেগুলি অনেক সময় হয়ে উঠে না। যেমন বিশালগড়ে Marketing Development Scheme করার কথা ছিল কিন্তু অনেক দিন ধরে Land Acquisition হচ্ছে বলেই শুনছি। কিন্তু Compensation র টাকা দেওয়া হয়েছে কিনা এখন পর্য্যন্ত তা বুঝতে পারছি না অর্থাৎ কাজ কর্ম্ম যে সময়ে হওয়ার কথা ছিল তা হচ্ছে না অনেক দেরী হচ্ছে। Plan আছে কিন্তু কার্য্যতঃ কাজ কর্ম্ম ঠিক ঠিক ভাবে হচ্ছে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ভাবে আরো অনেক ঘটনা আছে। যেমন অনেক নিরীহ মানুষ যারা তালুকের ক্ষতিপূরণ পাওয়ার কথা, তারা দীর্ঘদিন যাবৎ পাচ্ছেন না। এমনই একটি ঘটনা আমি House এর সামনে রাখতে চাই যেমন সেটা হচ্ছে—একটা সংশ্লিষ্ট ঘটনা—regarding compensation of Kayemi Taluk, Zote No. 89 under Rajnagar village মোট 822 দ্রোণের মধ্যে ১৬ দ্রোণ unauthorised occupation by Forest Department একটা অংশ, আর আরেকটা অংশ হচ্ছে মহারাজ কীরিট বিক্রম। মহারাজের আমলে অনেক দিন পূর্ব্বে ঐ জায়গাটা খাস করা হয়। কিন্তু জায়গাটা নামেই খাস। কিন্তু তালুকদারকে কোন Notice দেওয়া হয় নাই এমনি। compensationও দেওয়া হয় নাই।

আগরতলার উত্তরদিকে গান্ধীগ্রাম under রাজনগর village Sadar বামুটিয়ার কিছু অংশও সেখানে পড়েছে within 60 Drun of land illegal possession under Forest Department 59·59 acars আর মহারাজ কীরিট বিক্রমের দখলে আছে 32·70 একর। এই তালুক প্রথম granted করা হয়, ১২৬০ ত্রিপুরাব্দে। স্বর্গত মহারাজ বীরবিক্রম মাণিক্য বাহাদুর ইহ খাস করেন কিন্তু খাস করার পর তালুকদারকে কোন নোটিশ দেওয়া হয় নাই বা তার Compensation এর টাকাও দেওয়া হয় নাই। এটা যে মহারাজার বাচনিক আদেশে খাস হয়। এরপর একটা অংশে—plantation করা হয়, আর একটা অংশে—সরকারী দখলে রহিল। এরপর থেকে এখন পর্য্যন্ত ঐ তালুকদার বরাবর খাজানা দিয়ে আসছে। কিন্তু তখন মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর তালুকদারকে ঐ জায়গার পরিবর্ত্তে খাস জায়গা দেওয়ার জন্য লিখে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই সময়ে তা কার্য্যকরী করা হয়নি। ১৫। ১। ৪৯ ত্রিপুরাব্দে

রাজা এ সম্পর্কে একটা আদেশ দেন। কিন্তু তা আর emplement করা হয়নি। তখন ছিল রাজার আমল সব মুখে মুখেই চলত। বিগত ২০ বছর যাবত তালুকদার এর জন্য কোন compensationও পানই নাই বরং regularly তিনি ঐ তালুকের খাজানা দিয়ে যাচ্ছেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে এ ইসম্পর্কে একটা নোটিশও আছে। মহারাজার এটা সম্পর্কে আমি সামান্য কিছু referrence টানছি। শ্রীযুত ঠাকুর জিতেন্দ্র মোহন দেববর্মা যার পেনশন সম্পর্কে আমি উল্লেখ করেছিলাম, যে পেনশনটি করে দিতে পারেন নাই। পিতা মৃত অনুকুল দেববর্মা হা খাঃ খোয়াই বিভাগীয় হাকিম। উনি তখন খোয়াই বিভাগীয় হাকিম ছিলেন। ওনার হাতে লিখিত—যেহেতু সদর বিভাগীয় এলাকার সাং বামুটিয়া আগরতলা পরগনায় অন্তর্গত আপনাদের পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর্গীয় নবচন্দ্র ঠাকুর নামীয় ৭৯ এবং ২০ নম্বর কায়েমী তালুকের অন্তর্গত ভূমিতে শ্রীশ্রীযুত সরকারের প্রয়োজনে যে ২০০ দ্রোণ ভূমি খাস দখলে গৃহীত হইয়াছে এই জমির পরিবর্ত্তে উক্ত প্রকারের পরিমাণ আপনাদিগকে এওয়াজ দেওয়ার জন্য শ্রীযুত সরকারের আদেশ। তখন এখানে সদরের Collector ছিলেন N. C. Deb Barma শ্রীশ্রীযুতের একট আদেশ "যে পরিমান জঙ্গলের ভূমি খাস করা হয়েছে উক্ত প্রকারের এই পরিমাণ ভূমি এওয়াজ দেওয়া হইল" Sd/- B. B. অর্থাৎ বীরবিক্রম মানিক্য বাহাদুর, ১৫।১।৪৯ ত্রিপুরাব্দ এটা গেল রাজার আমলে। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে যখন Survey Settlement operation আরম্ভ হইল তখন dispute দেখা দিল। Forest Deptt, বলে তার জায়গা, কিরিট বিক্রম বলে তার জায়গা। Dispute enquiry করতে গিয়ে সার্কেল অফিসার এ সম্পর্কে গত ৬।৪।৬০ ইং তারিখের এর রায়ে বলেন ৮৯ নং কায়েমী তালুকের অন্তর্গত একটি অংশ বনকর বিভাগের। আর একটি অংশ মহারাজা কিরীট বিক্রম মাণিক্য বাহাদুর বেআইনি ভাবে দখল করিতেছেন। C. O. proper authority র কাছে ক্ষতিপূরণের দাবী দাওয়ার জন্য দিল্লী লিখেছেন। খাঃ হইল S, K, Dass Gupta তাং ৬।৪।৬০ইং তারপর এই তালুকদার সম্পর্কে একটির পর একটি দরখাস্ত করে যাচ্ছেন। দরখাস্তের উত্তরগুলি পর্য্যন্ত দেওয়া হয় না। আর এই সম্পর্কে যখন নাকি petition করা হয় ৺চন্দ্রহাস সিংহ তখন Collecter ছিলেন। গত ২১।১২ ৫০ইং তারিখে স্বর্গত চন্দ্রহাস সিংহ যখন সদর কালেকটার ছিলেন তখন ৮৯ নং কায়েমী তালুকের ভূমি হইতে খাস দখলে আনিত ভূমি কারাকারী মতে বাদ দেওয়া ও উপযুক্ত মত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য শ্রীঅনুপম দেববর্মা প্রার্থনা করিলে রাজস্ব বিভাগের ২৮ ৯ ৫০ ইং তারিখে ৮৯-৮৬২ / ৯২-৯২ এটা হল সেহা নং. এই আদেশ উপলক্ষে তিনি একটা আদেশ দেন গত ২৮ ১১।৫০ইং তারিখে হেড্ আমীনের রিপোর্ট মূলে—গত ১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের নির্দ্দেশে ৮৯ নং কায়েমী তালুকের অন্তর্গত অনেক ভূমি খাস দখলে আনিত হইয়া শাল ও অন্যান্য বৃক্ষের বাগান করা হইয়াছে। এই শাল বাগানের ৮৯ নং তালুকের অন্তর্গত অনেকভূমি সাব্যস্ত

হইয়াছে। এই ভূমি বহুদিন পূর্ব্বে খাস দখলে আনিত হইয়াছে। তাহা অদ্যাপি রাজস্বকারী খাস করা হয় নাই বা এই ভূমির জৌমি হইতে বাদ দেওয়া হয় নাই। তালুকদার পক্ষকে ক্ষতিপূরণও দেওয়া হয় নাই। বর্তমানে এই ভূমি খাস করিয়া তালুকদার পক্ষকে উপযুক্ত ক্ষতি পূরণ প্রদান করা. খাস ভূমি জৌমী হইতে বাদ দেওয়া অথবা খাস বাগান ইত্যাদি সহ তালুক অন্তর্গত সমস্ত ভূমির দখল তালুকদার পক্ষদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া একান্ত আবশ্যক। ইহা রাজস্ব বিভাগের বিবেচনাধীন, প্রদানের জন্য দায়ের করা হইয়াছে। স্বাক্ষর—চন্দ্রহাস সিংহ তারিখ ২১।১২।৫০ইং। তিনি তখন Divisional officer ছিলেন। এইরকমের অনেকগুলি দরখাস্ত আছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এখন পর্যন্ত সেই ক্ষতি পূরণের টাকা তাদেরকে দেওয়া হয় নাই। এখন আমার বক্তব্য হচ্ছে এখানে যারা জোতদার কারণ একথা ঠিক আজকে যদি কোর্টে তারা মামলা দায়ের করেন compensation এর জন্য—তাহলে সরকার, সমস্ত নথি পত্র কাগজ পত্র আছে, তার মূল্যের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য কিন্তু আজকে প্রশ্ন হল যদি তারা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার জন্য মামলা করতে যায় তাহলে তাদের কমপক্ষে ১০০০০ টাকা Security Deposit দিতে হবে। ৩ লক্ষ ২০ হাজার টাকা তাদের claim এখন সাধারণ গরীব মানুষের পক্ষে বর্তমান দুর্দিনের মধ্যে সংসার চালানোই কষ্টকর, এমতাবস্থায় ১০ হাজার টাকা জমা দিয়া তারপর মামলা চালানো এটা কি সম্ভব? কাজেই সংক্ষেপে আমার বক্তব্য হচ্ছে, যে সমস্ত দরিদ্র, অর্থহীন লোক আছে তাদের অফিসের দপ্তর করা সম্পর্কে কম জানেন বা অভ্যস্ত নন তাদের District Administration কি ভাবে অবহেলা করছেন তাই একটা নজীর হিসাবে আমি এখানে রাখছি। কারণ District Administration এ সরকারী আইন মতে অনেক সময় অনেক document আছে, বাওয়ার কথা পর্যন্ত উল্লেখ আছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন কিছুই করা হচ্ছে না, এখন নাকি সরাসরি অস্বীকার করছেন; এই অবস্থার মধ্যে চলছে। কিন্তু যে মানুষ পূর্বে হাকিম ছিলেন—আমরা জানি সাধারণতঃ tribalরা খুব সরল, বুদ্ধি বিবেচনা অন্যান্যদের তুলনায় কম। শিক্ষিত হইলেও স্বভাব সিদ্ধ এটা আছেই। যিনি হাকিম ছিলেন উনি পর্যন্ত তার pension ভোগ করে যেতে পারেন নাই। শেষ পর্যন্ত উনি মারা গেলেন। কাজেই যে লোকটি নিজের pension পর্যন্ত ভোগ করতে পারেন নাই তার পক্ষে তালুকের এত টাকা ১০ বৎসরে বাহির করাটা খুবই অসম্ভব ছিল। কিন্তু সরকার এই দুর্বলতার সুযোগে আজকে তাদেরকে একটা বিরাট amount থেকে বঞ্চিত করছে, কাজেই এই যে অবস্থাটি আজকে চলছে এটা হলো একটা দিক। কারণ District Administration সম্পর্কে বলতে গেলে অনেক কথা বলা যায় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই সম্পর্কে কতগুলি ঘটনার কথা আমি সংক্ষেপে এখানে উল্লেখ করার চেষ্টা করব। Appointment ইত্যাদির ব্যাপারে যেমন কিছুদিন আগে

১১ জনকে circle offier এর পদে appointment দেওয়া হলো। কিন্তু তার মধ্যে যে সমস্ত appointment দেওয়া হলো, অবশ্য জানিনা ত্রিপুরা সরকারের এ সম্বন্ধে কোন *Rules* Regulations আছে কিনা। আমাদের ত্রিপুরাতে Circle officer থেকে promotion দিয়েই S. D. O. করা হয়। কিন্তু যাদেরকে appointment দেওয়া হলো, তাদের মধ্যে অনেক Senior, graduate থাকা সত্ত্বেও শুধু Matric পাশ বা I. *A.* পর্য্যন্ত পড়েছে এমন অনেক আছে তাদেরে দেওয়া হয়েছে। আর ইদানিং আরও একট ঘটনা ঘটেছে, Direct appointment দেওয়া হলো আমাদের এখানে আগে বাবুর্চন সিং বলে একজন S. D' O ছিলেন। ওনার ছেলেকে। আগে কোন চাকরী করতেন না। পাশ করার পর Direct appointment দেওয়া হলো। Direct appointmentও দেওয়া হয় তাহলে দেখা যায়, ওনারা যে ভাবে দিচ্ছেন। এই যদি ধরে নেই তাহলে আজ একট জিনিষ চিন্তা করা দরকার যে, যে সমস্ত cadre কে এখানে appointment দেওয়া হয়েছে—যেমন কয়েকটি নাম আমি এখানে উল্লেখ করছি। কালীমোহন দাস only Matriculate ক্ষিতিশ দত্ত Matriculate আর পি, নাগ হয়তো I, A. পর্য্যন্ত পড়েছেন। তাছাড়া এই ১১ জনের মধ্যে আরো অনেকে শুধু Matriculate আছেন। কিন্তু যাদের হাতে আমাদের ত্রিপুরার শাসন বিভাগের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হবে ভবিষ্যতে, আজকে তাদের এটা সম্পর্কে আইন কানুন সম্বন্ধে কোন Idea না দিয়েই appointment দেওয়া হলো। ফলে আমাদের আইন বিচার বা প্রশাসন বিভাগের কাজ কর্ম্ম ঠিক সেই ভাবেই চলবে। যেমন ইদানিং একটা ঘটনা হয়েছে –সোনামুড়া বিভাগের একজন S. D. O প্রায় তিন লক্ষ টাকার সুপারী একটি বাড়ী থেকে সিজ করেছিলেন তারপর আইনে যখন এটা contest করা হলো —তিনি পথে ঘাটে ব্ল্যাক ধরতে পারেন, কিন্তু ঘর থেকে সিজ করার কো অধিকার নাই! সমস্ত, ফেরৎ দেওয়া হলো। এটা অনেকটা 'বইজ্জত'। অর্থাৎ ক্ষমতার বহির্ভূত কাজ করতে গেলেই এরকম অবস্থার সৃষ্টি হয়। তবে আমাদের যে সমস্ত circle অফিসার appointment দেওয়া হলো ওনারাও তাই ই করবেন। কেউ হয়তো ক্ষমতার বাহাদুরী দিবে ক্ষমতার গর্ব্বে পথে ঘাটে কাউকে মারধর করবে —যেমন Zonal S. D. O র একট ঘটনা হয়েছে এমন অনেক ঘটনা ঘটতে পারে। এ হলো একটা দিক। আর একটি দিক হলো—সবচাইতে মারাত্মক এই যে appointment দেওয়া হলো চাকরী ক্ষেত্রে আমরা প্রায়ই শুনতে পাই যে tribal and scheduled tribe তাদের জন্য একটা seat reservation আছে। ধরে নিন এই reservation আইনতঃ আমরা স্বীকার করি। Indian constitution এ ও আছে। ত্রিপুরার মধ্যেও আইনতঃ হয়তো এটা আছে। কিন্তু appointment দেওয়ার ক্ষেত্রে এই ১১ জন candidate এর মধ্যে একজন Tribal কেও দেওয়া হলো না। তার মানে কি এই যে ত্রিপুরীদের মধ্যে একজন Graduate বা Matriculate candidate নাই? আজকে যদি

আমরা যে খ তাহলে দেখতে পাই Tribal Supervisor এর মধ্যে অনেক Graduate Tribal ছেলে আছে। তারা পেতে পারত। তাছাড়া Direct appointment এর কথা যদি বলা হয় তাহলে বাবুচাঁন সিংহের ছেলেকে যদি direct appointment দেওয়া হয় তবে এখানকার যিনি প্রাক্তন S. D. M. ছিলেন জয়সিং ঠাকুর ওনার ছেলে বহুদিন ধরে বসে আছে। তার বেলায় দেওয়া হলোনা কেন? তার বেলায় efficiencyর প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে। কিন্তু বাবুচাঁন সিং এর ছেলের বেলায় তা করা হলোনা। অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই বিগত দশ বৎসরের মধ্যে আমরা যদি দেখি তা হলে দেখতে পাই যে যারা retired করেছেন, Tribal দের মধ্য থেকে কাউকে circle officer এর পদে নিযুক্ত করা হয় নাই। আর একটি ঘটনা হচ্ছে বর্ত্তমানে আমাদের যে Tribal Minister উনি লেখাপড়া জানেন না। ওনার যথেষ্ট দুর্ব্বলতা আছে। সেই সুযোগে আজ Tribal খাতে যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয় তা অন্য খাতে ইচ্ছামত ব্যয় করা হয়। এই সম্পর্কে উনি খবর রাখেন. কি না আমি জানিনা আর একটি ঘটনা হচ্ছে S. D. O. বা এই rank এর যে সমস্ত High officer দের প্রমোশান দেওয়া হয় এক্ষেত্রেও ত্রিপুরা সরকারের কোন আইন বা নীতি আছে কিনা—সে যদি প্রমোশন দিতে হয় বা সেখানে Schedule caste কত জনকে দেওয়া হবে বা Schedule tribe কতজনকে দেওয়া হবে এই সম্পর্কেও কোন রকম নীতি বা Rules Regulation আছে কিনা আর যদিও থাকে তা কোন দিন follow করা হয় না। যেমন সচ্চিদানন্দ ব্যানার্জ্জী যিনি Tribal Welfare Officer যে হেতু তিনি most anti tribal। Tribal দের তিনি খুব সায়েস্তা করতে পারেন। আর অংর কর তিনি হলেন Project Executive Officer যে হেতু ওনারা tribal দের খুব সায়েস্ত করতে পারে সেইহেতু রাতারাতি তাদেরকে প্রমোশান দিয়ে দেওয়া হলো। অথচ Seniorityর দিক দিয়ে যদি আমরা দেখতে যাই তাহলে আমরা দেখতে পাই—বিমল দেব অনেক Senior, গোবিন্দ চৌধুরী S. D. O. অনেক Senior তাদেরকে না দিয়ে আজকে সচ্চিদানন্দ ব্যানার্জি, অংর কর Project Executive officer বর্ত্তমানে কৈলাসহরে আছেন তাদেরকে রাতারাতি Seniority ডিঙ্গিয়ে প্রমোশন দেওয়া হলো। যেহেতু শুনে তারা specialist। আর Excise ব আবগারী বিভাগ সম্পর্কে সকলেরই মোটামুটি জানা আছে। যেমন এই ত্রিপুরা রাজ্যে অমর চক্রবর্ত্তী ত্রিপুরার বিড়লা। তাকে দেশী মদ বিক্রির জন্য, যে ডাক হয় তার ম্যাণ্ডাদ আছে কি না অবশ্য জানি না। আবার ডাক দেওয়ার কোন ব্যবস্থাও নাই। তাকে ত্রিপুরার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দেশী মদ বিক্রী করার একটি মহাল দেওয়া হলো। এটা তার আদর্শ। যেহেতু সে অনেকটা ত্রিপুরার বিড়লার মত। আমাদের Minister এর সঙ্গে খুবই খাতির। অতএব তাকে দেওয়া হলো। আর একটি হলো কার্ত্তিক ভট্টাচার্য্য—বিলাতী মদ এখানে এনে

বিক্রী করবার একচেটিয়া কারবারী। এটা আগে যেমন ছিল এখনো তেমনই চলছে। এটার কোন ডাক হয় না। বরাবর একভাবেই চলছে। আর State Transport সম্পর্কে যদি বলতে হয় তাহলে এখানেও যারা এই ব্যাপারে অর্থাৎ যদি সুযোগ সুবিধা পেতে হয়—Budget discussion এও এই সম্পর্কে বলা হয়েছে যদি Congress Fund এ পাঁচ হাজার টাকা জমা না দেওয়া হয় তাহলে তার বাসের কোন লাইসেন্স ইত্যাদি দেওয়া হয় না। এ রকম বহু মানুষ আছে জমিজমা বিক্রী করে বাস কিনে, মটর কিনে লাইসেন্স পায় না. পারমিট পায় না, বসে আছে। আর উপজাতির কথা তো বাদই। এটা মানে neglected, চেষ্টা করার কোন উপায়ই নাই। যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলতে পারি বাস পারমিটের জন্য দরখাস্ত করেছিল মীরা দেববর্মা ও করুণা দেবী। অনেকদিন আগে তারা বাস কেনার permit এর জন্য দরখাস্ত করেছিল তাদের দেওয়াই হলো না আজ পর্যন্ত। যদি congress নির্বাচন fund এ ৫০০০৲ টাকা দিতে পারতো তাহলে তারাও অবশ্য permit পেতো। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানকার District administration এর যে কথা, এখন যিনি D. M. এর charge এ আছেন উনার সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে যাচ্ছি না। উনি ত D. M ছিলেন না, আগে উনি ছিলেন *Addl* D. M. পূর্বে এ ত্রিপুরা রাজ্যের D. M. বা officer অর্থাৎ ব্যুরোক্রেট যারা ছিলেন তাদের সাথে দেখা করা সাধারণ মানুষের পক্ষে যে কত কষ্টকর সে বিষয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা আছে, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের Minister দের সঙ্গে দেখা করা কত সহজ কিন্তু এখানকার D. M, এর সাথে দেখা করতে হলে এখানের D. M. এর clerk অমরেন্দ্র রায়ের এক ধমক খেয়ে ফিরে আসতে হয় অনেককে। অর্থাৎ D. M. এর যে clerk বা D. M. এর যে পাহারাদার, কথায় আছে ডাক্তার থেকে ward boy দের দাপট বেশী, তদ্রূপ D. M. থেকে D. M. এর যে clerk বা other staff আছে তাদের দাপট অনেক বেশী। তাঁরাই যেন একজন D. M. কিছুদিন আগে একটা ঘটনার কথা বলতে হচ্ছে, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শিলং থেকে বাকি scheduled castes and tribes এর Dy. Commissioner এখানে এসেছিলেন আমি by the by অন্য আরেকজনের মুখে খবর পেয়ে phone এ contract করে পাওয়া না যাওয়াতে আমি direct circuit house গেলাম সেখানে কেউ বলতে পারল না উনি কোথায় গেছেন। তখন অফিসে গিয়ে এখানকার Addl. D. M. হরিশঙ্কর দেববর্মা উনার কাছে phone করলাম তখন ওখানে যে phone ধরেছিল হয়ত clerk হবে, উনি আমাকে বললেন যে উনি ত নেই, Minister এর কাছে বলে গেছে হয়ত আবার আসবে। তখন আমি উনাকে বললাম যে আমি ১টা পর্যন্ত অপেক্ষা করব উনি আসলে উনার সঙ্গে contact করে আপনি আমাকে জানাবেন যে কখন উনার সঙ্গে দেখা করতে পারব এবং সে time টা আমাকে জানাবেন। আমার phone নম্বর সব দিয়ে দিলাম। এর পরে ১১টা থেকে ১টা পর্যন্ত বসে থেকে 3 times phone করেছি, কিন্তু কোন reply পর্যন্ত নেই। মাঝখানে তিনি office এ গিয়েছিলেন কিন্তু তাঁকে বলা হয়নি ইতিমধ্যে কোন যোগাযোগ করতে না পেরে Minister,

প্রফুল্ল দাসের কাছে আমি phone করলাম, অনেকক্ষণ phone ধরে থাকার পর exchange থেকে বলা হলো we response এর পরে C. M. এর এখানে phone করলাম সেখানে কে একজন phone ধরেছিল, আমাকে নাম বলে নাই কিন্তু বললো C. M. এর এখানে অনেক মেয়েছেলে আছে, তখন আমি বললাম মেয়ে ছেলে ত থাকেই, কিন্তু আমার সঙ্গে Phone এ কথা বলতে ত কোন অসুবিধার কারণ নাই। তখন আমাকে বললেন আপনি একটু ধরুন আমি চেষ্টা করছি। কিন্তু চেষ্টা ত চেষ্টাই এ পর্যন্ত। আমি অনেকক্ষন Phone ধরে বসেছিলাম কিন্তু কোন response নাই। শেষ পর্যন্ত phone টাই ছেড়ে দিল তার পরে সন্ধ্যার ৭টা থেকে ৯টা পর্যন্ত 3 times Circuit House এ Phone করেছি, কিন্তু কোনরূপ contact করতে পারলাম না, এর পেছনে কি রহস্য বা উদ্দেশ্য ছিল তা। আমি জানি না। সাধারণতঃ Schedule caste এবং Schedule tirbes এর কোন Commissioner বা Dy. Commissioner যদি আসে আমরা জনসাধারণের কথা বলার জন্য চেষ্টা করি, এবং আমাদিগকে member হিসাবে জানানও হয়। কিন্তু ঐ সময় জানান হয় নাই এবং সারাদিন চেষ্টা করেও contact করতে পারা গেল না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে আমরা একথা বলতে বাধ্য যে District Administration এ বিশেষ করে তহশীল কাচারীগুলোর দিকে যদি তাকাই— যেমন Revenue Deptt District administration এর মধ্যে পড়ে, অন্যান্য জায়গার কথা যদি বাদও দেই। আগরতলা তহশীল কাচারীর মধ্যে খাজনা আদায় করা হচ্ছে না কারণ এখন attestaion হবে notiec দেওয়া হবে, তারপরে বর্দ্ধিত হারে খাজনা ধার্য্য হবে এবং খাজনা আদায় করা হবে। তার মানে এক সঙ্গে খাজনা বর্দ্ধিতহারে হবে তারপর কয়েক বছর খাজনা বাকি একসাথে ৩/৪ বছরের এক সঙ্গে খাজনা দেওয়া সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব হবে না। এখন তহশীল কাচারীর যে সকল staff আছে তাদের দিয়ে অন্যান্য কাজ যেমন information collection ইত্যাদি বিভিন্ন কাজ করান হয় কিন্তু তাদের যে কাজ খাজনা collection করা তা বর্ত্তমানে প্রায় স্থগিতই বলতে হবে, এ হলো অবস্থা। এভাবে District Administration চলছে যার মধ্যে revenue collection এবং সমস্ত কাজ included মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যে সমস্ত বিষয় বস্তু আমি এখানে উল্লেখ করেছি তারমধ্যে tribal welfare সম্বন্ধেও কিছু বলার চেষ্টা করেছি এবং আগেও বলেছি। আজকে কিভাবে কাজ কর্ম্মগুলো অবহেলা করা হচ্ছে আমাদের tirbal দের কথা ত বাদই। আজকে tribal এর নামে অনেক টাকা পয়সা sanction হয় এবং এ গুলো সমস্ত non-tribal দের দেওয়া হয়। Ministerial staff দের মধ্যে কোন tribal নাই আগে ছিল Tribal Welfare Deptt, এখন নাম বদলিয়ে করে গেছে Welfare Deptt of Scheduled Castes and Scheduled Tribes অর্থাৎ নামেই tribes রাখা হয়েছে, কিন্তু কার্য্যতঃ কোন tribal কোন সুযোগ সুবিধা এখান থেকে পায় না। একথা বলা যায় এই যে Welfare Deptt of Scheduled Castes & Tribe তার budget এর 75% টাকা পয়সা Schedule caste এর ব্যাপারে খরচ করা হচ্ছে,

যদিও tribal এর নামে এগুলি sanction হয়ে আসছে। এই হলো অবস্থা। কাজেই আমরা এই Department এর শেষে Schedule tribel এর যে নামটি রাখা হয়েছে সেটি উঠিয়ে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়, এটা না থাকাই ভাল। আজকে শুধু Welfare Department of Schedule caste এটুকু থাকলে পরেই যথেষ্ট। অথবা Welfare Department of schedule caste and other backwaird classes এতটুকু রেখে Schedule tribes কথা আমি মাননীয় অধ্যক্ষের মারফতে অনুরোধ করবো যেন সংশোধন করে উঠিয়া দেওয়া হয়। যদি Tribal দের জন্য কিছু করতে হয় তাহলে সেটা সম্পূর্ণ separate ভাবেই করতে হবে এবং tribal দের Ministrial Staff এ থাকা দরকার বলে আমি মনে করি। বর্তমানে যারা tribal officer আছেন যদি ওনারা ভারতীয় constitution মতে tribal হিসাবে পরিচিত, তাদের মধ্যে tribal দের জন্য কোন fillings আছে কি না আমি জানিনা। যদিও থেকে থাকে তাহলে এরা চাকুরীর খাতিরে। কারণ উনার কোন রকমে circle officer এর কথা আমি উল্লেখ করেছিলাম—আজকে circle officer এর কথা যদি বলা হয় তাহলে অনেক Graduate trible ছেলে আছে কিন্তু তাদের ঐ post দেওয়া হচ্ছে না। একথা বলতে বাধা যেমন Department এর মধ্যে যারা চাকরী করে তাদের মধ্যেও আছে Food Insepector এর মধ্যে আছে Tribal Welfare Supervisor এ আছে, বা পাশ করে চাকরী পায় না বেকার বসে আছে এমনও আছে কিন্তু আজ পর্যন্ত তাদেরে দেওয়া হচ্ছে না। শুধু বেছে বেছে দেওয়া হচ্ছে। কতগুলি লোক আছে সর্বগুণে গুণবান, এসম্পর্কে Department ও ভাল করে জানেন। যেমন প্রভাত নাগ—তার কোনও গুণ নাই এমন নয় তিনি সর্বগুণে গুণবান। এই সমস্ত লোককে আজকে circle officer এর পদে উন্নীত করা হচ্ছে। আজকে যারা এই ব্যাপারে senior যারা Graduate যাদের efficiency আছে তাদেরকে দেওয়া হয় না। এভাবে একটা অরাজকতা খামখেয়ালী, পক্ষপাতিত্ব বা খাতিরের উপর এই রাজত্বটা চলছে। এইভাবে যদি এই District Administration চলতে থাকে তাহলে এটার ভবিষ্যত যে কি হতে পারে আমি চিন্তা করে পাই না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি খুব বেশী আর এ সম্পর্কে বলতে চাইনা। মোটামুটিভাবে আমি এখানে আমার বক্তব্য শেষ করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি একটি অনুরোধ রাখছি, যিনি Minister In-charge এখানে আছেন তাঁর জন্য বাইরে একটি procession অপেক্ষা করছে। তারা খাদ্য, ১৪৪ ধারার এবং West Bengal Securityর প্রতিবাদে উনার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে চান। এই সম্বন্ধে একটা Deputation ও Labour Minister এর সঙ্গে Communicate করেছে এবং চিঠিও উনি দিয়েছেন। উনার সঙ্গে তারা দেখা করতে চান। আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করব যে House কিছুক্ষণের জন্য adjourned রেখে যাতে তাদের সঙ্গে দেখা করার একটা ব্যবস্থা করা হয়। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

চাকুরী করে pension বজায় রাখতে চান। তা ছাড়া promotion এর প্রশ্নও আছে। কাজেই tribal দের sanction এর টাকাগুলি ঠিক ঠিক ভাবে tribalরা পায় এই মনোভাব নিয়ে ওনারা কোন কাজ করতে পারেন বলে আমি বিশ্বাস করি না। এবং ঘটনার মধ্যেও তা দেখি না। এমন অনেক tribal officer আছেন যারা tribal এর নাম শুনলে ঘাবড়িয়ে যান। আমি একথা অবশ্য একটি উদাহরণ দিয়েও বলতে পারি; উনি নিজেও এখানে উপস্থিত আছেন। আমার এলাকার একটি ছেলে সাধারণ একটি certificate এর জন্য একজন ভদ্রলোকের কাছে যায়। Forest Depptt.এ ঐ ছেলেটি চাকুরী পাবে। তিনি একজন officer, তিনি যখন দেববর্মন তখন অবশ্যই certificate পাওয়া যাবে। কিন্তু তাঁর কাছে যখন গেল তখন তিনি বললেন তোমাকে তো আমি চিনি না। ফিরে এসে আমার কাছে বললে পর আমি তাকে নিয়ে গেলাম। আমি ঐ ভদ্রলোককে বললাম যে আপনি তো আমাকে নিশ্চয়ই চিনেন। উনি বললেন হাঁ চিনি। আমাকে যখন চিনেন তখন এই ছেলেটি আমার এলাকার লোক। আমি তাকে চিনি সুতরাং ওকে certificate দিতে পারেন। কিন্তু তিনি দিলেন না। Tribal হিসাবে একটি certificate দিতেও উনি ভয় পান। এরকম কয়েকজন tribal officer আছেন। কাজেই সর্বদাই যসব tribal officer আছেন তাঁদের দ্বারা tribal দের কোন উপকার হচ্ছে না হবে বলে আমি মনে করি না। যদি আজকে ত্রিপুরা সরকার এই উদ্দেশ্য নিয়ে থাকেন যে tribal দের যে কোন প্রকারেই হউক শেষ করতেই হবে। এই যদি determination হয় তাহলে আমার বলার কিছুই থাকে না। যদি প্রকৃতই আজ tribal দের উন্নতি করতে হয়, safe করতে হয় তাহলে ধেবর কমিশনের রিকমেণ্ডেশানের মধ্যে একটা কথা উল্লেখ আছে যে welfare for the Department of Schedule Tribe অর্থাৎ welfare কার জন্য— for the Schedule Tribe কিন্তু এই যে Department রয়েছে তাতে কোন Tribalই নেই। এই হল অবস্থা। ইদানীং M. Sc. পাশ একটি ছেলে চাকুরীর জন্য একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে যায়। আমি নাম ধাম তারিখ ইত্যাদি বলতে পারি। কিন্তু এগুলি আমি বলতে চাই না। ছেলেটি যে officer এর কাছে গেল তিনি তাকে বসবার কথা বলা তো দূরের কথা মুখ তুলেও ছেলেটির দিকে চাইলেন না। অর্থাৎ District Administration কি ভাবে যে চলেছে অর্থাৎ যেভাবেই হউক শেষ করে দাও। এই অবস্থা চলেছে। যদি এই অবস্থা চলতে থাকে তাহলে আমি একথা বলতে বাধ্য যে Tribal People শত শতাব্দী পর্যন্ত এই রাজ্যে বসবাস করে আসছে, আজ ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক দেশ ভারতের সংবিধানের মধ্যে যে সমস্ত 5th Schedule, 6th Schedule আছে সেটা সংবিধানের কথা। আজকে বেঁচে থাকার অধিকার তাদেরও আছে। কাজেই কারো বিরুদ্ধে জেহাদের প্রশ্ন নয়, আজকে তারা বেঁচে থাকতে চায়। কিন্তু কেন সুযোগ সুবিধা আজকে তারা পাচ্ছে না। এই যে

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত (মিনিষ্টার) :—আমি আমার বক্তব্য বলতে চাই যে যারা দেখা করতে চেয়েছিল, মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষ থেকে তাদের জানান হয়েছে যে তাদের যে কোন ৪ | ৫ জন প্রতিনিধি এখানে *A*ssembly office এ এসে তাদের যা বক্তব্য আছে জানিয়ে যেতে পারেন। কাজেই সেক্ষেত্রে adjournment এর কোন প্রশ্নই এখানে হতে পারে না। House যেভাবে চলছে, সেভাবেই চলতে দেওয়া হোক।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা (এম, এল এ) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার বক্তব্য হলো আপাতত উনি Leader of the House. কাজেই উনাকে বাদ দিয়ে তো House চলতে পারেনা। কাজেই যারা দেখা করতে চান উনাদের বক্তব্য হচ্ছে উনি যেয়ে উনাদের সঙ্গে যদি দেখা করেন তবে deputationist রা উনার সঙ্গে আসতে পারেন। অতএব এই সম্পর্কে আমি gaurntec দিয়ে বলতে পারি যে কোন রকম অশান্তি হওয়ার কারণ নেই। উনি গেলেই যারা deputation এ এসেছেন তারা একসঙ্গে উনার সঙ্গে আসতে পারেন এবং কথাবার্ত্তা বলে যেতে পারেন। কাজেই আমি আবার অনুরোধ করব যাতে *H*ouse টা

Mr. Speaker :—Deputationist রা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন নাকি ?

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—না যেখান পর্যান্ত উনাদের আসার কথা সেই জায়গাতেই তারা আছেন। অর্থাৎ তাদের বক্তব্য হল Ministerরা যদি না যান তবে তারা কি করে এখানে আসবেন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জানিয়েছেন যে উনারা এখানে আসলে পরে তাদের সঙ্গে দেখা করবেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—উনারা এখানে তো আসতে পারেন না মিছিল নিয়ে। তাহলে একটা permission দিয়ে দেওয়া হউক যাতে এখানে আসতে পারে। অর্থাৎ তাদের অনুরোধ হল আজকে যারা mass deputation এ এসেছেন সেই mass এর সামনে Minister এর একটা বক্তব্য রাখা হউক।

মিঃ স্পীকার—তিনি তো জানিয়ে দিয়েছেন।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—প্রতিনিধি এসে তাদের যা বক্তব্য আছে তা রেখে যাবেন আমি প্রতিনিধিকে আমার বক্তব্য জানিয়ে দেবো।

মিঃ স্পীকার—প্রতিনিধির সঙ্গে উনি সাক্ষাৎ করবেন। কাজেই এরজন্য আমাদের House adjourn করার প্রয়োজন হবেনা।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—কিন্তু তাদের বক্তব্য হচ্ছে যে Minister যদি mass এর সামনে যান তবে তারা আসবেন। নতুবা তারা যে পর্যান্ত এসেছে সেখানেই বসে থাকবে। এটাতো restricted area. তারা তো সকলে এখানে আসতে পারে না।

মিঃ স্পীকার—পাঁচ জন প্রতিনিধি তো আসতে পারেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—পাঁচ জন আসতে পারেন তবে Minister যদি সেখানে যান তাহলেই তারা আসবেন।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়. তারা এখানে তাদের memorandum বা দেওয়ার দিয়ে যেতে পারেন এবং অফিসে বসে কি কি অভিযোগ আছে তা নিয়ে আলাপ আলোচনা করতে পারেন। তাতে কোন আপত্তির কিছু নেই। কাজেই পাঁচ জন এসে memorandum দিয়ে যেতে পারেন।

মিঃ স্পীকার—পাঁচ জনকে memorandum দেওয়ার জন্য উনি বলে দিয়েছেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—তাদের বক্তব্য হলো মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যে তারা পাঁচজন করে আসতে চান না। উনি যদি সেখানে যান তবেই তারা আসবে।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—আমি আমার বক্তব্য পূর্ব্বেই বলেছি যে House চলছে কাজেই House চলাকালীন অবস্থায় যাওয়া সম্ভব নয়। কাজেই এখানে যদি প্রতিনিধিরা আসেন তবে আমি তাদের সমস্ত বক্তব্য শুনব। এবং যা জবাব দেওয়ার আছে তা দেবো।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এমন বহু নজীর আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যখন Minister in charge ছিলেন তখন শিক্ষকরা যখন আসলো তখন উনি নিজে গিয়ে শিক্ষকদের সঙ্গে দেখা করেছেন এবং উনি উনার বক্তব্য রেখেছেন। তাছাড়াও Chief Minister বহুবার এরূপ করেছেন। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সেখানে না যাওয়ার তো কোন কারণ দেখিনা। প্রায় সময়ই তো House adjourn করা হয়। যখন কোন গণ deputation আসে তখন অনেক বারই আমরা House adjourn করেছি। পূর্ব্বের এমন বহু নজীর আছে।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তো রাজী আছেন। তিনি বলেছেন যে তিনি already লিখে দিয়েছেন যে যারা প্রতিনিধি হিসাবে আসতে চান তাদের সঙ্গে তিনি দেখা করবেন।

Let us continue our bussiness.

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার মনে হয় যে House যে ভাবে চলছে সেই সেইভাবে চলাই উচিত। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় assurance দিয়েছেন যে প্রতিনিধিরা এসে দেখা করতে পারেন। ইতিপূর্ব্বেও প্রতিনিধিরা এইভাবে দেখা করেছেন। কাজে কাজেই আজকেও প্রতিনিধিরা আসতে পারেন।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়. এই ব্যাপারে তাহারা ... ...

মিঃ স্পীকার—এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে। আপনি কি motion সম্পর্কে বলছেন?

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা মহাশয় যে motonটি House এর সামনে উপস্থিত করেছেন। সেই সম্পর্কে আমি দুই একটি কথা বলতে চাই, মাননীয় সদস্যের motion টি ছিল 'Actlvitice of District Administration on administration of recent assurance. উনি বক্তব্যের মধ্যে যা রেখেছেন তাতে কয়েকটি ঘটনার কথা উনি বলেছেন। তিনি ১৯৫০ সালের কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। যদি তখন কারো প্রতি অবিচার করা হয়ে থাকে, ঠিক সেই সময়েই যদি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হত তাহলে তার প্রতিবিধান করা যেত। ঠিক সময়মত কথাটা দীর্ঘদিন পর বলা অর্থাৎ ১৯৫০ সালের ঘটনা ১৯৬১ সালে বলার মধ্যে কি অর্থ থাকতে পারে আমি বুঝতে পারি না। তবুও আমি বলব যে জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি মন্ত্রীমণ্ডলী বা সরকারী কর্ম্মচারী কখনও জনসাধারণের অমঙ্গল চিন্তা করেন না। ন্যায় সঙ্গত প্রতিবিধান যা করা দরকার তৎক্ষনাৎই এই সরকার করেছেন এবং করেও যাবেন বলে আশা করি। District Administration এর সম্পর্কে বলতে গিয়ে যে সমস্ত কথা উল্লেখ করছেন তাতে মদের ব্যবসার কথা বলা হয়েছে। সমস্ত Sub Division এ একজন ব্যক্তি মদের ব্যবসা করছেন। কথাটা ঠিক তা নয়। মদের ব্যবসা যারা করছেন তারা লাইসেন্স নিয়েই করছেন এবং বিভিন্ন ব্যক্তিই এই District এ করছেন। আর বিদেশ থেকে মদ আমদানী করে ব্যবসা করছেন একজন ব্যক্তি, তিনি হচ্ছেন অমর চক্রবর্ত্তী। সেটা তিনি ন্যায় সঙ্গত ভাবেই করছেন। সরকারের যা নিয়ম আছে সেই নিয়ম অনুযায়ী tender call করা হয়। সেই tenderএ যার rate lowest হয় তাকেই দেওয়া হয়। প্রতি বৎসর বৎসর ডাক হয় কি না মাননীয় সদস্য বলেছেন—এবং এটা বৎসর বৎসর ডাকের ব্যবস্থা আছে কিনা বা ৫ বৎসর ৬ বৎসর পরপর ডাক হয় সে বিষয়ে বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। Administration এর ত্রুটি বিচ্যুতি থাকে তাহলে মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্য এবং আমাদের দলের সদস্যগণ বিভিন্ন সময়ে তাদের বিবৃতিতে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং সরকারও সচেষ্ট হন যাতে এই ত্রুটি বিচ্যুতি দূরিভূত হয়। বর্ত্তমানে District Administration এর একটি মারাত্মক ত্রুটি আমার চোখে পরে। তা হলো আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষার জন্য বিভিন্ন Sub Division এ Addl. S. D O. কে চার্জ্জে রাখা. আর ৩/৪টি Sub Division এর জন্য একজন Zonal S. D. O রাখা। ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে এই রীতি প্রবর্ত্তিত নেই। একমাত্র ত্রিপুরাতেই কেন সেটা হলো তার কারণ যদি অনুসন্ধান করি তবে মনে হয় কোন এক সময়ে কোন এক জন Chief Commissioner এর ধারণা হয়ে ছিল যে এই system করলেই ত্রিপুরার উন্নতি হবে ব ৩/৪টি Zone করে বিভিন্ন Zone এর জন্য আপাততঃ একজন Zonal S. D. O. দিলে ও পরবর্ত্তিকালে সেই Zoneগুলিকে পৃথক করে জিলা গঠন করে সেই সমস্ত জায়গায় District Magistrate Posting করা এবং Sub-division গুলি পাকিস্তান সীমান্ত সন্নিহিত বলে ...

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় না গেলে ওরা আসতে পারবে না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যের বক্তব্য ঠিক বুঝতে পারলাম না।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— অর্থাৎ তাঁরা যে ওখানে আছে উনি না গেলে আসবে না, উনি গেলে ওরা আসবে। ঐ যে Procession এসেছে ওরা ওখানে বসে থাকবে। কাজেই আমি আবার অনুরোধ করছি উনি যেন সেখানে যান যাতে শান্তিপূর্ণ ভাবে আলাপ আলোচনা করতে পারেন। কাজেই উনি যাবেন না, এভাবে চুপ করে বসে থাকটা ভাল দেখায় না কাজেই আমাদের অপেক্ষায় ওরা সেখানে বসে থাকবে আর আমরা এখানে Assembly করব এ অন্ততঃ আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই আমি House বয়কট করছি।

মিঃ স্পীকার :— আপনি চলে যাবেন ?

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— হ্যাঁ চলে যাব। কি-আর করা যাবে ?

মিঃ স্পীকার :— আমি দুঃখিত।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত (এম এল এ) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি বলছিলাম যে ঐ সকল বিভিন্ন Zone ক এক একটি District তৈরী করে এবং বর্তমানে Sub Division গুলি Head Quarter—বেশীর ভাগই উদয়পুর অমরপুর ছাড়া প্রায় প্রত্যেকটি Sub division এর Head Quarter পাকিস্থান সীমান্তে অবস্থিত। কাজেই Defence এর কথা বিবেচনা করেই হয়তো সেই Chief Commissioner উত্তর অঞ্চলে কুমারঘাটে একটি Head quarter করে। এবং দক্ষিন অঞ্চলে উদয়পুর এবং খোয়াই sub-division এর Head quarterটি তেলিয়ামুড়াতে আনার প্রস্তাব হয়েছিল। পরবর্তীকালে তা পরিত্যক্ত হয়। কারণ বিভিন্ন Sub-Division থেকেই প্রতিবাদের ঝড় উঠে। আমাদের যেমন পাকিস্থানের border এ শহর আছে তেমনি পাকিস্থানের বহু শহর আমাদের সীমান্তে অবস্থিত আছে। কিন্তু একটি কথা এখানে বলা দরকার যে সেই System এ demute করার ফলে আমাদের ত্রিপুরার সাথে থাকে আছেন Sub Divisional officer তাঁহাদের rank করা হলো Addl S D O সে পদটি ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশের মধ্যে নেই। Addl. S. D. O এবং C. P. C তে বিধান আছে Sub Division এর Charge এ কে থাকবেন। এটাতেও স্পষ্ট বিধান আছে যে 1st class বা 2nd class একজন Magistrate Sub-Division এর Charge এ থাকবেন এবং তিনি Sub Divisional Magistrate হিসাবে কাজ করবেন। একমাত্র ত্রিপুরাতেই এর ব্যাতিক্রম হলো, তার ফলটা অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে একজন officer দীর্ঘদিন পূর্ব্বে একজন officer এর কথা বলতে পারি বিমল দেব ১৯৫৬—৫৭ এ যে ভদ্রলোক এখানে সদরের Sub Divisional Magistrate ছিলেন তাঁহাকে তার rank হচ্ছে Addl. S. D. O

এবং best senior officer. কাজেই তাদের মনে সাধারণতঃ একটা অসন্তুষ্টির কারণ ঘটেছে। বেশ কয়েকজন Addl. S. D. Oর সঙ্গে এ সম্পর্কে আমার আলাপ আলোচনা হয়েছে এবং আমরাও জানি .র মহকুমার শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করার সমস্ত দায়িত্ব ওদের। Test relief দেওয়া, শাসন ব্যবস্থা রাখা, বিচারের কাজ করা, যখন যে emergency দেখা দেয় তার মোকাবিলা করা ইত্যাদি সমস্ত রকম দায়ীত্ব ওদের উপর। তথাপিও আমরা ওদের rank করেছি Addl. S. D. O, কাজেই এই অবস্থার পরিবর্তন হওয়া দরকার। মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্মা আলোচনাতে যে সব কথা বলেছেন Tribal এর মধ্যে থেকে circle officer নেওয়া হয় নি, কথাটি সত্য নয়। একটি বিষয়ে আমি জানি—এখন তিনি জীবিত নেই, তিনি চাকুরী ছেড়ে চলে গিয়েছেন। বিরেন দেববর্মা, তার Posting ছিল কমলপুরে। তিনি পরে Education Department এ চাকুরী নেন। কিছুদিন হয় তার মৃত্যু হয়েছে। কাজেই যোগাযোগ ক্ষেত্রে Tribal দের বঞ্চিত করা হয় এ কথা সত্যি নয়। তবুও বর্তমানে যে পদ্ধতিতে আমাদের শাসন ব্যবস্থা চলছে তার কিছুটা পরিবর্তন হওয়া দরকার বলে আমি মনে করি এবং আমাদের যে সব দোষ ত্রুটি আছে সেই ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে মুক্ত হয়ে—ঠিক জনসাধারণ যে আশা আকাঙ্খা নিয়ে নির্বাচনে জয়ী করে আমাদের এখানে পাঠিয়েছেন, সরকার গঠন করতে সাহায্য করেছেন, সেই জনপ্রিয় সরকারের কর্তব্য, শাসন যন্ত্রের যে যে স্থানে ত্রুটি বিচ্যুতি আছে তার সব কিছু বের করে তার সংশোধন করা। এবং এর জন্য আমাদের যে মন্ত্রীমণ্ডলী আছে— আজকে এই আলোচনার মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত নেই কাজেই মুখ্যমন্ত্রীর চার্জে যিনি আছেন, তাকে ত্রিপুরার শাসন ব্যবস্থার যাতে দ্রুত উন্নতি হয় এই অনুরোধ রেখেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker– Is any other'Member to perticipate.

শ্রীযতীন্দ্র চন্দ্র মজুমদার (এম, এল, এ,)—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী-দলের সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্মা District Administration সম্পর্কে যে বক্তব্য রেখেছেন তার বিষয় বস্তু হলো যে সারা District Administration এ কোন Tribal Employee নেই। তার মূল বক্তব্য এটুকুই এবং অন্যান্য যা কিছু বলেছেন তা স্বভাবসিদ্ধ ভাবেই বলে গেছেন। কিন্তু তার এই বক্তব্য কতটুকু সত্য তা House এর সকল সদস্যই জানেন। আমাদের Administration এ শ্রীহরি শঙ্কর দেববর্মা, শ্রীপমোদ দেববর্মা প্রভৃতি যারা রয়েছেন তারা সকলেই Tribal। বিশেষ করে আমাদের Tribal Department এর একজন মন্ত্রীও Tribal। এই সমস্ত উচ্চ পদে Tribal officerরা আছেন, সেইদিকে মাননীয় সদস্যের ভ্রুক্ষেপ নেই। এইরূপ ভাবে হিসাব নিকাশ করলেই দেখা যাবে অন্যান্য জায়গায় Tribal officers এবং কর্মচারী আছেন।

আমরা জানি ত্রিপুরা সরকারের প্রত্যেক বিভাগে যোগ্যতানুসারে Tribal Candidate কে নিযুক্ত করা হয়। এ ছাড়া এই Tribal দের জন্য appointmentএর ব্যাপারে quata resar-vation আছে। এতদ্ব্যতীত বক্তব্য প্রসঙ্গে মাননীয় সদস্য আমাদের Tribal বিভাগের মন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন যে তিনি লেখাপড়া জানেন না এবং এই জন্যই Tribal খাতে বাজেটে বরাদ্দকৃত টাকা অন্যত্র ব্যয়িত হয়। কিন্তু কেমন করে তিনি এই কথা বললেন জানি না। দাদন ও লোন Tribal দেরই দেওয়া হয় এবং Non-tribalদের দেওয়ার কোন উপায়ই নেই। যাহা হউক তিনি কোন Specific case দেখাতে পারবেন বলে আমার মনে হয় না। মাননীয় সদস্য শ্রীদেববর্ম্মা বলেছেন যে District Magistrateএর সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হয় না। কারণ তাঁর যে কেরাণী বা অর্ডারলি আছে তারা দেখা করতে দেয় না। এ ক্ষেত্রে আমার বক্তব্য যে মাননীয় সদস্য যিনি জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি তিনি কেমন করে District Magistrate এর সঙ্গে দেখা না করে Orderlyর ধমক খেয়ে ফিরে আসেন। এমন যদি হয়ে থাকে তাহলে মাননীয় D. M. এর কাছে complain করতে পারেন কিন্তু তা তিনি করেন নি। তিনি তবু বক্তৃতার মারফতেই এই সমস্ত কথা বলেছেন কিন্তু তাঁর বক্তৃতার ভিতরে House এর দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত খারাপ কিছুই নেই এবং মদের দোকান সম্পর্কে বলেছেন যে কার্ত্তিক ভট্টাচার্য্য একনাগারে বহুদিন মদের দোকান চালাচ্ছেন। এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য হলো যে তার যদি লাইসেন্স থাকে এবং তিনি যদি বিধিসম্মত ভাবে চালান তাহলে আমাদের আপত্তির কি থাকতে পারে? Tribal Commissioner যখন দিল্লী থেকে এসেছিলেন তখন শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা Telephoneএ মাননীয় মন্ত্রী পি. দাসের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কোন response পান নি। যদি তিনি তাঁর অফিসে না থাকেন তাহলে তিনি কি ভাবে response পাবেন আমি বুঝতে পারি না। মাননীয় সদস্য শ্রীহরিশঙ্কর দেববর্ম্মার সঙ্গেও telephoneএ কথা বলতে পারেন নি। কারণ তিনি মন্ত্রীর officeএ গিয়েছিলেন। তাহলে তিনি কি বলতে চান যে শ্রীহরিশঙ্কর দেববর্ম্মা মন্ত্রী অফিসে যাবেন না? তাঁর এই বক্তৃতার মধ্যে কি যে সারবস্তু আছে তা আমি কেন অনেকেরই বুঝা অসম্ভব। তিনি যদি সত্যসত্যই এমন কোন বক্তৃতা রাখতেন যেটা জনসাধারণের ও আদিবাসীর পক্ষে মঙ্গলজনক তাহলে House সেটা বিচার বিবেচনা করত। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— *I*s there any other member to speak.

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাশ (মিনিষ্টার) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বিরোধী দলের সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা মহাশয় আজকে আলোচনার জন্য যে motion এনেছেন এবং তার আলোচনা রাখতে গিয়ে যে অপ্রাসঙ্গিক কথা বলেছেন, তাতে বুঝা যায় যে তিনি motion এর মূল উদ্দেশ্য ভুলে গেছেন। তিনির motionএ বলার কথা ছিল Activites of District Admministration on administration of recent occurance; এখানে recent

occurance বলতে আমরা সম্প্রতিক ঘটনাকে বুঝি। কিন্তু তিনি কতকগুলি pension case, compensation case সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন তাকে কোন বুদ্ধিমান মানুষ recent occurence বলতে পারে না। কারণ তিনি ১৯৪৭--১৯৫০ -১৯৫৭ এবং ১৯৫৭ সালের ঘটনার কথা বলেছেন। সুতরাং এগুলিকে recent occurance বলা যায় না। District Administraton এর বিরুদ্ধে বলতে হবে, তাই তিনি চিরাচরিত পন্থায় বলে গেছেন। আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রীযতীন্দ্র মজুমদার এবং শ্রীসুনীলদত্ত মহাশয় সমার্থে বলেছেন যে এটা তাদের স্বভাব সত্যই হোক আর মিথ্যাই হোক তারা সরকারকে দোষারূপ করবেন। তার প্রতিটি লাইন ভাল করে দেখলে বুঝা যায় যে এই উদ্দেশ্যই প্রকট হয়ে উঠেছে। তিনি promotion এর ক্ষেত্রে বলেছেন যে কোন কোন ক্ষেত্রে supervised করে promotion দেওয়া হয়েছে। আমি জানি যে promotion এর ক্ষেত্রে Department Committee থাকে। এবং এই Committeeই তাদের efficiency and competency বিচার করে promotion দেন। কাজেই এক্ষেত্রে তিনি কোন Specific ঘটনা বলতে পারেন নাই। কাজেই তিনির এই বক্তৃতার মধ্যে কোন সত্যতা আছে বলে তিনি বুঝাতে পারেন নাই। সেটা ওনার কথা শুনে আমি একথা বলতে বাধ্য আছি। আবার বলেছেন যে শিলং থেকে আমাদের Tribal Welfare Commission এখানে এসেছিলেন কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তিনি ওনার সঙ্গে দেখা করতে পারেন নাই। কাজেই এটা কি দোষনীয় হয়েছে তা আমি বুঝতে পারলাম না। এই ভাবে তিনি Chief Minister এর সঙ্গেও phoneএ contact করতে পারেন নাই বলেই তিনির আক্ষেপ। ওনার যদি সত্যসত্যই Tribal দের জন্ম দরদ থাকত তাহলে তিনি পুনরায় Telephone করে যোগাযোগ করার চেষ্টা করতেন এবং Welfare Commissioner সঙ্গে দেখা করে তার বক্তব্য বলতে পারতেন। আমার মনে হয় যে Tribal Welfare Deptt. এর সঙ্গে schedule caste জুড়ে দেওয়ায় তিনি মনক্ষুন্ন হয়েছেন। কাজেই এরূপ কয়েকজন জন দরদী সদস্যের পক্ষে এই ভাবে ক্ষুন্ন ক্ষুব্ধ হওয়ার কোন মানে হয় না।

কিন্তু তার পক্ষে এরকম ভাবা অসম্ভব নয় কেন না এরকম বক্তৃতার মাধ্যমে তিনি শান্তিকামী মানুষের মধ্যে একটা সাম্প্রদায়ীক ভাব সৃষ্টি করার প্রয়াস নিচ্ছেন। তিনি একথাও বলতে চেয়েছেন যে সরকারী কর্ম্মচারীর মধ্যে tribal নেই কিন্তু আমি জানি শুধু Tribal Welfare Deptt. নয় অন্যান্য Deptt. এ ও অনেক tribal আছে। কিন্তু কথা ও হতে পারে যে অনেক non tribal employee Tribal Deptt. এ যাচ্ছে কিন্তু তারা Tribal দের স্বার্থ বিরোধী কোন কাজ করেছেন বলে আমার জানা নেই। কিন্তু এই ভাবে কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে বলা মানে তাঁদের উপর কটাক্ষপাত করা, Tribal Welfare খাতের টাকা অন্য খাতে ব্যয়িত হচ্ছে বলে তিনি যে অভিযোগ করেছেন, কিন্তু আমার মনে হয় যে Tribal Welfare এর

সঙ্গে Schedule caste যোগ করে দেওয়াতেই তিনি একথা বলছেন। কিন্তু তিনি একথা জানেন যে দুই খাতে দুই রকম provision আছে এবং তাদের difference অনেক। এক Head এ এই দুইটি schemeএর budget provision হয়। Tribal welfare এর fund এর টাকা Sch. caste এর জন্য খরচ করা হয়, তা হতে পারে। যেখানে budget এ এই রকম provision হয়ে গেছে সুতরাং এক scheme এর টাকা আর এক scheme এ খরচ করতে পারে। যেহেতু মূলতঃ দুইটিই একই Head এর। তাছাড়া এগুলো দেখবার মত লোক যথেষ্ট রয়ে গেছে। কোন ক্রটী বিচ্যুতি বা ভুলভ্রান্তি সেখানে হতে পারেনা। ত্রিপুরার সমস্ত বিভাগের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে আমরা যতটুকু খবর রাখি তাতে আমরা বুঝি যে তাদের কার্য্যকলাপের সঙ্গে বক্তৃতার কিছুটা সঙ্গতি আছে। ২দিন আগের সাম্প্রতিক ঘটনার কথা আমরা জানি যে Reserve forest এ যেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে শাল বা রাবার plantation হয়েছে ত্রিপুরার কল্যাণের জন্য করা হয়েছে। তারা পাহাড়ী অঞ্চলে লোকদের উত্তেজিত করে তুলেছেন এই বলে যে, এই সব plantation করলে তোমাদের ভীষণ ক্ষতি হবে, তোমাদের বাড়ীঘর উচ্ছেদ হবে এই ধরনের Anti Govt propaganda ওরা চালিয়ে যাচ্ছে এবং একটি অশান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। কাজেই সেদিন থেকে চিন্তা করলে আমরা বুঝতে পারি যে আজকের বক্তৃতাও সেই উত্তেজনা পূর্ণ বক্তৃতা। কাজেই আমি আশা করব আজকে আলোচনা রাখতে গিয়ে তিনি যে একটা political gain নেওয়ার চেষ্টা করছেন, political harvest সেটা করা ওনার ঠিক হয়নি। কারণ ওনার পরে একজন বুদ্ধিমান মানুষ ত্রিপুরাতে যথেষ্ট আছে। কাজেই সস্তার এক বড় একটা লাভ করে যাওয়া সহজ নয়, তার কারণ ত্রিপুরার Tribal জানেন সরকার তাদের জন্য কতখানি করছেন। জুমিয়া পুনর্ব্বাসন থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন প্রকল্পে তাদের আর্থিক এবং সামাজিক বৈষয়িক ও অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য একটা প্রশংসনীয় উদ্যমে কাজ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেটা Tribal সাম্প্রদায় ভালভাবে জানে। ত্রিপুরায় ২০ বৎসর আগের Tribal সমাজের স্বার্থে বর্ত্তমান Tribal সমাজের তুলনা করলে একেবারে কাঁচের মত সচ্ছ হয়ে দেখা দেবে। যে নাকি জেগে ঘুমায় তার ঘুম যখনো ভাঙ্গানো যায়না, আমি বলব যে স্বার্থ উদ্ধারের জন্য অন্ধ হবে তিনি এই সমস্ত কথা বলছেন। সুতরাং তাকে কখনো জাগানো যাবেনা। কাজেই আমি বলব তিনি যেন বাস্তব অবস্থায় কিছু শিক্ষা গ্রহণ করেন। এবং এইভাবে Assemblyতে আকস্মিক অপ্রাসঙ্গিক কথা বলে House কে বিভ্রান্ত করার অশুভ প্রচেষ্টা থেকে বিরত হন। এই বলে আমি আমার বক্তৃতা শেষ করলাম।

Mr Spaaker—I would now call on Sri Promde Ranjan Das Gupta M L. A

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাস গুপ্ত —মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা যে motion এখানে এনেছেন তার বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তৃতা রাখছি।

তিনি যে মূলতঃ কি বলতে চেয়েছেন উহা আমার কাছে পরিষ্কার নয়। তিনি বলতে চেয়েছেন District Administration on occurance. তিনি District Administration এর কার্য্যকলাপের সমালোচনা করতে চেয়েছেন। তবু এই সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি ১৯৫০ সালের ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া তিনি পেনশান কেইস, Survey Settlement ইত্যাদি এনে শেষ পর্যন্ত তিনি ইতি করলেন সেখানে, সেটা হচ্ছে যে ত্রিপুরা সরকার এই রাজ্যে অশান্তি সৃষ্টি করার জন্য সচেষ্ট এই হচ্ছে তার উক্তি। তাতে মনে হচ্ছে যে তাতে discussion করছেন এবং তার যা আলোচ্য বিষয় তার মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নাই। এই কথা কিন্তু আমি বলব না যে adminstration perfect. আমি বলব না Perfect শব্দটা ব্যবহার করা খুব কঠিন ব্যাপার ; কোন administration কে perfect বলা চলেনা। কারণ perfect হওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করি। Administration যাতে perfect হয় তার জন্য আমরা চেষ্টা করবো, এবং চেষ্টা নেওয়া হয়। কিন্তু perfect administration হয়ে গেছে একথা কেহ বলে না। তার মধ্যে দোষত্রুটি অনেক থাকবে না একথা বলা যায় না—কারণ To err is human এবং মানুষের দ্বারাই আমরা এই administration চালাচ্ছি। এই চালানোর ব্যাপারে তার দোষত্রুট হতে পারে। কিন্তু আমরা দেখবো যে সরকারের policy এর উপর ইচ্ছাকৃত কোন দোষত্রুটি হচ্ছে কিনা। এখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে administration, যে adminstration এর উপর promotion, appointment ইত্যাদি অনেক কথা বলেছেন। তার পূর্ব্বে তিনির তাবা উচিত ছিল যে আমাদের যে Union Territory Act যেই act এর মধ্যে থেকেই আমরা কাজ করে যাচ্ছি। সেই act এ আমাদের ক্ষমতা কতটুকু এবং এই যে appointment যেটা U. P. S. C এর হাত. কারণ ত্রিপুরার কোন Public Service Commission নেই যা West Bengal এ আছে অতএব এই যে Union Public Service Commission তা থেকেই এসব officers selected হচ্ছেন। এবং তার মধ্যে এই act কতদূর প্রবেশ্য তা দেখতে হবে। অতএব U. P. S. C যে selection করছে তা ঠিক নয় একথা আমরা বলতে পারি না কারণ U.P. S.C যে selection করছে তা seniority, competency efficiency এবং Service Report সমস্তগুলি এক সাথে নিয়ে বিচার করেছেন। কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত যাতে promotion ইত্যাদি seniority, efficiency এর উপর লক্ষ্য রেখেই করা হয় এবং সেদিক লক্ষ্য রাখা দরকার। সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই এই administration কাজ করে যাচ্ছে। তারপর কথা হচ্ছে সেই লক্ষ্যটা আমরা সবটা ঠিক মত রাখতে পারছি কিনা। তা আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে সকল administration এই ব্যাপারে perfect নয়। তারপর আমার কথা হচ্ছে যে আমাদের বর্তমান District administration তার যে কাঠামো সেই কাঠামো সম্পর্কে অনেক বক্তব্য আছে। সেটা শুধু আলোচনার বিষয় এবং গঠনমূলক ভাবে—সেই আলোচনা হতে পারে। গঠনমূলকভাবে এই

আলোচনায় আসতে পারে এই জন্য যে, এই কাঁঠামো অনেক সময় কাজের পক্ষে অন্তরায় হয়ে উঠে। কারণ ত্রিপুরা একটা Union Territory এবং সেই Union Territory তার Govt আছে, Secretariate আছে, Chief Secretary আছে, এবং তার সাথে একটি মাত্র District. সেই যে একটি মাত্র District, এই একটি District administration এর পক্ষে উপযোগী কিনা সেটাও আমাদের বিচার্য্য বিষয়। সে সম্বন্ধে অনেক বক্তব্য আমাদের Rulling Party সদস্যরা ও মন্ত্রীমণ্ডলী রেখেছেন এবং ত্রিপুরার তিনটা district হওয়া কর্ত্তব্য। এই সম্বন্ধে মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন নাথ উনার এই Sub Divisional Officer এর ব্যাপারে অনেক বক্তব্য রেখেছেন। সেই বক্তব্য রাখার দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে গঠনমূলক। তা হচ্ছে যে আমার যে সরকার তার কাজের যে বাঁধা সৃষ্টি হচ্ছে সেই বাঁধা দূর করা এবং সেটার অর্থ হচ্ছে ভালভাবে কাজ করা। এবং কাজ করবার জন্যই সেই suggesion এবং বক্তব্য। কিন্তু মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে উনার বক্তব্য রাখেন নি। তার দৃষ্টিভঙ্গি বা সমালোচনা হচ্ছে destructive basis হিসাবে বলা চলে। একটা District Administration উপযোগী করে তুলবার জন্য তার efficiency বাড়ার জন্য, তার competency বাড়ানোর জন্য যে রকমভাবে সমালোচনা চালানো দরকার তিনি সেই ধাঁচে সমালোচনা না চালিয়ে—তিনি ব্যক্তিকে আক্রমণ করে এবং ব্যক্তির উপর কেন্দ্র করে তিনি যে সমালোচনা চালিয়েছেন সেই সমালোচনাকে destructive ছাড়া আর কিছু বলা চলেনা। আমাদের যে সীমিত ক্ষমতা সেই ক্ষমতার মধ্যে থেকে আমাদের এই District Administration ঠিক ঠিক ভাবে যাতে কাজ করে যায় তার চেষ্টা করা হচ্ছে। এবং হচ্ছে বলে তিনি যে কয়েকটা বক্তব্য এখানে রেখেছেন তার মধ্যে আমাদের Administration এর আওতায় পড়ে সেগুলি আমি House এর সামনে রাখছি। প্রথমত তিনি যে কথা বলে আরম্ভ করেছেন আমি মনে করি কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি বা মন্ত্রীকে এরূপ কটাক্ষ করা উচিত নয়। শুধু উচিত নয়, আমি বলব এটা শালীনতার বিরোধী। এই জনক যে উনি বলেছেন যে লেখাপড়া জানেনা। কিন্তু ইতিহাসে অনেক সাক্ষ্য আছে যে সাক্ষ্য দিয়ে প্রমাণ করা যায় যে প্রথমতঃ লেখাপড়া না জানলেও অভিজ্ঞতা এবং অভিজ্ঞতার উপর দিয়ে মানুষ যে শিক্ষা লাভ করে সেই শিক্ষা মনুষকে অনেক দেশের নেতৃত্বেও নিয়ে যায়। আজকে অনেক বড় বড় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির জীবনী যদি আলোচনা করি তাহলে দেখা যে তাদের প্রথম জীবন কি ছিল। কি অবস্থায় তারা রাষ্ট্রের কর্ণধার হয়েছেন। তার পূর্ব্বে তাকে আমরা কি দেখি—তাদের মধ্যে আমরা কাউকে দেখি কোন Workshop এর worker এমন কি ত্রিপুরার কোন M. P. কিম্বা কোন জননেতাকে আমরা দেখি একজন সাধারণ Jute মিলের অশিক্ষিত একজন worker ছিলেন। আমি তাকে অশিক্ষিত বলিনা. আমি তাকে সম্মান করি। সম্মান করি এইজন্য যে স্কুলের বিদ্যালয়ের গণ্ডির মধ্যে না গিয়েও এই যে লোকটি তার অভিজ্ঞতা তার কাজের মধ্য দিয়ে তিনি মানুষের মনকে জয় করতে পেরেছেন।

এবং জনমনের মধ্য দিয়ে তিনি নিজকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কারণ তার অভিজ্ঞতা এবং তার সদিচ্ছা তাকে জননেতা রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আমরা এই জিনিষটা যখন বলি তখন সেট হচ্ছে দাম্ভিকতা আত্মম্ভরিতা কারণ যারা আমরা বলি, আমির টা কত শিক্ষিত। যারা আজকে Research Scholar কতকি আছে আমরা তাদেরকে এনে এখানে বসিয়ে দিতে পারি কিন্তু তা নয়। অনেক সময় অনেক Scholar দেশ শাসনের ব্যাপারে বা রাষ্ট্র শাসনের ব্যাপারে কিংবা বিধান সভার আইনের ব্যাপারে আলোচনার উপযুক্ত নাও হতে পারে। কারণ তাদের পেছনে নাই জন মনের আশা আকাঙ্খা। তার আশা আকাঙ্খাকে বাস্তবে রূপায়িত করার যে জ্ঞান সেই জ্ঞান তাদের নেই। কারণ তারা আবদ্ধ থাকে সেই Laboratory র মধ্যে, যেই আশা আকাঙ্খার মধ্যে তারা নিজেরা পরিচিত থাকে না। তাই আমি মনে করি যে অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষার গুণে তিনি জনমন জয় করে মন্ত্রীত্বের আসনে উপবেশন করেছেন মাননীয় সদস্য থেকে তাঁর শিক্ষা অনেক বেশী। বেশী এইজন্য কারণ তিনি জনগণমনের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। এতএব আজকে তার এই যে কটাক্ষ এই কটাক্ষ শুধু তার প্রতি নয় এই কটাক্ষ হচ্ছে যে হাজার হাজার জন প্রতিনিধি তাকে নির্বাচিত করেছে যে হাজার হাজার জনসাধারণ তার এলাকার যে ভোটার তার উপর আস্থা রেখেছে এবং সেই যে আস্থা সেটা জনগণের প্রতি কটাক্ষ এটা আমাদের মন্ত্রী মহোদয়ের উপর কটাক্ষ নয়। যে নেতা জনসাধারণের উপর কটাক্ষ করতে পারে সে যে জনগণের নেতা নয় সেটা সত্যি কথা। সত্যিভাবে বলতে হবে যে তার দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে খুব narrow এবং যাতে তিনি প্রসার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কোন কিছু বিচার করতে পারেন না। তারপর তিনি বলেছেন যে, আগে যে Tribal Welfare Deptt. ছিল সেটাকে বর্ত্তমানে Schedule Caste এবং Schedule Tribe Welfare Department করা হয়েছে এবং তারপর তিনি তার বক্তব্য যে ভাবে রেখেছেন আমি জানি না যে সত্যি তার এই বক্তব্য যদি কোন voter শুনত তাহলে বোধ হয় সেই voter এর মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হত। কারণ তিনি বলেছেন যে Sehedule Caste Department টি যে ভাবে করা হয়েছে, তা করার অর্থ হচেছ সমস্ত Tribal দের টাকা Schedule caste এর জন্য আত্মসাৎ করা। এত বড় অভিযোগ এত বড় একটা কথা একজন নেতৃস্থানীয় সদস্যের মুখে অ মরা আশা করতে পারি না। কারণ এই যে Schedule Caste যেমন Schedule Tribe আমরা মনে করি তারা আমাদের সমাজে উপস্থিত। এবং আমরা মনে করি Schedule Tribe এবং Schedule Caste উভয়েই পিছিয়ে পরা। তারা কি জ্ঞানে, কি শিক্ষায়, কি অর্থে অনেক পিছিয়ে আছে। তাই আজীবন এই তপশীলি শ্রেণী, এই Schedule Caste কিংবা Schedule Tribe উভয়েই আজীবন যারা উত্তম পুরুষ তাদের থেকে তারা শোষিত হয়েছে। এবং এই শোষনের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যই আমাদের সংবিধানে বিশেষ ব্যবস্থা, বিশেষ safe guard তাদের জন্য করেছে।

সেই guard, Schedule Tribe Schedule Caste উভয়ের জন্যই করেছে। এই Schedule Caste এর মধ্যে শিক্ষা, যদি আজ আমরা শিক্ষার দিকে তাকাই তাহলে ত্রিপুরার Schedule Caste এর শিক্ষার percentage যদি ধরা হয় তবে tribal হয় ১৯৬১ সালের census এ tribal এর percentage হচ্ছে একাদেশ ১০% আমাদের Schedule caste ও অন্যান্য caste মিলে ত্রিপুরার ১৯৬১ সালে শিক্ষার percentage হচ্ছে ২১% তার মধ্যে Caste হিন্দুদের যদি বাদ দেওয়া হয় তাহলে Schedule Caste এর percentage ১০% এর বেশী হবে কি না সন্দেহ। বর্তমানে Schedule tribe এর শিক্ষার percentage অনেক বেড়ে গিয়েছে। এবং তার সাথে সাথে Schedule Caste এর শিক্ষার Percentage ও বেড়ে গিয়েছে। বেড়ে গেছে এই জন্য ত্রিপুরার যে Administration এর মধ্যে যে শিক্ষার ব্যবস্থা এবং সেই শিক্ষার ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে তাদের যে গ্রামে গ্রামাঞ্চলে, পাহাড়ে বন্দরে এই যে স্কুল সেই স্কুলের মাধ্যমে যে হাজার হাজার স্কুল করা হয়েছে এবং যে Primary School. Junior Basic School, Senior Basic School. Junior High School এবং Higher Secondary School সেই School এর মাধ্যমে যে শিক্ষা বিস্তারের সুবিধাটুকুর জন্যই এই Percentage বেড়েছে। কিন্তু তথাপি যে রক্ষা কবচ আমাদের সংবিধানে দিয়েছে সেই রক্ষাকবচ দেওয়ার দরুনই আজকে Trible Welfare এবং Schedule Caste এর মিলে আমাদের একজন মন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়েছে। এবং সেই মন্ত্রীর উপর শুধু Schedule Caste এর দায়িত্ব দেওয়া হয় নি। যদিও আমাদের এই মন্ত্রী সভায় একজন Schedule Caste মন্ত্রী আছেন। কিন্তু তার উপর দায়িত্ব দিয়ে Schedule Caste এবং Schedule tribe এর স্বার্থকে রক্ষিত করবার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে একজন Schedule tribe মন্ত্রীর উপর। এখন সেইখানে যদি কোন বক্তা বলেন, কোন সদস্য বলেন যে এই schedule tribe এর স্বার্থ নষ্ট করে শুধু Schedule Caste এর স্বার্থ রক্ষিত হবে এবং schedule tribe এর যে টাকা কেন্দ্র থেকে দেওয়া হয়েছে সেই টাকা schedule tribe কে না দিয়ে schedule caste কে দেওয়া হবে এই যদি কেউ বলেন তাহলে সভায় অপলাপ করা হয়। অপলাপ এই জন্য—আমি জানি যে আমার মোহনপুর centre এ আজকে প্রায় ৩০০ | ৩৫০ Schedule tribe পরিবারের দরখাস্ত এবং সেই proposal গিয়েছে এবং তার অধিকাংশই sanction করা হয়েছে। অনেক সময় বলা হয় যে জুমিয়াদের টাকা sanction হয়েছে কিন্তু অনেক জায়গায় জুমিয়াদের তা দেওয়া হয় না। যদি তারা একটু খবর রাখতেন তাহলে দেখতেন যে, যে সব জুমিয়া landless জুমিয়া হিসাবে তাদের নাম লিখিয়েছেন তারা জুমিয়ার টাকা পেতে পারে না। কারণ জুমিয়া ধরচুক্তি খাজনা না দিলে জুমিয়া হতে পারে না। কিন্তু অনেক সময় তাদের এই সব টাকা যখন বন্টন হয় না এই সব ভূমিহীন জুমিয়াদের মধ্যে, তখন তারা মনে করে এই টাকা আমাদের Tribal মন্ত্রী অন্যভাবে নিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু তার একাকারই নিয়ে যাচ্ছেন।

শুধু তা নয়। তার এলাকার এবং যে কোন এলাকায়, সব এলাকায় সেগুলি দেওয়া হচ্ছে যেখানে প্রকৃত ভূমিয়া আছে। আবার আমার মোহনপুর এলাকায় প্রায় ৭০০ | ৮০০ Schedule caste এর দরখাস্ত আছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাদের proposal enquiryই হয় নাই। কিন্তু তিনি তা কিভাবে ভাবলেন যে Schedule caste কে সমস্ত টাকা দেওয়া হচ্ছে। এবং তাই যতদিন পর্য্যন্ত Schedule Caste এবং Schedule Tribe কে একত্রে রেখে একজন মন্ত্রীর উপর ন্যাস্ত থাকে তাহলে তারা তার সাথে সহযোগীতা করতে বাধ্য নন। তার উপর তাদের আস্থা নেই। এই যার মনোবৃত্তি তাকে আমরা কোন অবস্থায় সমর্থন করতে পারি না। সেখানে আর একটি প্রশ্ন উনি রেখেছেন এবং নামও দিয়েছেন, প্রভাত নাগ লেখাপড়া কম জানেন। আমাদের অমুক trible এর ছেলে লেখাপড়া শিখে বেকার বসে আছে তারা circle officer এর চান্স পায় না, চান্স পাচ্ছে ঐ Departmentaly promotion এ প্রভাত নাগ এবং আরো কয়েকজন। আমার বক্তব্য হচ্ছে যদি সত্যি Graduate Tribal ছেলে থাকে তাহলে তদের চাকুরী পেতে হবে এবং চাকুরী যাতে পায় সেটা আমরাও চাই এবং সেটা আমাদেরও ইচ্ছা। একজন Graduate trible ছেলে কেন বসে থাকবে। কিন্তু ঐ যে ভদ্রলোকের নাম করে বলা সেটা আমাদের বৃটিশ আমলেও দেখেছি One man was the Defence Minister of British Government, but he was a Matriculate Secretary. Defence Minister — Menan কে Joint Secretary পর্য্যন্ত করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁর qualification ছিল Matriculate. এবং qualification থেকে তার যে চাকুরীর মধ্য দিয়ে যে অভিজ্ঞতা এবং লেখাপড়াও যে শিখেছে সেটাকেও যে মূল্যায়ন করতে হবে। ডিগ্রী একটা বড় জিনিষ অনেক সময় হয় না। অনেক সময় আমি ডিগ্রী হোল্ডারকেও দেখেছি যে দু'চার অক্ষর ইংরেজী লিখতে জানেনা। আবার অনেক Matriculate clerk কেও দেখেছি যে তাঁর ইংরেজীর দখল অনেক বেশী। সে দিয়ে নয়, বিচার হবে তার efficiency এবং competency দিয়ে। তারজন্য আমি বলব না যে, ঐ যে tribal graduate ছেলে তার চাকুরী হবে না। আমি মনে ক'র আমাদের দেখতে হবে যে আমাদের tribal graduateরা যাতে চাকুরী পায় এবং তার শিক্ষার উপযুক্ত চাকুরী পায়। তারজন্য আমি আড়চোখে ঐ যে তিনটি লোক বহুদিন কাজ করে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে efficiency অর্জন করেছে competency অর্জন করেছে; তা'র যে promotionকে আড়চোখ দেখবো, সেটাকে উৎসাহ দওয়া উচিৎ নয়। তাতে আমাদের clerkএর যে efficiency কাজে তা বন্ধ হয়ে যায়। যদি কোন কর্ম্মচারী তার ভবিষ্যতের উন্নতি সিল্ড হয়ে যায় তাহলে তার কাজের মধ্যে কোন কিছু পাওয়া যায় না। কিন্তু যদি তার কাজের মধ্যে ভবিষ্যতের আশা থাকে, তাহলে efficiency, competency বাড়বে এবং তার সেই efficincy, competency যদি সেগুলো সে প্রমাণ করতে পারে তাহলে হয়তো তার সামনে একটা বিরাট ভবিষ্যৎ দেখবে।

কিন্তু তার এই ভবিষ্যতের উন্নতিকে একটি কৃত্রিম দেয়াল দিয়ে আটকে দেওয়াটা আমরা কিছুতেই সমর্থন করতে পারিনা—। আজকের এই discussion এ যে কথাটুকু বলবো, যে আমাদের Administrationএ দোষ ত্রুটিগুলো আছে তাকে আমাদের সংশোধন করা উচিৎ এবং সেই সংশোধন কিভাবে করা যায় তারজন্য একটি constructive suggestion and constrative discussion এই House হওয়া উচিত। সেই constructive suggestion and constructive discussion নিলে পরে আমরাও উপস্থিত হন এবং আমাদের মন্ত্রীমহোদয়রাও তার মধ্যে অনেক কিছু গ্রহণ করতে পারবেন। কারণ আমি মনে করি প্রত্যেক সদস্যের এমন কি বিরোধী সদস্যদের উপরও মন্ত্রী মহোদয়দের আস্থা থাকা উচিৎ যে Administration এর ব্যাপারে তারা অনেক কিছু দিতে পারে। এবং তাদের সেই suggestionকে মূল্যায়ন দেওয়া উচিৎ। তার সাথে সাথে আমি বলবো যে এই Administration এ যতক্ষণ পর্যান্ত আমরা না পাই ততক্ষণ পর্যান্ত এই Administration এর promotion appoitment ব্যাপারে আমরা এই সকল দোষ ত্রুটি দূর করতে পারবো কিনা সন্দেহ আছে। কারণ অনেক কিছু Central Govt. এর হাতে, অনেক কিছু Union Public Service Commission এর হাতে। যেমন আমার এখান থেকে একটি ছেলে B Sc. Electricity পাশ করে আসে। তাহলে এখানে তাকে চাকরী দেবার কোন ক্ষমতা নেই। এখানে যদি চাকরী দিতে হয় তাহলে তাকে বলতে হবে যে তুমি Overseer Postএ যাও। কারণ তার উপর আমাদের মন্ত্রী মহোদয়দেরও কোন হাত নেই এবং তখন অনেক সময় এই সভাকে ভিত্তি করে আমাদের বিরোধীদল সদস্যগণ অনেক রকম সমালোচনা করেন। কিন্তু তারা সত্যকে বের করে সমালোচনা করতে চান না। সেখানে সত্য জিনিসটা হচ্ছে C. P. W. D যার চাকুরী দিচ্ছেন। একটা Tribal ছেলে যদি Engineering পাশ করে আসেন তাহলে তাকে আমাদের স্থানীয় সরকার বা মন্ত্রী মহোদয় ওভারসিয়ারের চাকরী দিতে পারেন কিন্তু Asstt Engineer এর Post দিতে হলে তাকে যেতে হবে C. P. W. D তে, তাতে অনেক সময় আমাদের এখানের son of the soil বঞ্চিত হয়ে যায়। কিন্তু সেই সত্যকে বের করে তাকে কি ভাবে দূর করে আমাদের হাতে সেই ক্ষমতা আনা যায়, সেই বক্তব্য তারা না রেখে সব সময় একটা আক্রমনাত্মক বক্তব্য রেখে আসছেন যার মধ্যে Destructive ছাড়া constructive কিছুই নাই। সেই ক্ষেত্রে আমি তাকে সমর্থন করতে পারছিনা। তবে যে discussion আজ হাউসে হচ্ছে সেই Discussion এর মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের Administration এর Efficiency এবং Competency যাতে বাড়ে এবং প্রমোশন যাতে Seniority এবং Efficiency দেখে দেওয়া হয় যাতে উপযুক্ত লোককে উপযুক্ত স্থানে বসানো হয়, এবং

যেখানে deley in discharge of duty কিম্বা অনেক রকম corruption আছে সেগুলি যাতে শক্ত হাতে বন্ধ করা যায় তার চেষ্টা আমাদের করতে হবে। এবং সেই দিকে আমাদের মন্ত্রী মহোদয়রা সজাগ দৃষ্টি রাখবেন এই বিশ্বাস আমার আছে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা মহোদয় যে Discussion এনেছেন সেই discussion এর যে বিষয়বস্তু হাউসে যা রেখেছেন তার সাথে কোন ক্ষেত্রে কোন কিছুর মিল নেই। সেটা তাঁর আলোচনা থেকে বুঝা গেছে। কিন্তু এই discussion এর উৎপত্তিটা উদ্দেশ্য মূলক তা প্রমাণিত হয়েছে এই কারণে Administration on recent occurrance বলতে recent occurrance এর কোন দৃষ্টি উনি রাখতে পারেন নাই। আলোচনার শুরুতে সেই মহারাজার আমলে কোথায় এক জায়গায় মহারাজা গিয়েছিলেন, এর থেকে আরম্ভ করে আস্তে আস্তে সেই tribal দের কোন কিছু দেওয়া হচেছ না বলে সমাপ্তি করেছেন। এবং এই সমাপ্তির মাঝখানে থেকে যতটুকু আভাস আমরা পেয়েছি এতে বুঝা যায় এই discussion এর মূল যে উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে এই ত্রিপুরার সরকার এই Tribal welfare এর জন্য যা কাজ করা হচ্ছে তা কোন কিছুই হচ্ছে না। ত্রিপুরার আমরা যারা আছি, ত্রিপুরা সরকার Civil Administration এমনকি মন্ত্রীমণ্ডলি বা সরকারের এই কাজকে সমর্থন করে যাচ্ছেন এবং এই কাজে Tribal রাও উপকৃত হচ্ছেন। তার মানে হচ্ছে এই ত্রিপুরার আনাচে কানাচে আমরা যা দেখতে পাই যে 5th Schedule এর দাবীতে সারা ত্রিপুরাকে সাম্প্রদায়ীক বিষে বিষময় করার চেষ্টা হচ্ছে। আজকে এই প্রস্তাবের উদ্বোধনে মাননীয় অঘোর বাবুর যে ভাষণ তা থেকে এটাই আমরা পাই যে ঐ 5th Schedule এর দাবি তার মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়ে গেছে। কারণ discussion এর জন্য যে topics এখানে রেখেছেন, যে মুখ্য উদ্দেশ্য রেখেছেন, সেটাকে তিনি কৌশলে চাপা দিয়ে Tribal রা যে উপেক্ষিত হচ্ছে তিনি এটাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন। অতএব আমাদের ত্রিপুরার তথায় ভারতবর্ষে এধরণের সাম্প্রদায়ীক শিবিরকে আমরা সমর্থন করতে পারি না, এটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত। অতএব আজকে এই বিধান সভার মাননীয় সদস্যবৃন্দ যারা আছেন তাদের কাছে আমি এই কথাই রাখতে চাই যে আজকের এই discussion টি আমাদের প্রত্যেকের contempt করা উচিত। কারণ এটার দ্বারা আমাদের মধ্যে যে সাম্প্রদায়ীক শিবির, সাম্প্রদায়ীকতার বীজ ঢুকিয়ে দিয়ে আমাদের ত্রিপুরাকে দুভাগে ভাগ করার যে উদ্দেশ্য তা বিশেষ ভাবে প্রকটিত হয়েছে। যদি আমরা এই সুযোগটা ত্রিপুরার ১৫ লক্ষ লোকের মধ্যে আনাচে কানাচে প্রবেশ করতে দেই তাহলে আমাদের যে মারামারি কাটাকাটি তার সুযোগে বর্ত্তমান ভারতবর্ষের যে অবস্থা পাকিস্তানের যে উদ্দেশ্য, তার সেই উদ্দেশ্য সফল হওয়ার জন্য তাদের রাস্তা খুলে দেবে। তাই আমি House এর

কাছে তুলে ধরতে চাই যে, আমরা যেন এ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হই, যাতে নাকি এধরনের সাম্প্রদায়িকতার যে ভিগির চলছে সে ধরনের Discussion যেন কোনদিন বরদাস্ত না করি। অতএব আজকে আমাদের মাননীয় সদস্য যে Discussion রেখেছেন সেটা কোনদিনই আমরা সমর্থন করতে পারি না। এই discussion টি ভবিষ্যতে আমরা contempt যাতে করি এই ব্যবস্থার জন্য অনুরোধ রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত —মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে আলোচনাটি উঠেছে, আলোচনার যিনি প্রস্তাবক তিনি আলোচনার পর সভাতে নেই। তাহলেও আমি আমার বক্তব্য রাখছি। আমার আলোচনার পূর্ব্বে বিভিন্ন বক্তা এই আলোচনার মধ্যে কোন recent occurance এর কোন কারণ দেখাতে পারেন নি। তিনি দু' একটি ঘটনার কথা বলেছেন যেগুলি অত্যন্ত পুরানো। যদি তার প্রত্যেকটি জিনিসই সত্যি বলে ধরা যায় তাহলে যারা সেটাকে move করছেন, কতগুলো জিনিষ আছে যেটা আইনের পর্য্যায় গিয়ে পরবে। এমন যদি জিনিষ কখনো হয় —তাহলে সেটাতে অন্য কেউ redess দিতে পারে না। তিনি যে ঘটনার কথাটি বলেছেন তার বক্তব্য থেকে বুঝা যাচ্ছে যে মহারাজের আমলে খাস হয়ে যায়। তিনি বলছেন, যদি তার বক্তব্য ঠিক হয়, মহারাজার আমলে খাস হয়ে যায়, সেই ক্ষেত্রে খাস যদি হয়ে থাকে আবার বলছেন যে খাজনা দিতে হয়। এই দুটো জিনিষ আজকের নয়, মহারাজার আমলেও এবং যেখান থেকেই আইন অনুযায়ী অন্তত যে দুই একটা ব্যবস্থা আছে তিনি বা তার পক্ষের লোক সেটা যদি গ্রহণ করতেন তাহলে আজকের এই পর্য্যায়ে এসে ঘটনাটি পড়তে পারতনা। তিনি ঘটনাটিকে আংশিকভাবে বর্ণনা করেছেন। তারমধ্যে কতটা সঙ্গতি আছে আমার জানা নেই। যদি থাকে তাহলে এইসব ক্ষেত্রে, আজকে কথা হচ্ছে যে সেখানে Legal redress দিতে হবে। সেটা দরিদ্র হলেও তার সেটা দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। যেমন আজকে যদি আমার বাড়ীতে চুরি হয়ে যায় বা আমার কোন জিনিষ নিয়ে যায়, আমি দরিদ্র হলেও আমার সেই কেইসটি সরকারের নিতে হবে। তিনি বলছেন যিনি এই Case করেছিলেন তার এই Case এর অনুমানিক যেটা মূল্য হবে সেটা হচ্ছে কয়েক লক্ষ টাকা। যদি কয়েক লক্ষ টাকা হয় তবে স্বভাবতঃ তার দিক থেকে পূর্ব্বাহ্নে অন্যভাবে অনেকে এই ধরণের কাজ করে যে কি ভাবে সেই জিনিষটিকে কি করা যায়, সম্পত্তির অর্দ্ধেকটা বিক্রি করে, বিক্রি করে দিয়েও তারা সেই সম্পত্তিকে রক্ষা করার চেষ্টা করে, সেই ধরণের আনুষঙ্গিক যেটা জিনিষ সেটা গ্রহণ করা উচিত ছিল। আজকে এমন পর্য্যায়ে তিনি এসেছেন যে Assembly এটা শুনার পর কি করবে সেটা বুঝা যাচ্ছে না। তথাপি তিনি বলেছেন যে তার অর্থ নেই। আমার মনে হয় যে এই ধরণের কেইস-এ Civil Court এ কিছুই হবে না অনেক কেসের আছে যেখানে আদিবাসীদের কোন কাজের দ্বারা কোন Legal advice এর দরকার হয়, advice এর দিক থেকে সরকার সেটা দেওয়ার জন্যও পরিকল্পনা করে

রেখেছেন। এই রকম ক্ষেত্রে তারা কোন সাহায্য নিয়েছেন কিনা আমি সেটা জানি না। কাজেই আজকে এটা দেখতে হবে—যে বিশেষ ভাবে আজকে তিনি কতগুলি ঘটনা বলেছেন সেটা আদিবাসীদের লক্ষ্য করে তার বক্তব্যের মধ্যে রেখেছেন। আজকে বাস্তব অনুযায়ী District Administration এর মধ্যে ও বটে এবং আদিবাসীর যে জিনিষটা সেই জিনিষটা সর্বভারতীয় সমস্যার একটি অঙ্গ। এবং সেই হিসাবে আমাদের ত্রিপুরাতেও সেটাকে রূপদান করার চেষ্টা করছি। দেখা যায় আজকে এই সরকার যথেষ্ট সহানুভূতির সঙ্গে আদিবাসী পুনর্ব্বাসন, চাকুরী ইত্যাদি ক্ষেত্রে যতখানি তাদেরকে দেওয়া যায়—তা দিচ্ছেন। হয়ত কোন কোন ক্ষেত্রে যদি তার ব্যতিক্রম হয় তাহলে সভ্যরা Assemblyর ভিত্তিতে আনবেন বা মন্ত্রীদের ভিত্তিতে আনবেন বা respective officer এর ভিত্তিতে আনবেন। একটু আগে প্রমোদ বাবু বলেছেন। আমরাও যদি একটা জিনিষকে দেখি, আজকে কোন জিনিষেই একটা সরকার perfect হতে পারে না। সরকার যদি perfectই হতো তাহলে Assemplyর দরকার হতনা, বা গণতন্ত্রের দরকার হতো না। দরকার হচ্ছে এই জন্য যে দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে মানুষের যে অধিকারগুলো হবে, সেই অধিকার গুলোকে নূতন নূতন আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তাকে পরিপূর্ণ রূপদান করার এবং লোকের অর্থ নৈতিক দিকটা রক্ষা করা। আজকে সেই জন্যেই অনেকগুলো অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই কতগুলো ঘটনাকে উল্লেখ করতে হয়। আজকে অনেক ক্ষেত্রে তারা বলেছেন কিন্তু এটাও দেখতে হবে যে আদিবাসীদের ক্ষেত্রে, যেমন আমার একজন বন্ধু বলেছেন যে, আজকে আদিবাসীদের ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে বা তাদের অধিকারকে রক্ষিত করার কিভাবে চেষ্টা হচ্ছে। আজকে যেখানে Land Legislation আছে সেখানে যদিও আগের মত ত্রিপুরাতে reservation নেই অর্থাৎ আদিবাসী অঞ্চল এখানে কোন সময় ছিলনা। মহারাজের আমলে আংশিক কয়েকটা পকেট মাত্র একটা আলোচনার মধ্যে ছিল। কিন্তু নির্দিষ্টভাবে কোন রূপদান সেটাকে করা হয়নি কিন্তু তার পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে এবং মহারাজের আমল থেকে প্রত্যেক জায়গায় আদিবাসী এবং বাঙ্গালী পাশাপাশি বাস করে এসেছে, কম এবং বেশী। সেই ক্ষেত্রে পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে যখন Debar Commission এলেন তারাও যখন নাকি এটাকে বিবেচনা করে দেখলেন তখন দেখলেন যে এটাকে যদি রূপদান করতে হয়, আজকে ত্রিপুরা যেভাবে একটা পরিবর্ত্তিত অবস্থায় এসে পৌঁচেছে এখানে একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলকে আর আদিবাসীদের জন্য সংরক্ষিত বলা যায় না। যদি থাকে তাহলে তার অন্তর্ভূক্তির মধ্যে যে সমস্ত লোকেরা আছে বা অন্য সমাজের লোকেরা আছে, তাদের কি হবে? যাতে তারা অর্থ-নৈতিক উন্নতি বেশী করতে পারে তার প্রতিবিধানের মধ্যে একটা হচ্ছে tribal welfarএর জন্য বিশেষ অর্থ ইত্যাদি দিয়ে একটা Block তৈরী করতে

হবে। আর একটি দিক দিয়ে Land Reforms Legislation যেটা হলো, সেখানের মধ্যে আদিবাসীদের জন্য এবং তাদের নিজেদের যে সমস্ত জমি বিক্রি করবে। সংরক্ষিত অঞ্চল অর্থই হচ্ছে যদি এই যে তাদের জমি যেন তাদের কাছে থাকে। কাজেই তারা নিজেদের সমাজের মধ্যে জমি বিলি বা বিক্রি করে তাহলে তারজন্য রেজিষ্টারী করতে পারবে। কিন্তু অন্য সমাজের কাছে যদি বিক্রি করতে হয় তাহলে একমাত্র District Magistrate এর permission নিতে হবে। অর্থাৎ জিনিষটাকে শক্ত করে রাখা হলো যার ফলে অন্ততঃ সাধারণ কারণের জন্য আদিবাসীরা জমি থেকে বঞ্চিত হতে না পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে সমালোচনা করা হয় যে আজকে পুনর্বাসনের নামে যে সমস্ত জমিজমা দেওয়া হচ্ছে সেখানে ১০ বৎসরের জন্য তাদেরকে হস্তান্তর করতে দেওয়া হচ্ছে। আসলে জমির যার প্রয়োজন আছে তার জমি হস্তান্তর হওয়া উচিত। মানুষের আপদ বিপদ হতে পারে এবং অনেক ক্ষেত্রে নিয়তি তা করে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় কোন রকমে তার difficultyটা কষ্ট করেও overcome করে যেতে পারেন। কষ্ট করেও সেটা পার হয়ে যেতে পারেন। তাহলে ভবিষ্যতে তার যেটা সুখ সুবিধা হয়, সেটা ও দেখার জন্য বটে। শুধু যদি জমি পেলে জমি বিক্রী করা কারো মধ্যে একটা চিন্তাধারা হয়ে যায়, তাহলে সেটা বাস্তব ক্ষেত্রে ভাল নয়। কারণ আবার সে ভূমিহীন হবে। তার জন্য সেখানে দেওয়া হচ্ছে তাকে রুদ্ধ করার মনোবৃত্তি নিয়ে, তার ক্ষতি করার মনোবৃত্তি নিয়ে সেটা করা হচ্ছে না করা হচ্ছে আসলে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। যে যে জমিটা তার কাছে থাকবে ১০ বৎসর লালন পালন করার পর যদি তার বিকল্প জীবিকার সংস্থান হয় তাহলে স্বভাবতই বিবেচনা করতে পারে যে তার জমিটি বিক্রি করা যায়। কাজেই এই ভাবে যদি দেখা যায়, তিনি যেটাকে আদিবাসী Deptt এর কথা বলছেন, আমি সেটাকে indirectly উনাকে এ কথা বলছি যে তাহলে আদিবাসীদের উন্নতির জন্য সরকার চেষ্টা করছেন। এটা হয়ত আশানুরূপ সবক্ষেত্রে ফল হচ্ছে না। কারণ সেটা দুই ক্ষেত্রেই নির্ভর করে। সব ক্ষেত্রেই যে সরকারের দোষ তাও নয়। তার মধ্যে জনগণের কাজ করার যে পরিকল্পনা কিছু ক্ষেত্রে থাকলেও জনগণের সঙ্গে ও তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কাজ তাকে করতে হয় এবং পরিকল্পনার সঙ্গে সেই সংগতিকে রক্ষা করতে হয়। তা ছাড়াও আজকে আদিবাসীদের জন্য আলাদা ভূমিহীন পুনর্বাসন আছে। আবার আদিবাসীদের মধ্যে ভূমিহীনের পরিকল্পনা দুই টাই আছে। একটা যেমন ভূমিহীন পুনর্বাসন আছে, আর একটা কলোনী Scheme, আবার আর একটি ভূমিহীন যারা তাদের পুনর্বাসন আছে। সেটা দেখলে দেখা যাবে যারা Sch. caste তাদের বেলায় এটা নেই। এটা অভিযোগ করা হয়েছে যে—এই fund কে, যদিও একটা Head এর মধ্যেই আছে, কিন্তু বাজেটের পরিকল্পনা যখন করা হয়েছে তখন তার মধ্যে অর্থের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। কাজেই সেই ক্ষেত্রে Sch. Caste এর জন্য আলাদা কিছুই নেই। একমাত্র Schedule দের জন্য Housing loan এর ৩০০ টাকার একটা

পরিকল্পনা আছে। এ ছাড়া আলাদা কিছুই নেই। অন্যটা যেটা পায়, তারা সাধারণ ভূমিহীন হিসাবে যেটা পাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে তারা পায়। সেই ক্ষেত্রেও বিশেষ সুবিধা আদিবাসীদের জন্য রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। আজকের যেটা কর্তব্য সেটা হচ্ছে এই পরিকল্পনাকে রচনাত্মক সমালোচনার দ্বারা কিভাবে আরও অধিক সংখ্যক আদিবাসীদের মঙ্গল করা যায় সেটা দেখা উচিত এবং তার জন্য যে সমালোচনা সেটা সব সময়ই সরকার গ্রহণ করতে উৎসুক। কারণ আজকে যারা সমাজের পেছনে পড়ে আছে তাদেরকে উন্নত করার দায়িত্ব, তাদেরকে সমপর্যায়ে নিয়ে আসার দায়িত্ব সমাজের যারা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আর একটু অগ্রসর হয়ে আছে তাদের। আজকে যে কোন অঞ্চলেই হউক সরকারও ধারণা করেন এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়েও তাই মনে করেন, সকলে তাই মনে করেন যে জনসাধারণের একটা অংশ, তার জাতি যা-ই হউকনা কেন সমাজ যাই হোক না কেন, তারা যদি পেছনে পড়ে থাকে তাহলে তাদের পেছনে রেখে সমাজ অগ্রসর হতে পারে না। সমাজের অগ্রগতি এজন্য প্রত্যেকটি লোকের একই স্তরে আসার প্রয়োজনীয়তা আছে। এবং সেটা শুধু যে যারা পেছনে পড়ে আছে তাদের প্রয়োজনে তা নয়। যারা অর্থনৈতিক দিকদিয়ে বা শিক্ষার দিক দিয়ে অগ্রসরমান তাদের মঙ্গলের জন্যই, যারা সমাজের পেছনে বা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পেছনে পড়ে আছে তাদের টেনে আনার যথেষ্ট প্রয়োজন। সেই দিক দিয়ে সমস্ত ঘটনাকে বিচার বিশ্লেষণ করে সমস্ত ঘটনাগুলোকে সহানুভূতির সঙ্গে দেখতে হবে। যেটুকু সরকারী দোষ ত্রুটি আছে তাকে রচনাত্মক দিক দিয়ে সমালোচনা করে তাকে দূরীভূত করার চেষ্টা করতে হবে। শুধু যদি দোষকে ধরার জন্য আমরা দোষ ভুলি তাহলে ঠিক কাজ হয় না, সংশোধন হয় না। আর উত্তর দেওয়ার কথা হঠাৎ একটি প্রস্তাবের মধ্যে একটি বিষয় বস্তুকে এনে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় কারণ প্রস্তাবটি দেখেই স্বভাবতই মনে হবে যেন recent occurance নিয়ে প্রস্তাবটি হবে। সেখানে তিনি যে প্রস্তাবটি রেখেছেন সেটা recent occurance নয়। কাজেই তার যদি কোন প্রত্যুত্তর দিতে হয় তাহলে এই Assemblyতে বসে তার খাট উত্তর দেওয়াটা কোন প্রকারেই সম্ভবপর নয়। কাজেই কোন একটা বিষয় যদি specific বিষয় হয় তাহলে specific বিষয় নিয়ে আলোচনা করলে তারমধ্যে উত্তরটা দেওয়া সহজ হয়। কাজেই আজকে যেভাবে প্রস্তাবটি এসেছে তার দ্বারাও কোন recent occurance এর উল্লেখ নেই। আমি সন্তুষ্ট হতাম আজকে যদি *District Administration* এর বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে যদি এ জিনিসটা থাকত যে, আজকে ত্রিপুরাতে মাত্র ১টি জেলা। কাজেই এই Districtএর এই reorganisationএর মধ্যে ত্রিপুরাকে ৩/৪ জেলা করা উচিত বা বর্তমানে যে একটি জেলা তার যে zonal system আছে সেটা না থাকা উচিত। এভাবে যদি রচনাত্মক আলোচনা হয় তার ভিতর থেকেও সরকারের কিছুটা আলোকপাত হতে পারে। তার আলোচনার মাধ্যম থেকে কোনটা শ্রেয় পন্থা, কোনটা ভাল পন্থা,

সেটা গ্রহণ করে নেওয়া যায়। কাজেই সেই ধরণের যদি একটি রচনার্থক থাকতো যে আজকে যে তিনটি zonal system রয়েছে সেই তিনটি zonal system এই ধরণের না হয়ে অন্য ধরণের হলে কি হতে পারে সেই ধরণের যদি একটা রচনার্থক দিক থাকতো তাহলে হয়ত তার ভিতর থেকে সরকারের গ্রহণ যোগ্য বা বিবেচনার যোগ্য বিষয় তার মধ্যে থাকতে পারতো, অথবা যেখানে তিনি development এর বিষয়বস্তু বলেছেন তার মধ্যে যদি এই কথা থাকতো যে এই যে developmemt হচ্ছে এটা জেলা পর্যায়ের না হওয়াতে এর পরিচালনার মধ্যে দোষক্রটি আছে। তিনি একথা বলেছেন যে অন্যান্য জায়গায়ও দেখা যায় অর্থাৎ সমাজের backward শ্রেণীর যারা আছেন এটাকে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে Schedule Caste ও Schedule Tribe কে পৃথকীকরণ করা উচিত। এটা department এর মধ্যে আছে মাত্র। কিন্তু তাদের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ বাজেটের মধ্যে আলাদা করা আছে। কাজেই সামান্য ২। ৪ টাকা যদি কখনও বছরের শেষে গিয়ে কোথাও উদ্বৃত্ত থাকলে এবছরের জন্য এখানে revised budgetএ নেওয়া হয়। বাজেটের শেষে অর্থাৎ; অধিকাংশ উদ্বৃত্ত টাকাই থাকে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে। কাজেই একবছর যদি কোথাও savings হয় তাহলে সেটা অন্য ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয় সত্য কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে পরবর্ত্তী বৎসরের সেই অর্থটা কম পাবে। অর্থাৎ এটা যদি কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে Schedule caste এর জন্য যে টাকা ধরা আছে এই বছর যদি তার থেকে কিছু ব্যয়িত হয় তাহলে আগামী বছর তার বরাদ্দে যেটা আছে তার থেকে কিছু কম হওয়ার সম্ভাবনা আছে যদি না অন্য fund থেকে সেটা আনা যায়। কাজেই সেটা Tribal fund থেকে—বহু ক্ষেত্রে দেখলে দেখা যাবে যাতে নানাভাবে কিভাবে বাড়ানো যায় তার কিছুটা চেষ্টা হয়। কাজেই Tribal এ্যারিয়ার দিকে দেখলে এ অর্থে যেমন এটা আছে যে, আজকে সব জায়গায় যেখানে Tribal অঞ্চল আছে সেখানে রাস্তাঘাট ইত্যাদি Tribal head থেকে করা হয়। এখানেও দেখা যাবে যেমন Tribal head থেকেও করা হচ্ছে এবং Tribal অঞ্চলে রাস্তাঘাট আবার General head থেকেও করা হচ্ছে। কাজেই যেহেতু রাস্তাঘাট বা Tribal অঞ্চলে কোন একটা হাসপাতাল হয়ে যায় বা কোন একটা বিদ্যালয় হয় তাহলে সেই অঞ্চলে যারা অধিবাসী আছে স্বভাবত ২। ৪ জন করে তারা প্রত্যেক অঞ্চলেই থাকে, কাজেই এর দ্বারা benefited হবে। কাজেই তার জন্যে আলাদা ভাবে কোন কাজ করা হয় না। কিন্তু যেখানে নির্দিষ্ট অঙ্ক আছে যেমন পুনর্ব্বাসন যেমন book grant বা stipend জাতীয় ব্যাপার বা যেমন Boarding House stipend ইত্যাদির ক্ষেত্রে যার জন্য যে পরিমাণ নির্দিষ্ট অঙ্ক আছে বা যে পরিমাণ ছাত্র আছে তার সঙ্গে সঙ্গতি রাখার ব্যবস্থা হয়। যদি কোন একটা specific ঘটনা এই ক্ষেত্রে দিতে পারতেন নিশ্চয়ই আমরা অনুসন্ধান করে সেটা দেখতে পারতাম। কাজেই আজকের পরিপ্রেক্ষিতে জেলা পর্য্যায়ের কোন recent occurance এর

আলোচনা হয়নি বা এ:ক ঢালাই সাজাই করে ভাল করার সম্ভাবনা আছে কিনা সেই দিকে কোন আলোকপাত যিনি এই প্রস্তাব move করেছেন তার থেকে আমরা পাইনি কাজেই সেই দিক থেকে recent ঘটনা সম্পর্কে তিনি কোন সুষ্ঠু বক্তব্য House এ রাখতে পারেন নি। আরও অন্যান্য point যেগুলি আমার পূর্ব্ব বক্তাগণ পূর্ব্বে আলোচনা করেছেন আমি তা দ্বিতীয়বার বলে House এর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটতে চাই না। তাহলে যদি কোথাও অন্যায় অবিচার হয়ে থাকে সেটা tribal এর ক্ষেত্রেই হউক বা চাকুরী ক্ষেত্রেও তিনি যেটা বলেছেন তা আজকে সরকার চেষ্টা করছেন যে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে এবং চাকুরী ক্ষেত্রে যাতে schedule caste এবং Tribal যারা আছেন তাদের যেন উপযুক্ত percentage দেওয়া হয় এবং খুব ঘন ঘন সেই দিকে দৃষ্টি রাখার জন্য সরকারের নিকট থেকে নির্দ্দেশ যায় যাতে উপযুক্ত candidate থাকলে পর তাদেরকে যেন বঞ্চিত করা না হয়। তিনি অবশ্য একটা ঘটনার কথা বলে এটাকে দেখাতে চেয়েছেন। যে কারণেই হউক এটা Departmental ঘটনা হয়েছে। Department এর মধ্যে যদি সেই রকম কেহ না থেকে থাকে হয়ত তার জন্য সেটা হয়নি। কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে Reservation ইত্যাদি ভালভাবেই দেখা হচ্ছে। এটা Departmental Promotion হয়েছে মাত্র। ভবিষ্যতে যদি কেহ deprived হয়, সরকার যেটা উপযুক্ত নিশ্চয়ই সহানুভূতির সঙ্গে সেটা দেখবেন। কিন্তু আবার এটাও দেখতে হবে যে উপযুক্ত লোককে যেন promotion দেওয়া হয় যাতে official efficiency ব্যাহত না হয়। সেটাও লক্ষ্য করার বিষয়। যেখানে administrative job আছে সেখানে administrative job এ—এটা শুধু শিক্ষা দ্বারা হয় না। এর পূর্ব্বে প্রমোদ বাবু বলেছেন যে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় non-matric যারা আছেন তারা তাদের কার্য্যের দ্বারা এবং তাদের শিক্ষার দ্বারা নিজেকে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে। কাজেই বিশ্বালয়ের ডিগ্রীই যে সবক্ষেত্রে একটা efficiency এর পরিমাপ সেটা ঠিক নয়। যেখানে administrative job আছে সেখানে efficiency র দিকটাও দেখা উচিত অন্যান্য qualification এর সঙ্গে। তাহলে সেখানে administrative function এর যে efficiency আছে সেটাও রক্ষিত হবে। যেটা আজকের দিনে প্রয়োজন। সে জন্য যে Schedule Caste বা Schedulc Tribe দের ন্যায্য অধিকার রহিত হবে না সে কথা আমি বলছি না। আমি একথা বলছি যে এগুলি বিবেচনা করে যাতে schedule caste এবং schedule tribes দের মধ্যে যারা আছেন তাদের যাতে স্বার্থ রক্ষিত হয় তার জন্য সরকার চেষ্টা করছেন এবং সেটা করে যাবেন। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker:—The discussion on motion is over. There is another motion of shri Aghore Deb Barma. *As* he is absent from the House there is no discussion on this motion.

I have it in command from the Administrator that the Assembly do now.

stand prorogue.

Paper Laid on the Table.

Appendix 'A'

Unstarred Question No. 284—
By Shri Promode Ranjan Das Gupta

Question

(1) Number of cows, bulls and buffallows as have been lifted over to pakistan in 1964, 1965, 1966 and 1st quarter of 1967 in Tripura ;

(2) Number of cases detected.

Answer

(1) The number of cattle lifted to pakistan during 1964, 1965, 1966 and 1st quarter of 1967 is given below :—

Year		Number of cattle lifted
1964	—	247
1965	—	360
1966	—	513
1967 (1st quarter)	—	204

(2) Number of cases detected is given below :—

Year		Number of cases detected
1964	—	89
1965	—	108
1966	—	138
1967	—	53

Appendix 'B'

STARRED QUESTION NO. 266

List of Classification of Lands

1. বাস্তু —Homestead
2. ভিটি —Raised land near homestead
3. চারা —Cultivated land near homestead
4. বাগান —Orchard
5. গরলায়েক পতিত—Unculturable waste
6. লায়েক পতিত —Culturable waste
7. লুঙ্গা —Flat lands between tillas
8. নাল —Arable lands
9. নদী —River
10. খাল —*Khal*
11. ছড়া —Streams
12. নালা —Water channel
13. ড্রেন —Drain in Municipal area
14. পুকুর —Tank
15. পুকুর পাড় —Bank of tank
16. ডোবা —Ditch
17. হাওর —Big watery land
18. বিল —Watery land
19. দীঘি —Large tank
20. টিলা —Hillock
21. রাস্তা —Katchha road
22. সড়ক —Pacca road
23. পথ —Village path or footpath
24. গোপাঠ —Village track
25. গোচর —*Grazing* ground
26. ডাকঘর —Post Office
27. থানা —Police Station
28. তহশীল কাছারী —Tahsil Office
29. কাছারী —Court
30. মহাকরণ —Civil Secretariat
31. ন্যায়াধিকরণ —Judicial Commissioner's Court

32.	ডাক বাংলো	—Dak Bunglow or Inspection Bunglow
33.	হাসপাতাল	—Hospital
34.	বিদ্যালয়	—Schools
35.	মহাবিদ্যালয়	—College
36.	মন্দির	—Temple
37.	মসজিদ	—Mosque
38.	দেবস্থান	—Place of Worship
39.	পীরস্থান	—Place of Worship of muslims
40.	ইদগা	—-do-
41.	গির্জা	—Charch
42.	কেং ঘর	—Buddhist place of worship
43.	শ্মশান	—Cremation ground
44.	কবর স্থান	—Burial ground for muslims
45.	সমাধিস্থান	—Burial ground for Baisaubs
46	হাট	—Periodical markets (i. e. sitting on Mondays and Fridays)
47	বাজার	—Daily markets
48.	পানবরজ	—Field growing 'pans' (betal leaves
49.	ইন্দিরা	—Pucca well
50.	কুয়া	—Kachha well
51.	ডেপা	—Marshy land
52.	বালুচর	—Sandy bed
53.	উৎলা	—Swamp
54.	ছনখলা	—Growing chhan grass
55.	জঙ্গল	—Bush
56.	বন	—Forest
57.	চা বাগান	—Tea garden
58.	ভাগাড়	—Place for throwing dead animals
59.	দোকান	—Shop
60.	কারখানা	—Workshop
61.	খোয়াড়	—Pound
62.	ইটখলা	—Brick field
63.	রেলরাস্তা	—Railway
64.	সেনানিবাস	—Cantonment
65.	জেলখানা	—Jail
66.	গ্রন্থাগার	—Library.

Printed by the Superintendent, Government Printing,
Tripura Government Press, Agartala, Tripura.

TGPA—7-8-67—150.